অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol 25 No.31Thursday 17 October 2024 Weekly Janmobhumi New York Free in USA
২৫তম বর্ষ, ৩১তম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১৭ অক্টোবর ২০২৪ / ২২ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মূল্য ছাড়া (ফ্রি)

দেবী দুর্গার বিসর্জনে বেজে উঠেছে বিদায়ের সুর

ঢাকা ডেস্কঃ মন্দির আর মণ্ডপে বেজে উঠেছে বিদায়ের সুর। প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে আজ রোববার শেষ হচ্ছে শারদীয় দুর্গোৎসব। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে -বাকী ১৪পাতায়)

৮ জাতীয় দিবস রাষ্ট্রাচার থেকে বাদ

বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক মনে করে না ৫ আগস্ট বিপ্লবী ছাত্র নেতারা!

আবুল কালাম,ঢাকা থেকে ঃ 'দেশের মানুষ জাতির পিতা মনে করলে ৫ আগস্ট ভাস্কর্য ভেঙে ফেলত না' ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, একটি দেশের জাতির পিতা কে হবে সেটা নির্ধারণ করবে সেই দেশের জনগণ, কোনো ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক দল না।বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে যদি দেশের মানুষ জাতির পিতা মনে করতো তাহলে ৫ আগস্ট বিপ্লবী ছাত্র-জনতা তার ভাস্কর্য ভেঙে ফেলত না। শেখ মুজিব জাতির পিতা নয়, আওয়ামী ফ্যাসিজম প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রতীকী মাধ্যম।
এর আগে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা মনে করে না অন্তর্বর্তী সরকার।
সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। বঙ্গবন্ধুকে আওয়ামী লীগ বিতর্কিত করেছে। তাকে আপনারা 'জাতির পিতা' মনে করেন কিনা এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ দল হিসেবে ফ্যাসিস্টভাবে ক্ষমতায় ছিল। মানুষের ভোটাধিকার হরণ ও গুম-খুন (-বাকী ১৪ পাতায়)

কানাডা-ভারত উত্তেজনা পাল্টাপাল্টি কূটনীতিক বহিষ্কার

নয়াদিল্লি ডেস্কঃ পাল্টাপাল্টি কূটনীতিক বহিষ্কারখালিস্তানপন্থী ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডীয় নাগরিক হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যাকাণ্ড নিয়ে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ভারত-কানাডার সম্পর্ক। গত বছর খুন হওয়া বিচ্ছিন্নতাবাদী ওই শিখ নেতার হত্যার সঙ্গে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে জানিয়েছে কানাডার তদন্তকারী পুলিশ। এর পরপর কানাডিয়ান কূটনীতিকদের শনিবারের মধ্যে দিল্লি ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারত। এর জবাবে কানাডাও ভারতীয় ছয় কূটনীতিককে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে। এতে দুই দেশের সম্পর্কে যেন চিড় ধরতে শুরু করেছে। খবর এনডিটিভির। কানাডার অভিযোগ, এক বছর আগে দেশটির শিখ নাগরিক হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের ঘটনায় যে ভারতীয় এজেন্টরা জড়িত ছিল, তা এখন স্পষ্ট। তদন্তে বিষয়টি উঠে (বাকী ১৭পাতায়)

এ সপ্তাহের শীর্ষ সংবাদ

'অগ্নিকন্যা' মতিয়া চৌধুরী আর নেই

ঢাকা ডেস্কঃ বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
এভারকেয়ার হাসপাতালের জেনারেল ম্যানেজার আরিফ মাহমুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আক্রান্ত মতিয়া চৌধুরীকে (বাকী ১৬ পাতায়)

আইনজীবী থেকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কমলার বর্ণাঢ্য জীবন

ওয়াশিংটন ডেস্কঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড় থেকে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সরে (বাকী ১৫ পাতায়)

জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ ওমর আবদুল্লার, সরকারে নেই কংগ্রেস

নয়াদিল্লি ডেস্কঃ বুধবার শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছিল। লেফটেন্যান্ট গভর্নর (উপরাজ্যপাল) মনোজ সিন্হার কাছে প্রথমে শপথ নেন ওমর। জম্মু-কাশ্মীরের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ (বাকী ১৭ পাতায়)

নতুন ৪০ হাজার রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ

ঢাকা ডেস্কঃ মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী রাখাইন রাজ্যে সংঘাত থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে ৪০ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ (বাকী ১৬ পাতায়)

অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন আমেরিকার তিন অধ্যাপক

ইউরোপ থেকে নুরুল ইসলাম বকুলঃ অর্থনীতিতে এ বছর নোবেল পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের (বাকী ১৪ পাতায়)

ব্যাপারী ও ফড়িয়াদের দাপট
সব পণ্যের দামই বাড়ছে হুহু করে

ঢাকা ডেস্কঃ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও বাজারে পণ্যমূল্য পরিস্থিতি সর্বকালের রেকর্ড ছাড়াচ্ছে। সিন্ডিকেটের কারসাজিতে সব পণ্যের দামই বাড়ছে হুহু করে। তাদের থাবা থেকে বাদ যায়নি সবজিও। রাজধানীর খুচরা বাজারে বেশির ভাগ সবজির কেজি ১০০ টাকার ওপরে। আবার কিছু ৩০০ টাকাও ছাড়িয়ে গেছে। পরিস্থিতি এমন-চার থেকে পাঁচ হাত বদলে কৃষকের ৩০ টাকা কেজির বেগুন ভোক্তা ১৫০ টাকা দিয়ে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। অন্যান্য সবজিতেও (বাকী ১৭ পাতায়)

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

MHC
MARKS HOME CARE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উর্পাজন করুন

আমাদের এজেন্সীতে কি কি করতে পারবেন?

- আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উর্পাজন করতে পারবেন।
- আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- আমরা CDPAP এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

Office Hour
Mon-Sunday
9am-6pm

আয় করুন, আপনি প্রতি সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

For details information please contact:

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

MARKS HOME CARE

JAMAICA OFFICE # 1
148-37 Hillside Ave,
Jamaica, NY 11435
Phone: 718-674-6333
646-591-6782
Fax : 347-694-8854

JAMAICA OFFICE # 2
87-53 167 St. 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-647-5555
646-591-6782
Fax : 347-694-8854

OZONE PARK OFFICE
1226 Liberty Ave,
Brooklyn, NY 11208
Phone: 718-505-8500
646-591-6782
Fax : 347-694-8854

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন

ঢাকেশ্বরী মন্দিরে ড. মুহাম্মদ ইউনূস

সেনা পুলিশ র‍্যাবের সহায়তায় উৎসব সমাজের ব্যর্থতা

ঢাকা, দুর্গাপূজা মন্ডপ পরিদর্শনে গিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সবার সহযোগিতায় গৌরবপূর্ণ দুর্গাপূজা আমরা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে করতে পেরেছি। একদম নির্বিঘ্নে সব জায়গায় পূজার অনুষ্ঠান হচ্ছে। তবে বিভিন্ন আনন্দ-উৎসব আয়োজনে সেনাবাহিনী, র‍্যাব ও পুলিশের সহায়তা নেওয়া আমাদের সমাজের ব্যর্থতা। আমরা সমাজটাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে পারিনি যে, প্রতিটা আনন্দ-উৎসব কাউকে বাদ দিয়ে নয়, সবাই মিলেমিশে করব। ভবিষ্যতে যাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ছাড়াই উৎসব করা যায়, সেজন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। গতকাল বিকালে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এবার দুর্গাপূজার আনন্দ বিশেষ আনন্দে পরিণত হয়েছে। দেশজুড়ে এটা সবাই উপভোগ করছে। এ আনন্দ আরেকটু বেড়ে গেল এজন্য যে, একদম নির্বিঘ্নে সব জায়গায় পূজার অনুষ্ঠান হচ্ছে। সবাই চেষ্টা করেছে, কোনোরকম দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে, কোনোরকম আতঙ্কজনক পরিস্থিতি যেন সৃষ্টি না হয়। এজন্য সরকার এবং সরকারের বাইরে সবাই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছে।

সবাই মিলে অত্যন্ত গৌরবপূর্ণ দুর্গাপূজা করতে পারার কথা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এর পেছনে আমাদের সহযোগিতা করেছে পুলিশ, সেনাবাহিনী, র‍্যাব, বিজিবিসহ সরকারের কাছে যত রকমের শান্তিরক্ষা বাহিনী ছিল সবাই। সবাই আন্তরিকভাবে কাজ করেছে। এটা কঠিন কাজ, সহজ নয়। এ কঠিন কাজটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সমাধান করেছে। সবাই মিলে কাজ করলে যে সফলতা পাওয়া যায়, সেটা তারা প্রমাণ করেছে। তারা কষ্ট করার কারণে আমরা ছুটি উপভোগ করতে পারছি। তাদের ধন্যবাদ জানাই। তবে দুর্গাপূজাসহ বিভিন্ন উৎসব পালনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা নেওয়া প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সেনাবাহিনী দিয়ে, পুলিশ দিয়ে, র‍্যাব দিয়ে আনন্দ-উৎসব করার আয়োজন করতে যাওয়াটা আমাদের ব্যর্থতা। এ ব্যর্থতাকে আমরা গ্রহণ করেছি, এটা আমাদের ব্যর্থতা। আমরা সমাজটাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে পারিনি, কোনো জায়গায় একটা অংশ আনন্দ-উৎসব করবে, কাউকে বাদ দিয়ে নয়, সবাইকে নিয়ে আনন্দ-উৎসব করবে। এরকম সমাজ নিয়ে আমরা কী করব? আমরা এরকম সমাজ চাই না। সমাজের যে কোনো অংশ উৎসব করবে, আমরা সবাই মিলে সেখানে শরিক হব, তারা যেন নির্বিঘ্নে, আনন্দসহকারে উৎসব করতে পারে, তারা নিজেরা এ আনন্দে অংশ নেবে, এটাই তো হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা এটা করতে পারছি না। এটা করতে পারছি না বলেই আমাদের ছাত্র-জনতা, শ্রমিক এরা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটা নতুন বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে আজকে আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে। আমরা শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে আপনাদের উৎসবের সুযোগ করে দিলাম। এটা যেন ভবিষ্যতে আর কখনো করতে না হয়, সেজন্য আমরা একযোগে কাজ করব। ড. ইউনূস বলেন, আমরা এমন এক বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই, যে বাংলাদেশে যারা এ দেশের নাগরিক তাদের সবার সমান অধিকার থাকবে।

শেখ হাসিনাকে ট্রাভেল পাশ দিলে ঠেকানোর উপায় নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

ঢাকা, ১৩ অক্টোবর : শেখ হাসিনাকে ভারতের ট্রাভেল পাশ দেওয়া প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, ট্রাভেল ডকুমেন্ট যে কোনো দেশ যে কাউকে ইস্যু করতে পারে। সেটা ঠেকানোর কোনো উপায় নেই। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে প্রভাব পড়বে না বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। শনিবার বিকালে নরসিংদীতে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

সরকারি সফরে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা গেলেন সেনাপ্রধান

ঢাকা, সরকারি সফরে মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা গিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।

মঙ্গলবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সফরকালে তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা, সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কোন্নয়ন ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের বিবেচনায় জাতিসংঘ সদর দপ্তর, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন।

সফর শেষে সেনাবাহিনী প্রধান আগামী ২৫ অক্টোবর দেশে ফিরে আসবেন।

সাবেক কৃষি মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক গ্রেপ্তার

ঢাকা, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) জনসংযোগ বিভাগ সোমবার এক বার্তায় জানিয়েছে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়েছে। তবে কোন মামলায় আব্দুর রাজ্জাককে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে তা রাতে ডিএমপি থেকে নিশ্চিত করা হয়নি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে টাঙ্গাইলের মধুপুরে মিছিলে হামলার অভিযোগে গত ২৬শে সেপ্টেম্বর সাবেক কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকসহ ১১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। এর আগে গত ১৯শে আগস্ট আব্দুর রাজ্জাক ও সাবেক বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল হক টিটুসহ ৫৬ জনের নামে হত্যা মামলা দায়ের করা হয় টাঙ্গাইল সদর থানায়।

পলাতকদের বিচারে বিধান আছে, পুনর্গঠন ট্রাইব্যুনাল : উপদেষ্টা

ঢাকা, হাই কোর্টে অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে সদ্য নিয়োগ পাওয়া বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারকে চেয়ারম্যান করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করেছে সরকার। গতকাল রাতে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এর আগে সন্ধ্যায় সচিবালয়ে এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। তিনি জানান, ট্রাইব্যুনালে সদস্য হিসেবে রয়েছেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। আইন উপদেষ্টা বলেন, আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করেছি। ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিরা এ মাসের মধ্যেই হয়তো বসতে পারেন।

এদেশে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সবাই বাংলাদেশি: তারেক রহমান

ঢাকা, শারদীয় দুর্গাপূজা ও বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বী সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, 'এ দেশে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সবাই বাংলাদেশি-এটাই হোক আমাদের বড় পরিচয়। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি নাগরিকের সমঅধিকার ও সুরক্ষার সমান সুযোগের অলঙ্ঘনীয় বিধান থাকতে হবে। আমরা সবাই মিলে এমন একটি যৌথ সম্প্রদায় গঠন করি, যেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়।' শারদীয় দুর্গাপূজা ও বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে শনিবার এক বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন।

তারেক রহমান বলেন, 'আবহমানকাল ধরে শারদীয় দুর্গাপূজা বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। শরতে বাংলাদেশের চারদিকে কাশফুল ও শীতের আভাস জানান দেয় এই উৎসবের বার্তা। কয়েক শতাব্দী ধরে উৎসবটি সাড়ম্বরে পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও দুর্গাপূজা সব সময় উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হয়। আর উৎসব হচ্ছে অন্ধকার গহন থেকে আলোকের উদ্ভাসন।'

তিনি বলেন, 'উৎসব যে ধর্মেরই হোক, উৎসবের প্রাঙ্গণ সব মানুষের জন্য উন্মুক্ত। উৎসবের প্রাঙ্গণের দরজা কখনোই বন্ধ থাকে না। যে কোনো ধর্মীয় উৎসবই মানুষে মানুষে নিবিড় বন্ধন রচনা করে, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত হয়। সব ধর্মের মর্মবাণী দেশপ্রেম, শান্তি ও মানব কল্যাণ। এক বর্বর হিংসা যুদ্ধের বিপরীতে সমাজে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হওয়া আমাদের সবার কর্তব্য।'

তারেক রহমান আরও বলেন, দুর্গাপূজার অন্তর্নিহিত বাণীই হচ্ছে-হিংসা, লোভ ও ক্রোধরূপী অসুরকে বিনাশ করে সমাজে স্বর্গীয় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে মানবিক সাম্য ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। উৎপীড়ন ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মধ্য দিয়ে যারা সমাজ, মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করতে চায়, প্রতিষ্ঠিত করতে চায় কুশাসন তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠাই এ উপাসনার অন্তর্নিহিত তাগিদ। সেই বাণীকে আত্মস্থ করেই দুর্গাপূজার উৎসবের আনন্দকে সবাই মিলে ভাগ করে নিতে হবে। উৎসবের পরিসর সংকীর্ণ নয়, বরং এটি উন্মুক্ত ও সর্বজনীন।

তারেক রহমান বলেন, 'এই উৎসব প্রতিটি গৃহে সমৃদ্ধি, সম্প্রীতি ও শান্তিতে ভরে তুলে এবং সব সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সংহতি প্রসারিত করুক। এবারের শারদীয় দুর্গোৎসবের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।'

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারীরা দেশ ও মানবতার শত্রু : পৃথক বাণীতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'সম্প্রতি আওয়ামী পতিত সরকারের আমলে সাম্প্রদায়িক উসকানি, বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়সহ হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবালয়ে আক্রমণ ও ভাঙচুর হয়েছে বারবার। বর্তমানে অশুভ চক্রের আক্রমণ ঠেকাতে হিন্দু সম্প্রদায় ও মন্দিরকে ঘিরে অশুভ চক্রের চক্রান্ত ঠেকাতে দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাহারা দিচ্ছে। যাতে শান্তি ও সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে শারদীয় দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারীরা দেশ ও মানবতার শত্রু। তাদের প্রতিহত করতে বিএনপি অঙ্গীকারবদ্ধ।'

তিনি আরও বলেন, 'যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে সব সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে একত্রে বসবাস করছে। ধর্মীয় উৎসব সাম্প্রদায়িক সীমানা অতিক্রম করে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষকে এক বৃহত্তর শুভেচ্ছাবোধে মিলিত করে। মানুষের আত্মাকে মিলনের বোধে উদ্দীপ্ত করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। আমরা সবাই বাংলাদেশি এটিই আমাদের গর্ব, এটিই আমাদের একমাত্র পরিচয়।'

খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষ্য দিতে আসেনি

ঢাকা, কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠান নাইকোর সঙ্গে অস্বচ্ছ চুক্তিতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ আটজনের বিরুদ্ধে মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ পিছিয়ে ২২ অক্টোবর দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল এ মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য দিন ধার্য ছিল।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রঙ্গভরা বঙ্গদেশ

বিএনপি নেতা হারিছ চৌধুরীর পরিচয় নিশ্চিতে কবর থেকে দেহাবশেষ উত্তোলন

ঢাকা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব ও আলোচিত বিএনপি নেতা আবুল হারিছ চৌধুরীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিতে উচ্চ আদালতের নির্দেশে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য কবর থেকে তার দেহাবশেষ তোলা হয়েছে।

বুধবার (১৬ অক্টোবর) সকালে সাভার উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এসএম রাসেল ইসলাম নূরের উপস্থিতিতে বিরুলিয়া ইউনিয়নের কমলাপুর জালালাবাদ এলাকার জামিয়া খাতামুন্নাবিয়িন ঢাকা মাদ্রাসার কবরস্থান থেকে তার দেহাবশেষ তোলা হয়। গত ৮ অক্টোবর ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ের বিচার শাখা থেকে দেওয়া নির্দেশনা মোতাবেক এ পদক্ষেপ নেওয়া হলো।

এর আগে, ৫ সেপ্টেম্বর বিএনপি নেতা হারিছ চৌধুরীর মেয়ে ব্যারিস্টার সামিরা তানজিন চৌধুরীর রিট আবেদনের শুনানি শেষে বিচারপতি একেএম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি মাহবুবুল ইসলামের হাইকোর্ট বেঞ্চ তার পরিচয় নিশ্চিতের জন্য কবর থেকে দেহাবশেষ তুলে ডিএনএ টেস্টের নির্দেশ দেন।

আদালতে হারিছ চৌধুরীর দেহাবশেষ কবর থেকে উত্তোলন করে তার পরিচয় প্রমাণের জন্য ডিএনএ পরীক্ষা করানো, পরিচয়ের ইতিবাচক ফল, মৃত্যুর সনদ পাওয়া, ইন্টারপোলের রেড নোটিশ থেকে তার নাম মুছে ফেলা এবং তাকে নিজ জেলায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে দাফন করার আবেদন করেন তার মেয়ে ব্যারিস্টার সামিরা তানজিন চৌধুরী।

ব্যারিস্টার সামিরা তানজিন চৌধুরী বলেন, আমার বাবা হারিছ চৌধুরী ১/১১ এর পর থেকে গোপনে ছিলেন। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় আমার বাবাকে ফাঁসানো হয়েছে। তিনি একজন বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাকে হত্যা মামলায় ফাঁসিয়ে মিথ্যা চার্জশিট দিয়ে চরম অন্যায় করা হয়েছে।

তাই মামলাটির পুনঃতদন্ত করে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, গত ১৫ বছর ধরে আমার বাবার বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা তাই লেখা হয়েছে। এখানে যাকে প্রফেসর মাহমুদুর রহমান নামে দাফন করা হয়েছিল, তিনিই হারিছ চৌধুরী। বিগত স্বৈরাচারী সরকার তাকে গ্রামে নিয়ে দাফন করতে দেয়নি। বাধ্য হয়ে আমরা করোনার সময় সাভারের এই কবরস্থানে বাবাকে কবর দেই। পরবর্তী সময়ে বাবার মৃত্যু সনদ চেয়ে আবেদন করা হলেও স্বৈরাচার সরকার আমাদের কথা শোনেনি। আপনারা এবার সত্যটা তুলে ধরুন।

২০২১ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের আছরের নামাজের পর প্রফেসর মাহমুদুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে পাঁচ লাখ টাকা অনুদানের মাধ্যমে জামিয়া খাতামুন্নাবিয়িন মাদ্রাসার কবরস্থানে দাফন করা হয়। পরে বিএনপি নেতা হারিছ চৌধুরীর মেয়ে সামিরা তানজিন চৌধুরী দাবি করেন যে, এটি তার বাবা হারিছ চৌধুরীর মরদেহ।

হারিছ চৌধুরীর মরদেহ উত্তোলন করে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ

বিএনপি নেতা হারিছ চৌধুরীর মরদেহ কবর থেকে উত্তোলন করে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। বুধবার সকালে সাভারের জামিয়া খাতামুন মাদরাসা কবরস্থানে তার দেহাবশেষ উত্তোলন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম রাসেল ইসলাম নুর, চিকিৎসক ও পরিবারসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যরা।

এর আগে গত ৮ই অক্টোবর ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ের বিচার শাখা থেকে হারিছ চৌধুরীর মরদেহ কবর থেকে উত্তোলনের নির্দেশনা দেয়া হয়।

এতে সাভার মডেল থানাধীন জামিনে খাতামুন নবীঈনের জামিয়া খাতামুন কবরস্থান থেকে মরদেহ উত্তোলনের সময় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এস এম রাসেল ইসলাম নুরকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল দায়িত্ব পালনের কথাও বলা হয়।

ওই নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়, হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-১০৭৮৭/২৪ এ হারিছ চৌধুরীর মৃতদেহ উত্তোলন করে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের জন্য আদালত আদেশ প্রদান করেন। তার মেয়ে সামিরা তানজিন চৌধুরী সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দায়ের করেন। এই মর্মে যে, তার পিতা হারিছ চৌধুরীকে জামিনে খাতামুন নবীঈনের জামিয়া খাতামুন কবরস্থানে মাহামুদুর রহমান নামে দাফন করা হয়। হারিছ চৌধুরীর দেহাবশেষ কবর হতে উত্তোলন করে তার পরিচয় প্রমাণের জন্য ডিএনএ পরীক্ষা করানো, পরিচয়ের ইতিবাচক ফলাফল, মৃত্যু সনদ পাওয়া, ইন্টারপোলের রেড নোটিশ থেকে তার নাম মুছে ফেলা এবং তাকে নিজ জেলায় মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যথাযথ সম্মানের সাথে দাফন করার জন্য আবেদন করেন। এমতাবস্থায়, সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশনের আদেশ মোতাবেক কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ১৭৬(২) ধারার বিধান অনুযায়ী হারিছ চৌধুরীর মরদেহ উত্তোলনের সময় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল দায়িত্ব পালনের জন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এসএম রাসেল ইসলাম নুরকে দায়িত্ব প্রদান করা হলো।এর আগে, গত ৫ই সেপ্টেম্বর বিএনপি নেতা হারিছ চৌধুরীর লাশ কবর থেকে তুলে ডিএনএ টেস্টের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। বিচারপতি একেএম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি মাহবুবুল ইসলামের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। হারিছ চৌধুরীর মেয়ে ব্যারিস্টার সামিরা তানজিন চৌধুরীর রিট আবেদনের শুনানি শেষে আদালত এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার মাহদীন চৌধুরী।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১৫ই জানুয়ারি মানবজমিনের খবরে বলা হয়, হারিছ চৌধুরী করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় মারা গেছেন। হারিছের বিলেত প্রবাসী মেয়ে ব্যারিস্টার সামিরা চৌধুরী এটা নিশ্চিত করেন। বলেন, তার বাবা হারিছ চৌধুরী ২০২১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে মারা গেছেন। যদিও তার চাচা আশিক চৌধুরী গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, হারিছ ঢাকায় নয়, লন্ডনে মারা গেছেন। এই খবর প্রকাশের পর অনেকেই বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে উড়িয়ে দেন। গোয়েন্দারাও একাধিকবার মানবজমিন-এ ফোন করে সত্যটা জানতে চান। এরপর থেকে মানবজমিন অনুসন্ধান চালাতে থাকে। অনুসন্ধানে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসে। হারিছ নয়, মাহমুদুর রহমান মারা গেছেন শিরোনামে মানবজমিনে প্রকাশিত অনুসন্ধানী রিপোর্টটি দেশ-বিদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী আসলে মারা যাননি। মারা গেছেন মাহমুদুর রহমান। হারিছ চৌধুরী দীর্ঘ ১৪ বছর গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপনে ছিলেন। তিনি ভারত কিংবা লন্ডনেও যাননি। বাংলাদেশের ভেতরেই ছিলেন এবং ঢাকাতেই বেশিরভাগ সময় কাটান। ওয়ান ইলেভেনের পরপরই কিছুদিন সিলেটে অবস্থান করেন। ঢাকায় আসার পর তিনি নাম বদল করেন। নাম রাখেন মাহমুদুর রহমান। দীর্ঘ ১৪ বছর এই নামেই পরিচিত ছিলেন। পরিচয় দিতেন একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসেবে। ঢাকার পান্থপথে প্রায় ১১ বছর কাটিয়ে দেন এই পরিচয়ে। এই সময় তিনি মাহমুদুর রহমান নামে একটি পাসপোর্টও নেন। পাসপোর্ট নম্বর ইড০৯৫২৯৮২। এতে ঠিকানা দেন শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার। বাবার নাম আবদুল হাফিজ। ২০১৮ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে এই পাসপোর্ট ইস্যু হয়। পাসপোর্টে দেয়া ছবিতে দেখা যায় এ সময় তার চেহারায় এসেছে অনেক পরিবর্তন। সাদা লম্বা দাড়ি। চুলের রঙ একদম সাদা। বয়সের ছাপ পরেছে। শুধু পাসপোর্ট নয় জাতীয় পরিচয় পত্রও পেয়ে যান মাহমুদুর রহমান নামে। তার এনআইডি নম্বর হচ্ছে ১৯৫৮৩৩৯৫০৭।

www.jonmobhumi.com

পাকিস্তানকে চিঠি সৌদি আরবের আর ভিক্ষুক নয়!

রিয়াদঃ হজযাত্রী হিসেবে আসা পাক ভিক্ষুকদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে সৌদি আরবে। এবার এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় চিঠি দিল সৌদি আরব। পাকিস্তানকে সতর্ক করে সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই পরিস্থিতি অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ না হলে কড়া পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে। এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা। গত মঙ্গলবার পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্টও। সেখানে বলা হয়েছে, সৌদির হজ মন্ত্রকের তরফে পাকিস্তানের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রককে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। যেখানে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, উমরাহ ভিসাকে হাতিয়ার করে ভিক্ষুক পাঠানো বন্ধ করুক পাকিস্তান। তা না হলে আগামী দিনে পাকিস্তানের নাগরিকরা সৌদিতে হজ করতে যেতে সমস্যায় পড়বেন। জানা গিয়েছে, সৌদির এই চিঠির পাওয়ার পরই ভিক্ষুক সমস্যা সামলাতে দেশে আইন আনার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে পাক সরকার।

প্রসঙ্গত, হজে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে চলতি বছরের মে মাসেই সৌদি সরকার একটি নির্দেশিকা জারি করেছিল। বলা হয়েছিল, অনুমতি ছাড়া সেই দেশে কাউকেই হজ করতে আসতে দেওয়া হবে না। বেআইনিভাবে কেউ যদি আসেন তাহলে তাঁকে ১০ হাজার রিয়াল জরিমানা দিতে হবে। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ২ লক্ষ ২২ হাজার টাকার কাছাকাছি। গত বছর সেপ্টেম্বরেও হজযাত্রীর ছদ্মবেশে থাকা ১৬ জন ভিক্ষুককে সৌদি আরবগামী একটি বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল তাঁদের। সম্প্রতি একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়, বিদেশে গ্রেপ্তার হওয়া ভিক্ষুকদের ৯০ শতাংশই পাকিস্তানের নাগরিক।

জামালপুর চলত আওয়ামী গডফাদার মির্জা আজমের ইশারায়

মির্জা আজমের স্ত্রী আলেয়া আজমের নামে জামালপুর শহরের চারটি মৌজায় ১০ একর ২৬ শতাংশ জমি থাকার তথ্য পাওয়া গেছে।

ঢাকা, ১৫ অক্টোবর : পুরো জামালপুরে তাঁর কথার বাইরে যাওয়ার সাহস ছিল না অন্য কোনো সংসদ সদস্য (এমপি), দলীয় নেতা-কর্মী, প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ কারও। সরকারি দপ্তরের ঠিকাদারি, জমি দখল, দলীয় মনোনয়ন, দলীয় পদপদবি পাওয়া না-পাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি।

তিনি মির্জা আজম। তিনি জামালপুর-৩ (মেলান্দহ-মাদারগঞ্জ) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। ১৬ বছরের ব্যবধানে তিনি বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হয়েছেন। ১৬ বছর ধরে 'চুপ' থাকা মানুষগুলো এখন মুখ খুলতে শুরু করেছেন, বের হতে শুরু করেছে তাঁর রাজত্বের নানা অন্যায় ও অনিয়মের তথ্য।

মির্জা আজম তাঁর স্ত্রী, সন্তান, পাঁচ ভাইসহ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের নামে-বেনামে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসহ গড়ে তুলেছেন কোটি কোটি টাকার সম্পদ।

এবার ৬৫ কলেজে কেউ পাস করেনি

ঢাকা, ২০২৪ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ফলাফল আজ মঙ্গলবার প্রকাশ করা হয়েছে। এ বছরে পাসের হার ৭৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ লাখ ৪৫ হাজার ৯১১ জন শিক্ষার্থী।

এদিকে এবার দেশের ৬৫টি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া কেউ পাস করতে পারেননি। গত বছর শূন্য পাস করা কলেজের সংখ্যা ছিল ৪২টি। সেই হিসাবে এবার শূন্য পাস কলেজের সংখ্যা বেড়েছে ২৩টি।

আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি সব শিক্ষা বোর্ডের ফলাফলের যে সারসংক্ষেপ তৈরি করেছে, সেখান থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। এবছর ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মিলিয়ে পাসের হার ৭৭ দশমিক ৭৮।

জাতিসংঘ তার কর্মীদের রক্ষা করতে পারে না, এটি লজ্জার: এরদোগান

লন্ডন ডেস্কঃ লেবাননে জাতিসংঘ তার কর্মীদের ইসরাইলের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারছে না, বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য এটি উদ্বেগজনক। এমন মন্তব্য করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান। সোমবার বিশ্বসংস্থাকে তেল আবিবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে তিনি।

সোমবার (১৪) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে বার্তাসংস্থা আনাদোলু।

মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এরদোগান বলেন, "জাতিসংঘের ভাবমূর্তি, যেটি এমনকি নিজের কর্মীদেরও রক্ষা করতে পারে না, তা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার জন্য লজ্জা ও উদ্বেগের কারণ।"

তিনি আরও বলেন, 'আসলে আমরাও অবাক হয়েছি যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইসরাইলকে থামানোর জন্য অপেক্ষা করছে' ।এরদোগান বলেন, আগ্রাসী মনোভাবের কারণে এই অঞ্চল 'ইসরাইলের আগুন জ্বলেছে। তার ভাষ্য, লেবাননে ইসরাইলের সাম্প্রতিক আক্রমণ আবারও প্রমাণ করেছে আমাদের উদ্বেগ কতটা যৌক্তিক'। একইসঙ্গে ইসরাইলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে তেল আবিবকে সতর্ক করেছেন এরদোগান।

লেবাননে জাতিসংঘের মতে, ইসরাইলি ট্যাঙ্ক রোববার শান্তিরক্ষী ঘাঁটিতে বিস্ফোরিত হয়। এটি শান্তিরক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে ইসরাইলি লঙ্ঘনের সর্বশেষ ঘটনা।

তুর্কি নেতা বলেন, 'ইউএনআইএফআইএলকে আক্রমণ ও হুমকি দেওয়ার জন্য ইসরাইলি সরকারের বর্বরতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। যারা এখনো কিছু দেখছে না তাদের জন্য বোধোদয়ের বার্তা' ।তিনি বলেন, নিরাপত্তা পরিষদ লেবাননে জাতিসংঘে শান্তিরক্ষীদের (ইউএনআইএফআইএল) বিরুদ্ধে ইসরাইলের 'দস্যুতা' কর্মকাণ্ডকে শুধুই দেখে যাচ্ছে। জাতিসংঘের তৎপরতাকে 'নপুংসকতা' বলে অভিহিত করেন এরদোগান।

ইরানে হামলার বিষয়ে যা বললেন নেতানিয়াহু

লন্ডন ডেস্কঃ ইরানে প্রতিশোধমূলক হামলার বিষয়ে নতুন তথ্য জানালেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

মঙ্গলবার নেতানিয়াহুর কার্যালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, "ইরানে প্রতিশোধমূলক হামলার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শ শুনবে ইসরায়েল। তবে নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর এই বিবৃতিটি মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টের একটি প্রতিবেদনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

সোমবার ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, নেতানিয়াহু মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে বলেছেন- ইসরায়েল ইরানের সামরিক স্থাপনায় হামলা চালাবে, তেল স্থাপনা বা পারমাণবিক লক্ষ্যবস্তুতে নয়।

গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং নেতানিয়াহু ফোনালাপ করেন। তাদের মূল আলোচনার মূল বিষয় ছিল ইসরায়েলে ইরানের গত ১ অক্টোবরের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ও এর জবাব ইসরায়েল কীভাবে দেবে, সেটা নির্ধারণ করা। তবে ফোনালাপ শেষে তেমন কিছুই জানায়নি তেল আবিব কিংবা ওয়াশিংটন।

তবে বিষয়টির সাথে পরিচিত দু'জন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট বলেছে, নেতানিয়াহু বাইডেন প্রশাসনকে বলেছেন, তিনি ইরানে তেল বা পারমাণবিক স্থাপনার পরিবর্তে সামরিক হামলা চালাবেন। ইরানের সঙ্গে পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ইসরায়েলকে সীমিত পাল্টা হামলার পরামর্শ দিয়েছে বাইডেন প্রশাসন।একজন কর্মকর্তা ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেছেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী সম্মত হয়েছেন যে ইরানে হামলা এমনভাবে পরিকল্পিত হবে, যা আসন্ন মার্কিন নির্বাচনের ওপর কোনও প্রভাব ফেলবে না। কারণ তেলের স্থাপনার ওপর আক্রমণ তেলের দাম বাড়িয়ে দিতে পারে। এর ফলে তেল কিনতে বেশি অর্থ খরচ করতে হবে মার্কিনিদের। এতে মার্কিন ভোটাররা অসন্তুষ্ট হতে পারে এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা হ্যারিস ভোটের মাঠে ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন।ওয়াশিংটন পোস্টের এই প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর কার্যালয় বলেছে, "আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতামত শুনি, তবে আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।"

এ সপ্তাহের জন্মভূমির কার্টুন

নামাজের সময়সূচী

অক্টোবর	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
ফজর	০৩:৫৪	০৩:৫৫	০৩:৫৬	০৩:৫৭	০৩:৫৮	০৩:৫৯	০৪:০০
যোহর	০১:০১	১১:৪১	০১:০১	০১:০১	০১:০২	০১:০২	০১:০৩
আসর	০৬:১৩	০৬:১৩	০৬:১৩	০৬:১৩	০৬:১৩	০৬:১২	০৬:১২
মাগরিব	০৮:৩০	০৮:২৯	০৮:২৯	০৮:২৯	০৮:২৮	০৮:২৮	০৮:২৮
এশা	১০:০৭	১০:০৭	১০:০৬	১০:০৫	১০:০৫	১০:০৪	১০:০৩

পূজার সময়সূচী

কুইন্সের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী

সকাল ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত। সকাল ৭ টায় আরতী ও ভোরের পূজা সন্ধ্যা ৭ টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা

(এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে পুরোহিত গণ নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা অর্চনা করে থাকেন)

বৌদ্ধদের পূজার সময়সূচী

মন্দির খোলা থাকে সকাল ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত।

ভোরের পূজা ৬ টায় দুপুরের পূজা ১২ টায় সন্ধ্যার পূজা ৬ টায়

(এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা করা হয়)

চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী

নিউইয়র্ক এলাকার সকল গীর্জা খোলা থাকে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। প্রতি রবিবার সকাল ১১ টায় প্রার্থনা ও মধ্যরাতে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

(এছাড়াও প্রতিদিনই পূণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে ও প্রার্থনা করা হয়)

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

জামায়াত আমিরের সাথে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

ঢাকা, বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত ইউসুফ সালেহ ওয়াই রামাদান আমিরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমানের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন।

বুধবার (১৬ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিস ভিজিট করার সময় তিনি এ সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎ শেষে আমিরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান ও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত ইউসুফ সালেহ ওয়াই রামাদান এক সংক্ষিপ্ত প্রেস ব্রিফিংয়ে বক্তব্য রাখেন।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আমিরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান বলেন, 'সারা বিশ্বের মুসলিম দেশের মতো ফিলিস্তিনের সাথে আমাদের চিরদিনের আন্তরিক সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এ সম্পর্ক সামনে অটুট থাকবে, ইনশাআল্লাহ। বহুদিন ধরে এবং এই মুহূর্তে ফিলিস্তিন একটি নির্যাতিত দেশ। তাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চলছে। দিনের পর দিন শহীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনের প্রতি বাংলাদেশের দল-মত-নির্বিশেষে সকল মানুষের সমর্থন রয়েছে। ফিলিস্তিনের জন্য আমাদের দোয়া, ভালোবাসা, সহযোগিতা, সমর্থন রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। আমরা চাই ফিলিস্তিন একটি জাতি রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে বিশ্বের বুকে দাঁড়াক। কারণ এই জায়গাটা হচ্ছে অসংখ্য নবী-পয়গাম্বরদের স্মৃতি-বিজড়িত স্থান। মুসলমানদের প্রথম কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাস এই মাটিতেই রয়েছে। ফিলিস্তিনের বঞ্চিত, ক্ষতিগ্রস্ত ভাই বোনদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি। ফিলিস্তিনে যারা নিহত হয়েছেন আল্লাহ তাদের শহীদ হিসেবে কবুল করুণ এবং আহতদের মহান রব সুস্থতার নিয়ামাত দান করুন। ফিলিস্তিনের দুর্দশাগ্রস্ত সকল জনগণের প্রতি আমাদের দোয়া, ভালোবাসা, সহযোগিতা ও সমর্থন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।'

ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ সালেহ ওয়াই রামাদান তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সম্মানিত আমির ডা. শফিকুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। ফিলিস্তিন বিশেষ করে গাজা উপত্যকার প্রতি বাংলাদেশের জনগণের অর্থবহ ভালোবাসা, সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য আমি ফিলিস্তিনের জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একইসাথে আমি ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত হিসেবে আশা প্রকাশ করছি যে ফিলিস্তিনের জনগণের প্রতি বাংলাদেশ বিশেষ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অর্থবহ সমর্থন, সাহায্য, সহযোগিতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।'

জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন নায়েবে আমির ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো: তাহের ও মাওলানা আ ন ম শামসুল ইসলাম, সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাও-লানা মাওলানা এ টি এম মা'ছুম, মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, মাওলানা আবদুল হালিম ও অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি জনাব মতিউর রহমান আকন্দ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য জনাব আবদুর রব, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইজ্জত উল্লাহ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির জনাব নূরুল ইসলাম বুলবুল, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির জনাব মো: সেলিম উদ্দিন এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য জনাব মোবারক হোসাইন।

'আয়নাঘরের মূলহোতা আমি, এসব কিভাবে বানান'

ঢাকা, সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসান বলেছেন, 'আয়নাঘরের মূলহোতা আমি? এসব কিভাবে বানান। আমি আয়নাঘরের মূলহোতা নই। এসব আমার নামে বানানো মিথ্যা অভিযোগ।'

বুধবার আদালতে তিনি এসব কথা বলেন।

আজ নিউমার্কেট থানায় দায়ের করা একটি গুম ও অপহরণের মামলায় সাবেক এই সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেফতার দেখানো হয় আদালতে তোলা হলে জিয়াউল আহসানের ব্যাপারে বিচারক সাইফুর রহমান জিজ্ঞাসা করেন, উনি কি অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা? তখন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, না অব্যাহতিপ্রাপ্ত নন, মূলত অবসরপ্রাপ্ত।

এরপর বিচারক মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেন, ওনার নামের পাশে অব্যাহতিপ্রাপ্ত লেখা আছে, এটা ঠিক করে দেবেন।

তখন বিএনপিপন্থি আইনজীবী বলেন, উনি মূলত অব্যাহতিপ্রাপ্ত। আয়নাঘরের মূলহোতা তিনি। বিগত সরকারের গুম-খুনের কারিগর।

বিএনপিপন্থি আইনজীবীর এমন বক্তব্যের প্রতিবাদে আসামিপক্ষের আইনজীবী বলেন, আয়নাঘরের হোতা বললেই হলো? এসব কই পান। তখন বিচারক বলেন, এখন তো শুনানির সময় না। আপন-রা চুপ করেন। এরপর নিউমার্কেট থানার মামলায় জিয়াউল আহসানকে গ্রেফতার দেখিয়ে বিচারক এজলাস ত্যাগ করেন। পরে বিএনপিপন্থি ওই আইনজীবীকে উদ্দেশ করে জিয়াউল আহসান বলেন, আয়নাঘরের মূলহোতা আমি? এসব কিভাবে বানান। আমি আয়নাঘরের মূলহোতা নই। এসব আমার নামে বানানো মিথ্যা অভিযোগ। পরে তাকে হেলমেট পরিয়ে হাজতখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৯১ সালে জিয়াউল আহসান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। তিনি সেন-বাহিনীর একজন প্রশিক্ষিত কমান্ডো ও প্যারাট্রুপার। পরে ২০০৯ সালের ৫ মার্চ র‍্যাব-২'র উপ-অধিনায়ক এবং একই বছর লে. কর্নেল পদে পদোন্নতি পেয়ে র‍্যাব সদর দফতরের গোয়েন্দা শাখার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পান।

পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতি পেয়ে ২০১৬ সালের এপ্রিলে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা পরিদপ্তরের (এনএসআই) পরিচালক হন। পরের বছরের মার্চে তাকে ন্যাশনাল টেলিক-মিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) পরিচালক করে সরকার।

তবে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরদিন আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, এনটিএমসি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

এরপর ১৬ আগস্ট রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকা থেকে জিয়াউল আহসানকে গ্রেফতার করার কথা জানায় পুলিশ। পরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় দোকান কর্মচারী শাহজাহান আলীকে (২৪) হত্যার অভিযোগে দায়েরকৃত মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

শেখ হাসিনা দোষী সাব্যস্ত হলে অবশ্যই ফেরত চাওয়া হবে: আইন উপদেষ্টা

ঢাকা, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দোষী সাব্যস্ত হলে, প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী তাকে ফেরত চাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। সোমবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন আসিফ নজরুল।

আইন উপদেষ্টা বলেন, সাধারণত যখন কেউ দোষী সাব্যস্ত হন, প্রত্যর্পণের বিষয়টি তখন আসে। ভারতে থাকলে, ভারতের সঙ্গে যেহেতু চুক্তি আছে, চাওয়াটা সহজ হবে এবং দোষী সাব্যস্ত হলে অবশ্যই চাওয়া হবে।

গত জুলাই ও আগস্টের শুরুতে দেশে সংঘটিত গণহত্যার বিচার শুরু করার জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান করা হয়েছে হাইকোর্টের বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারকে ট্রাইব্যুনালে সদস্য হিসেবে আছেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

ট্রাইব্যুনাল ইজ রেডি, এবার আসো খেলা হবে: মাসুদ সাঈদী

ঢাকা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর ছেলে মাসুদ সাঈদী। তিনি মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়ে বলেন, ট্রাইব্যুনাল ইজ রেডি, এবার আসো খেলা হবে!'

মাসুদ সাঈদী পোস্টে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের একটি ছবি শেয়ার করে লেখেন, 'খুনি হাসিনার বানানো আইনে এবং তারই তৈরি ট্রাইব্যুনালে এবার হাসিনা ও তার সহযোগীদের বিচার হবে, ইনশাআল্লাহ। এই দিনটির জন্য আমি আল্লাহর কাছে বহুবার কান্না করেছি। এখন স্বপ্ন পূরণের অপেক্ষা মাত্র কয়েক দিনের।'

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসেবে সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ২০১০ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের

বিরুদ্ধে সরকারের দমন-পীড়নকে 'গণহত্যা' হিসেবে আখ্যা দিয়ে নতুনভাবে বিচার শুরু করতে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার।

আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল সোমবার এক ব্রিফিংয়ে জানান, গত জুলাই ও আগস্ট মাসে ছাত্র আন্দোলনের সময় গণহত্যার অভিযোগ উঠেছে, যা নিয়ে তদন্ত করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার করা হবে।

দেলোয়ার হোসেন সাঈদী একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধে আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। গত বছরের ১৪ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কারা হেফাজতে তার মৃত্যু হয়।

সাঈদীর চার ছেলের মধ্যে বড় ছেলে রাফিক বিন সাঈদী মারা গেছেন। আরেক ছেলে শামীম সাঈদী আমেরিকায় এবং ছোট ছেলে নাসিম সাঈদী যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন। বর্তমানে দেশে থাকা একমাত্র ছেলে মাসুদ সাঈদী।

সেনাবাহিনীতে বড় রদবদল

ঢাকা, ১৫ অক্টোবর : সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ে রদবদল হয়েছে। মেজর জেনারেল পদমর্যাদার দুই কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল করা হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহ-পরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) মহাপরিচালক মো. ফয়জুর রহমানকে সেনা সদরের কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেলের (কিউএমজি) দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। পদোন্নতি পাওয়া ২৪ পদাতিক ডিভিশনের (চট্টগ্রাম সেন-নিবাস) জিওসি মো. মাইনুর রহমানকে আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ডের (আর্টডক) জিওসি করা হয়েছে। ওদিকে ডিজিএফআইয়ে নতুন মহাপরিচালক হয়েছেন মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। তিনি কুমিল্লায় ৩৩ পদাতিক ডিভিশনের জিওসির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। আইএসপিআর এর পক্ষ থেকে এসব তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেলের দায়িত্বে থাকা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মজিবুর রহমানকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গত ৬ই আগস্ট আর্টডকে পাঠানো হয়েছিল। আর আর্টডকের জিওসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহম্মদ তাবরেজ শামস চৌধুরীকে বানানো হয়েছিল কিউএমজি। এক মাসের মাথায় গত ১২ই সেপ্টেম্বর তাবরেজকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। আর মজিবুরকে করা হয় বরখাস্ত। এরপর থেকে দু'টি পদই খালি ছিল। নতুন কিউএমজি ফয়জুর রহমান গত ১২ই আগস্ট ডিজিএফআইয়ের নেতৃত্বে আসেন। তার আগে তিনি ছিলেন মিরপুরে ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের (ডিএসসিএসসি) কমান্ড্যান্ট। রংপুরে ৬৬ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন ২৩তম বিএমএ লং কোর্সের মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে কমিশন পাওয়া এই কর্মকর্তা। আর্টডকের নতুন জিওসি মাইনুর রহমান চট্টগ্রামের আগে কুমিল্লায় ৩৩ পদাতিক ডিভিশনের জিওসির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে ২৪তম বিএমএ লং কোর্সের মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে কমিশন পাওয়া এ কর্মকর্তা ২০২২ সালে মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি পান।

খুচরায় ডিমের ডজন সর্বোচ্চ ১৯০ টাকা

ঢাকা, ১৫ অক্টোবর : সরকারের তদারকি সংস্থাগুলোর অভিযান ঠেকাতে পাইকারি পর্যায়ে ঢাকার তেজগাঁও ও চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে আড়তের ব্যবসায়ীরা ডিম বিক্রি বন্ধ রেখেছে। রোববার রাত থেকে আড়তে আনা হয়নি কোনো ডিম। ফলে সোমবার সকাল থেকে বিক্রিও বন্ধ ছিল। এমন পরিস্থিতিতে খুচরা বাজারে পণ্যটির দাম আরও বেড়েছে। প্রতি ডজন (১২ পিস) ফার্মের মুরগির ডিম বিক্রি হচ্ছে রেকর্ড ১৮০ থেকে ১৯০ টাকায়।

AJ ACCOUNTING SERVICES
Accounting, Taxes & Business Consultants

33 YEARS Experienced Year Round Service

Anjan K. Bhattacharjee, MS, CPA, FCA
Certified Public Accountant
Chartered Accountant

We Provide Broad Services Including
- Computerized Book-Keeping & Accounting Services.
- New Business Set up-Corporation, LLC, P.C. Not for profit & Tax Exempt Status.
- Business Taxes Including Corporation & Partnership.
- Individual Taxes.
- Payroll, Sales & Local Taxes.
- Not for Profit Including Tax Exempt Organization.
- Audit & Certified Financial Statement.

IRS APROVED
APPROVED
E-FILE PROVIDER
NOTARY PUBLIC

150-28 Hillside Ave, 1st Fl
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-658-8767
Cell: 917-371-3633
Fax: 718-658-8765
abhattacharjee921@gmail.com
www.ajtaxaccounting.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

০৩ অক্টোম্বর ২০২৪, ১৫ আশ্বিন বাংলা ১৪৩১

সম্পাদক	রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক	শিকদার হুমায়ন কবীর
ঢাকা প্রতিনিধি	আবুল কালাম
উত্তরবঙ্গ প্রতিনিধি	সাইফুদ্দিন আহমেদ
কলকাতা প্রতিনিধি	সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি	নুরুল ইসলাম বকুল
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি	মাইকেল বিকাশ গোমেজ
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি	ড. মিতুল বড়ুয়া

সম্পাদকীয়

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

ধর্মীয় সম্প্রীতিঃ ধর্ম যার যার দেশটা সবার

সত্য কঠিন, সব সময় শ্রুতিসুখকর নয়। এমনই একটা শক্ত সত্যি কথা বলেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সারা দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বাঙালি হিন্দুর সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হলেও অতৃপ্তির খেদ নিয়ে তিনি বলেছেন, আনন্দ-উৎসব উদযাপনে সেনা-পুলিশ-র‍্যাবের সহায়তা নেওয়া সমাজের ব্যর্থতা। গত শনিবার ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে দুর্গাপূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে গিয়ে তিনি যে খেদ প্রকাশ করেছেন তা তাৎপর্যের দাবিদার। আর এর প্রেক্ষাপট সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশের জন্য অসম্মান ও দুর্ভাগ্যজনক। এ দীনতা থেকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে। ধর্মাচার পালনে নিরাপত্তা-শঙ্কায় ভুগতে হবে কেন? যে কোনো ধর্মের মানুষ যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে, নিঃশঙ্কচিত্তে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারেন, সমাজে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে; যেমনটি আবহমানকাল ধরে হয়ে আসছে। এ অধিকার সুরক্ষা করবে সংবিধান আর তা নিশ্চিত করবে রাষ্ট্র। সেজন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আমরা সচরাচর গর্বিত কণ্ঠে বলি, । এটাকে শুধু আপ্তবাক্য করে না রেখে বাস্তব রূপ দিতে হবে। জুলাই বিপ্লবে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে স্বৈর সরকার পতনের পর যে নতুন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে, যে বৈষম্যহীন দেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে- সেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা-সম্প্রীতি নি-শ্চিতকরণের পদক্ষেপও নিতে হবে। এমন দেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হবে, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে। সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু বলে কোনো বিভেদ থাকবে না। প্রতিটি মানুষের অধিকার হতে হবে সমানভাবে সুরক্ষিত। সার্বিক বিবেচনায় তেমনটিই হয়েছে এবার দুর্গাপূজায়। প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং দায়িত্বশীল সব মহলের আন্তরিক চেষ্টায় সারা দেশে দুর্গোৎসব পালিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিজয় অর্জনের পর এবার পূজা আনন্দের বিশেষ মাত্রা স্পর্শ করে। এ ধারাকে সুদৃঢ় ভিত্তি দিতে হবে। সমাজের প্রতিটি মানুষকে একে অন্যের ধর্মের প্রতি উদার, সহমর্মী ও শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। সবার অভ্যাসে-বিশ্বাসে-চর্চায় এই বোধ প্রোথিত করে দিতে হবে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এ উদারতা প্রত্যেকের চেতনায় গেঁথে দিতে হবে।

শুভংকরের ফাঁকি বন্ধ হোক

শুভংকরের ফাঁকি বলে একটি কথা আমাদের দেশে বেশ প্রচলিত। রাষ্ট্রীয় হিসেবে যদি জনগণকে ধোঁকা দেওয়া সরকারের নীতিমালা হয়ে দাঁড়ায় তবে তা শুধু দেশবাসীর জন্যই বিড়ম্বনা ডেকে আনে না, দেশ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সরকারকেও প্রতিকূল অবস্থায় পড়তে হয়। যেমনটি হয়েছে বিগত সরকারের ক্ষেত্রে। ১৯৯৬ সালের আগ পর্যন্ত সরকারি তথ্যের ওপর মোটামুটি আস্থা রাখত দেশের মানুষ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে তথ্য-উপাত্ত দেখানো হতো তা সত্যের কাছাকাছি বলেই ভাবা হতো। কিন্তু তারপর থেকে দেশের জনসংখ্যা, খাদ্য উৎপাদন, মাথাপিছু আয়, দরিদ্র সংখ্যা, গড় আয়ু, খেলাপি ঋণ, বেকারত্ব, জিডিপি, মূল্যস্ফীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজেদের সাফল্যকে আকাশছোঁয়া বানাতে শুভংকরের ফাঁকিকে সরকারের নীতিমালা হিসেবে ধরা হয়। ২০০৮ সালের পর সরকারের কোন মন্ত্রণালয় কতটা শুভংকরের ফাঁকিতে শিরোপা লাভের যোগ্য তা নিয়ে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। ফলে দেশের জনসংখ্যা কম দেখানোর চেষ্টা চলে। খাদ্য উৎপাদনের বাস্তব চিত্র উপেক্ষিত হয় সরকারি পরিসংখ্যানে। মাথাপিছু আয়ের হার এতটাই বাড়ানো হয় যে, তা জনমনে ক্ষোভেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ২০২৪ সালের আওয়ামী সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৭৮৪ ডলার। অর্থাৎ টাকার হিসাবে প্রায় ৩ লাখ ২৮ হাজার টাকা। কিন্তু এ অর্থ দেশের নিম্ন মধ্যবিত্তদের গড় আয়ের অনেক বেশি। ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের আয় তা থেকে অনেক বেশি হলেও শতকরা ৫০ ভাগ নিম্ন আয়ের মানুষের গড় আয় এর এক-তৃতীয়াংশের সমান। ভুল তথ্য-উপাত্ত এবং দেশবাসীকে শুভংকরের ফাঁকি দিতে গিয়ে বিগত সরকার দেশ পরিচালনায় লেজেগোবরে অবস্থায় পতিত হয়। রেকর্ড পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের নামে দেশবাসীর বাহবা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কোটি কোটি মণ চাল, গম আমদানি করে ঘাটতি পূরণ করতে হয়েছে। প্রতি বছর নিজেদের সাফল্য দেখাতে সবকিছু বাড়িয়ে দেখানো হলেও জনসংখ্যা কম দেখানো হয়েছে কল্পিত সাফল্যের চিত্র ধরে রাখতে। খেলাপি ঋণের পরিমাণও কম দেখানো হয়েছে চোর-মহাচোরদের প্রশ্রয় দিতে। রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনতে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে।

জন্মভূমি গ্রুপ ইনক্ কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
Weekly Jonmobhumi
Editor & President: Ratan Talukder
Published By Jonmobhumi Group Inc.
37-39-74 Street, Jackson Height-NY-11372
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964
Email: jonmabhumi@gmail.com
Website: www.jonmobhumi.com
Printed in USA

উপসম্পাদকীয়

ব্যবসাবাণিজ্যের বারোটা! অর্থনীতিতে কান্নার রোল!

গোলাম মাওলা রনি

ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে আগে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে নিই। ঘটনাটি ১/১১-এর সময়কালের। আমি তখন মোটামুটি মধ্যম স্তরের একজন ব্যবসায়ী। আওয়ামী লীগ করি- দলের প্রয়োজনে টুকটাক সাহায্য এবং দলীয় মনোনয়ন লাভের জন্য চেষ্টা-তদবিরের পাশাপাশি নিয়মিত নির্বাচনি এলাকায় গিয়ে তৃণমূলে প্রচার-প্রচারণা চালাই। আমার যে বয়স সে কারণে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দার্শনিক চিন্তা অথবা বিএনপির ক্ষমতা ছাড়ার পর ১/১১-এর মতো কোনো কিছু ঘটতে পারে তা স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। তো প্রথম যখন ১/১১-এর সরকার শপথ নিল এবং আওয়ামী লীগ নেতারা অতি উৎসাহে বঙ্গভবন গিয়ে মনের আনন্দে আবোলতাবোল বললেন- তখনো আমার মাথায় ভিন্নতর কিছু ঢোকেনি। বরং কীভাবে বঙ্গভবনে ঢোকা যায় তা আগে না জানার জন্য বেশ আফসোস করতে লাগলাম।

১/১১-এর সরকার ক্ষমতায় এসেই শুরু করল মহা হম্বিতম্বি। দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য তারা রীতিমতো জিহাদ ঘোষণা করল। তাদের জিহাদি খড়্গ যখন বিএনপির শীর্ষ নেতাদের ওপর পড়ল তখন আওয়ামী লীগের মেকিচাপা উচ্ছ্বাস। তারা বগল বাজাতে আরম্ভ করল এবং ক্ষমতায় গিয়ে কে কোন মন্ত্রণালয় নেবে তা নিয়ে ফলদায়ক আলোচনার জন্য অনেকে গোপন প্রেমিকার সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠকে বসতে আরম্ভ করল। ইতোমধ্যে ১/১১-এর ট্রেন বগিচ্যুত হয়ে পড়ল। দুর্নীতি দমন কমিশন, এনএসআই, ডিজিএফআই, ডিবি, সিআইডি, থানা-পুলিশসহ ১/১১-এর দালালরা শুরু করল তাণ্ডব। তারা প্রথমেই হানা দিতে আরম্ভ করল ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী, আমলা, কামলা, গুন্ডাপান্ডা থেকে শুরু করে উঁচুতলার কলগার্লদের আস্তানায়। ফলে শুরু হলো কান্নার রোল।

দুর্ভাগাদের কান্নাকে উপভোগ করার জন্য ১/১১-এর কুশীলবরা বেশ কয়েকটি নতুন গান রচনা করল। এসব গানের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর গান ছিল দুদক বা দুর্নীতি দমন কমিশনের গান। গানটি অনেকটা র‍্যাপ সংগীতের মতো এবং একজন কিম্ভূতকিমাকার মডেল ম্যাবিও পুজোর গডফাদার উপন্যাসের খলনায়কের মতো এমনভাবে নেচেগেয়ে লোকজনকে ভয় দেখাতে আরম্ভ করল, যার ফলে দুদকের নাম শুনলেই ১/১১-এর সময় বেশির ভাগ মানুষ জ্ঞান হারাতেন। দুদক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কর্তাব্যক্তি এবং কয়েকজন উপদেষ্টা মিলে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করল এবং দুর্নীতিবাজদের তালিকা তৈরি করে পত্রিকায় প্রকাশ করল। দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাত শুরু হলো। দুর্বল চিত্তের লোকজন হাউমাউ করে কাঁদল এবং তাদের হাত-পা ঠকর ঠকর করে কাঁপতে আরম্ভ করল। ভয়জনিত সব শারীরিক সমস্যা যক্ষ্মা, কলেরা বা লুজ মোশন, হার্টের ব্যামো, ডায়াবেটিস বা ঘন ঘন মূত্র ত্যাগের ব্যামোসহ স্মৃতিভ্রমজনিত রোগীদের দ্বারা হাসপাতাল ভরে গেল। অভিমানী শ্রেণির লোকেরা গাল ফুলিয়ে কান্না শুরু করল। আর কৌঁসুলিরা দফারফার জন্য দেনদরবার শুরু করে দিল। এক লোক ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাল।

উল্লিখিত অবস্থায় আমিও প্রমাদ গুনলাম। খুব বেশি ভয় পেলাম না বটে, কিন্তু মনের অজান্তে এমন কিছু আমার শরীর-মনে ঘটতে থাকল, আমি কাজের যে স্পৃহা, তা হারিয়ে ফেললাম। ডাক্তার-কবিরাজ-বৈদ্য দেখালাম। কোনো ফল হলো না। কেউ কেউ বলল, আপনাকে বাণ মেরেছে অথবা কালো জাদু করেছে। তাদের কথা শুনে প্রথমে মাথাব্যথা, তারপর পেটব্যথা এবং চূড়ান্তরূপে কলেরার কবলে পড়ে হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য সপরিবারে বিদেশে গেলাম। বিমানবন্দর পাড়ি দিয়ে তওবা করলাম-আর ফিরব না এই দেশে। কিন্তু দুই সপ্তাহ না যেতেই দেশপ্রেমের মোহ, ব্যবসাবাণিজ্যের টান এবং হোম সিকনেস আমায় পেয়ে বসল এবং সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে দেশে ফিরে এলাম।

দেশে ফেরার পর পুরনো রোগ আবার পেয়ে বসল। বিএনপির সর্বনাশ ঘটিয়ে আওয়ামী লীগের ওপর তখন তুমুল তাণ্ডব চলছে। মেজর জেনারেল (অব.) আবদুল মতিন নামের একজন ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি হঠাৎ এক দিন বলে বসলেন, আমরা আর চুনোপুঁটি ধরব না- এবার রাঘববোয়াল ধরব। আমি আন্দাজ করলাম, মাইনাস টু চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন অফিস-আদালতে যৌথ বাহিনী হানা দিচ্ছে, যাকে ইচ্ছা তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং শুনতে পাচ্ছি, ধরার পর প্রথম থেরাপিতেই অনেকের আয়ু অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে। এসব শুনে আমার গলা শুকাতে লাগল। লিটার লিটার পানি খাই তাই জলবিয়োগ করি; কিন্তু শুকনো গলা কিছুতেই ভেজাতে পারি না। একজন বললেন, তোমার বোধহয় (বাকী ২৯ পাতায়)

দুদক কেবল ক্ষমতার পালাবদলেই বলবান হয়ে ওঠে?

আদিত্য আরাফাত

পত্রিকা, অনলাইন, টেলিভিশনে চোখ রাখলেই দুর্নীতির খবর। এক-দুই কোটি নয়; শত শত কোটি টাকার সম্পদের তথ্য প্রকাশ হচ্ছে প্রভাবশালীদের। দুর্নীতি দমন কমিশনও প্রায় প্রতিদিন টানা সাড়ে ১৫ বছর দেশ শাসন করা আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-এমপিদের দুর্নীতির তদন্ত শুরুর কথা জানাচ্ছে। এসব দেখে মনে হতে পারে, এতদিন কেন প্রকাশ হলো না এসব দুর্নীতির তথ্য?

স্বীকার্য, গত দেড় দশকে ক্ষমতাসীন দলের এমপিদের বিষয়ে বিক্ষিপ্তভাবে সংবাদ পরিবেশন করেছে সংবাদমাধ্যম। দুদক কিংবা আর্থিক গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান বিএফআইইউ তাহলে কী করেছে? এ দুটি 'স্বাধীন প্রতিষ্ঠান' তাহলে এসব দুর্নীতির তথ্য চেপে গেছে?

গত ১৯ সেপ্টেম্বর আলজাজিরার 'দ্য মিনিস্টার্স মিলিয়নস' শীর্ষক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের কেবল যুক্তরাজ্যেই ৩৬০টি বাড়ির তথ্য প্রকাশ হয়েছে। বাড়িগুলোর বর্তমান বাজারমূল্য বাংলাদেশি টাকায় ৩ হাজার ৮২৪ কোটি টাকার বেশি। এর বাইরে যুক্তরাষ্ট্র ও দুবাইতেও তাঁর সম্পদ রয়েছে। সাইফুজ্জামান দেশের বাইরের এত সম্পদ তাঁর নির্বাচনী হলফনামা ও ট্যাক্স ফাইলে গোপন করেছেন।

যদিও সাইফুজ্জামান এর আগে দাবি করেছিলেন, যুক্তরাজ্যে তাদের পারিবারিক ব্যবসা রয়েছে। তাই বলে, ৩৬০টি বাড়ি! পৃথিবীর আর কোনো দেশের মন্ত্রীর কি বিদেশে এত বাড়ি আছে? এ বিষয়ে অনলাইনে টানা কয়েক দিন খোঁজাখুঁজি করেও পাইনি।

শুধু সাইফুজ্জামানই নন। ক্ষমতায় কিংবা ক্ষমতার ছত্রছায়ায় থাকা অনেকের সম্পদই এখন প্রকাশ হচ্ছে। দুদকও প্রায় ১০০ জন সাবেক মন্ত্রী-এমপির সম্পদের তদন্ত শুরুর কথা জানিয়েছে। তাদের বেশির ভাগের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন, অর্থ পাচার, সরকারি অর্থ আত্মসাৎসহ দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধেও দুদক গত ১৫ বছরের দুর্নীতির নানা মামলা দিয়েছে। প্রশ্ন আসতে পারে, দুদক কিংবা তদন্তকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কি কেবল ক্ষমতার পালাবদল হলেই বলবান হয়ে ওঠে? ক্ষমতাবানদের দুর্নীতি যদি সময়ে না ধরে ক্ষমতার পালাবদলে ধরা হয়, তাহলে দেশের কী লাভ? ক্ষমতাহীন হওয়ার পর দুর্নীতির তদন্ত শুরু হলে তা সুশাসনে কতটা ভূমিকা রাখতে পারে?

শুধু মন্ত্রী-এমপি বা রাজনৈতিক ব্যক্তিই নয়; ক্ষমতার ছত্রছায়ায় থাকা অনেক অরাজনৈতিক প্রভাবশালীর সম্পদও গত দেড় দশকে ফুলেফেঁপে উঠতে দেখা গেছে। তার মানে, সরিষার মধ্যে ভূত! দুর্নীতি ধরার দায়িত্ব যে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থার, সেই বিএফআইইউপ্রধান মাসুদ বিশ্বাস আওয়ামী লীগের পতনের পর তোপের মুখে পদত্যাগ করেন। এর পর তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত এবং দেশ-বিদেশে বিপুল সম্পদের তথ্য প্রকাশ করে দুদক। রীতিমতো সংবাদ সম্মেলন করে জানায়, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, দুবাইসহ ১১টি দেশে মাসুদ বিশ্বাসের সম্পদ পাওয়া গেছে। ওইসব দেশে সম্পদের বিস্তারিত তথ্য চেয়ে আইনি চিঠি অর্থাৎ মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট-এমএলআর পাঠিয়েছে। দুদকের তথ্য বলছে, বিএফআইইউতে মাসুদ বিশ্বাস বিগত আমলে প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত নানা অপরাধের তথ্য ধামাচাপা দিয়েছেন। এসব দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ হলে দেশে আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যেত।

বিএফআইইউর সাবেক প্রধান শুধু নন; দুদক এরই মধ্যে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআইর সাবেক মহাপরিচালক টিএম জোবায়েরের লন্ডনে ৩৫ কোটি টাকা মূল্যের বাড়িসহ অঢেল সম্পদের তথ্য পাওয়ার কথা জানিয়েছে। প্রশ্ন, দুদক এতদিন কোথায় ছিল?

সরকারের বিভিন্ন আমলার দুর্নীতিও প্রকাশ হচ্ছে এখন। সরকারের বেতনভুক্ত হয়ে বিদেশে বাড়ি-গাড়ি করার যেসব তথ্য জানা যাচ্ছে তাতে স্পষ্ট, দেশে দুর্নীতির মচ্ছব চলে আসছিল। আর এটা জানা কথা, দুর্নীতি ক্ষমতাহীন মানুষ করতে পারে না। ক্ষমতাবানরাই জড়ায় দুর্নীতিতে, যার শিকার হয় ক্ষমতাহীন মানুষ। সাধারণ মানুষকে শোষণ করেই ফুলেফেঁপে ওঠে শোষকের সম্পদ।

এটাও স্পষ্ট, গত দেড় দশকে টাকা পাচারের অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশ। স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সুশাসনের অভাব এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির প্রশ্রয়ে এ দেশের টাকা খুব সহজেই পাচার হয়েছে উন্নত দেশগুলোতে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির (জিএফআই) সর্বশেষ তথ্য বলছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে পাচার হয়েছে প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা। আমদানি-রপ্তানিসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কারসাজি, হুন্ডির মাধ্যমে এসব অর্থ পাচার হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারের অন্তত সাতটি নজরদারি সংস্থা থাকার পরও সবার নাকের ডগায় বিপুল অঙ্কের টাকা বিদেশে চলে গেল কীভাবে? দুর্বল শাসন ব্যবস্থা, নজরদারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব নিশ্চয় ছিল। তার চেয়ে বেশি ছিল সম্ভবত(বাকী অংশ ২৯ পাতায়)

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

মুক্ত ভাবনা

মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা ও প্রকৃত 'রিসেট বাটন'

মইনুল ইসলাম

জাতিসংঘে অধিবেশন যোগ দিতে গিয়ে নিউইয়র্কে অবস্থানকালে ভয়েস অব আমেরিকাকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে 'ছাত্ররা রিসেট বাটন পুশ করেছে' মর্মে বক্তব্য দিয়ে বড়সড় বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। অনেকেই ব্যাখ্যা করছিলেন, তিনি রিসেট বাটন পুশ করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে মুছে ফেলার স্পর্ধিত অপপ্রয়াস দেখাতে চেয়েছিলেন। স্বস্তির বিষয়, ১০ অক্টোবর প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যায় বলা হয়, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস 'রিসেট বাটন' চাপার কথাটি উল্লেখ করে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি, যা বাংলাদেশের সব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেছে, অর্থনীতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে এবং কোটি মানুষের ভোটাধিকার ও নাগরিক অধিকার হরণ করেছে, সেটি থেকে বের হয়ে এসে নতুনভাবে শুরু করার কথা বুঝিয়েছেন। তিনি কখনোই বাংলাদেশের গর্বিত ইতিহাস মুছে ফেলার কথা বলেননি। এখানে উল্লেখ্য, কেউ যখন কোনো ডিভাইসে রিসেট বোতাম চাপেন, তখন তিনি নতুন করে ডিভাইসটি চালু করতে সফটওয়্যার সেট করেন। এতে হার্ডওয়্যার পরিবর্তন হয় না। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের হার্ডওয়্যার।

(সমকাল, ১০ অক্টোবর ২০২৪)।

আমরা জানি, মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসের অমোচনীয় অধ্যায়। খোদ মুহাম্মদ ইউনূস মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছেন। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে, লাখো পরিবারের স্বজন হারানোর বেদনা পেরিয়ে, লাখো মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ এ জাতির অস্থিমজ্জায় মিশে রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা 'রিসেট বাটন' পুশ করার বিষয়ও নয়। বিভিন্ন সময়ে অনেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুছে ফেলতে চেয়েছে, কিন্তু সফল হয়নি। এমনকি জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত নিয়েও অনেক অর্বাচীন ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে; শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। সম্প্রতি এমন একটি বিতর্কে আমি লিখেছিলাম- 'জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের অপচেষ্টা এবারও ব্যর্থ হতে বাধ্য' (সমকাল, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪)। বলা বাহুল্য, অপচেষ্টাটি ইতোমধ্যে ব্যর্থ প্রমাণ হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা কী? আর প্রকৃত রিসেট বাটনই বা কোথায় পুশ করতে হবে? আমরা জানি, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলতেন। বাস্তবে তাঁর সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে এদেশে পুঁজি-লুণ্ঠনের সর্বনাশা 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজম' চালু করেছিলেন।

এটা ঠিক, ওয়ান-ইলেভেনের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নির্বাচনী ইশতেহারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের মাধ্যমেই তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ভূমিধস বিজয় অর্জন করেছিল। দুর্ভাগ্য, ওই ভূমিধস বিজয় তাঁকে সম্ভবত আজীবন প্রধানমন্ত্রী থাকার সর্বনাশা খায়েশে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যে কারণে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের তিনটি একতরফা নির্বাচনী প্রহসনের মাধ্যমে সাড়ে ১৫ বছর ক্ষমতার মসনদকে পাকাপোক্ত করার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। অনেকের মনে আছে, ২০১৮ সালের রাতের বেলা সিল মেরে ব্যালট বাক্স ভরে ফেলার ব্যাপারটি আমিই প্রথম প্রত্যাখ্যান করেছিলাম দৈনিক সমকালে প্রকাশিত এক কলামে। বলেছিলাম, এই নির্বাচন শেখ হাসিনার চূড়ান্ত পতন ডেকে আনবে। বাস্তবে সেটাই ঘটেছে। তিনটি একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচনী গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ বরবাদ করে দিয়ে শেখ হাসিনাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নিজের পতন ডেকে এনেছেন।

জাতি হিসেবে আমাদের দুর্ভাগ্য, শেখ হাসিনার টানা তিন মেয়াদে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এত লুটপাট ও দুর্নীতি করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ অনেকে বিশেষত যারা পাকিস্তানি শাসন দেখেনি, শেখ হাসিনা সরকার ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে একাকার করে ফেলেছেন। অথচ মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ও ঘোষিত চেতনা হচ্ছে গণতন্ত্র, ন্যায্যতা ও মানবিক মর্যাদা। জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে বৈষম্যহীনতার দাবিতে যেভাবে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ দল-মত নির্বিশেষে রাজপথে নেমে এসেছিল, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা সেটাই। অন্যরা যা-ই বলুন, আমরা অনেকে আগে থেকে জানতাম, শেখ হাসিনা যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলতেন, সেটা প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নয়। আমি অনেকবারই বলেছি, জবরদস্তির এ শাসন টিকবে না। অন্য ভাষায়, কেউ না কেউ এসে অন্তঃসারশূন্য এ শাসনের 'রিসেট বাটন' টিপে দিতে পারে।

অনেকে জানেন, ২০১২ সালের ২০ আগস্ট ঢাকার জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে প্রদত্ত একটি স্মারক বক্তৃতায় আমিই বাংলাদেশে প্রথম শেখ হাসিনাকে 'নির্বাচিত একনায়ক' আখ্যা দিয়েছিলাম। আর গত সাড়ে ১৫ বছরে তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করলেও তাঁর এক-নায়কত্ব গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

শেখ হাসিনা প্রধানত উন্নয়ন-প্রকল্পের নামে পুঁজি লুণ্ঠনকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের মাধ্যমে তাঁর পরিবার, আত্মীয়স্বজন, দলীয় নেতাকর্মী, কতিপয় অলিগার্ক-ব্যবসায়ী এবং পুঁজি-লুটেরাদের সঙ্গে নিয়ে (বাকী ২৯ পাতায়)

পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।

সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র হননের হাতিয়ার নয়!

আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব

সাঈদ তারেক

বার বার দলটার সাথে কেন এমন ঘটনা ঘটে! আন্দোলন সংগ্রাম করে সরকারে যায়, গিয়েই বেশুমার লুটপাটে মেতে ওঠে। আবার পতন হলেই সদলবলে ভারতে পালায়! এ কি কপালের দোষ না রক্ত খারাপ! নাকি কোন অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছে জন্ম থেকে!

আত্মপ্রকাশের পর থেকে আওয়ামী লীগের পথচলা কখনই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পথ বেয়ে '৭০ এর নির্বাচনের মাধ্যমে যখন পাকিস্তানের সরকার গঠনের দ্বারপ্রান্তে বাগড়া বাধলো। এলো স্বাধীনতার দাবী। পরিস্থিতি একেবারে অনুকূলে, অথচ ৭ই মার্চ স্বাধীনতা ঘোষনা হলো না। ঐতিহাসিকরা বলেন রেসকোর্স মাঠ থেকে যদি ঘোষনাটা আসতো দেশ স্বাধীন হয়ে যেতো সেদিনই। এত যুদ্ধবিগ্রহ ৩০ লক্ষ ২ লক্ষের কোন ব্যাপারই ঘটতো না। নেতা পাকিস্তান ভাঙ্গার দায় নিতে চাইলেন না, এমনকি তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে যেন অভিযুক্ত না করা হয় সে জন্য শুধু ২৭তারিখে একটা হরতাল ডাকলেন। হানাদাররা পাকিস্তানে নিয়ে গেলো। দিক নির্দেশনাহীন নেতা-কর্মীরা ভারত গিয়ে উঠলেন। সেটা না হয় উপায় ছিল না, আমরা সবাই গেছিলাম। স্বাধীনতার যুদ্ধ।

'৭৫এর ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতার পট পরিবর্তন হলো। একদল নেতা লাশ মাড়িয়ে গিয়ে মন্ত্রী হলো। কয়েকজন জেলে গেলেন। বাকিরা আবার ভারত! '৭৮ সালে জিয়াউর রহমানের বদান্যতায় রাজনীতি শুরুকরে এক বছরের মধ্যেই ভাঙন। নেতৃত্ব নিয়ে কামড়াকামড়ি যখন আর এক দফা ভাঙনের উপক্রম ঘটালো ভারত থেকে এসে শেখ হাসিনা কোন রকমে সামাল দিলেন। কিছুদিনের মধ্যে ঠিকই ভাঙলো। হলো তিন টুকরা। আওয়ামী লীগ (হা) আওয়ামী লীগ (রা) আওয়ামী লীগ (মি)। হা-তে হাসিনা রা-তে রাজ্জাক মি-তে মিজান। লোকে রস করে বলতো আওয়ামী লীগ (হা-রা-মি)! যাই হোক, শেখ হাসিনা শেষ পর্যন্ত ভাঙা টুকরাগুলাকে জোরা লাগিয়েছিলেন। ২১ বছর পর '৯৬এ সরকার গঠন করে টার্মটা কাটলো মোটামুটি। ২০০৮এ এসে একেবারে চীরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা। এরপর টানা সাড়ে পনের বছর। '২৪ সালে ছাত্র-গনআন্দোলনে উৎখাত হয়ে আবার ভারত!

দেখা যাচ্ছে ভারত হচ্ছে আওয়ামী লীগের পছন্দের বা নির্ভরতার জায়গা। শেষ গন্তব্য, শেষ ভরষা। কি লজ্জার কথা, লোকে যখন বলে 'ভারতের দালাল', দলের লোকজন কেউ মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকায়, কেউ কানে কম শোনে, বেকুব টাইপের যারা দাঁত কেলিয়ে হাসে! আমি আজ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কোন পর্যায়ের নেতা বা কর্মীকে প্রকাশ্যে বলতে শুনি নাই, না আমরা ভারতের দালাল না! কি একটা রাজনীতি! ক্ষমতায় আসতে ভোট লাগে না, সরকার চালাতে পাবলিকের ধার ধারতে হয় না, ভারত ক্ষমতায় আনে ক্ষমতায় রাখে, সব বালা মুসিবত সামাল দেয়! বলা হয় দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিনষ্টকারি। শুধুমাত্র ক্ষমতায় থাকা এবং ক্ষমতায় থেকে অবাধ লুটপাট চালানোর জন্য দেশের স্বার্থ অন্যের হাতে তুলে দিতেও দ্বিধা করে না। তারপরও সামান্যতম লাজ শরমের বালাই নাই!

আসলে শেখ হাসিনা দলকে কোন দলের পর্যায়ে রাখেন নাই। সরকার এবং রাষ্ট্রে একক প্রভুত্ব কায়েম করে নিজেকে ইশ্বরের পর্যায়ে নিয়ে গেছিলেন। কুন ফায়াকুনের মত তিনি যা বলতেন তাই হতো। দলে নেতা বলতে তিনি একাই ছিলেন। বাকিরা কর্মচারি চাকরবাকর কাজের লোক। যে যেভাবে পারে টাকা বানানোর ওজিএলপ্রাপ্ত বা সামান্য খুদকুড়ে উচ্ছিষ্টের লোভে এইসব সুবিধাভোগীদের কাজ ছিল নিয়তঃ তার বন্দনা করা, মুখনিসৃত: আদেশ হুকুম তামিল করা। তিনি সরকার এবং রাষ্ট্রকে যেমন এক করে ফেলেছিলেন, দলকে কুক্ষিগত করে এর পৃথক সত্বাই মুছে দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ মানেই শেখ হাসিনা। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়ে যায়, শেখ হাসিনা আছে তো আওয়ামী লীগ আছে, শেখ হাসিনা নাই আওয়ামী লীগও নাই। স্বৈরাচাররা কখনও নিজের সেকেন্ডম্যান রাখে না। শেখ হাসিনাও রাষ্ট্রে সরকারে দলে তার কোন বিকল্প তৈরী করেন নাই। কাউকে হতে দেন নাই। এরশাদকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রের একজন উপরাষ্ট্রপতি ছিলো। তিনটা উপপ্রধানমন্ত্রী থাকতো। সিটি কর্পোরেশনে তিনটা ডেপুটি মেয়র ছিল। '৯১এ বেগম জিয়া সরকার গঠন করে এই উপ'র পদগুলি বাতিল করে দেন। শেখ হাসিনা এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা কাউকে শেয়ার না করার প্রশ্নে দুই নেত্রীর বেজায় মিল ছিল। শেখ হাসিনা দলেও কখনও কোন উপযুক্ত পরিক্ষীত বা যোগ্য লোককে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসান নাই। ওবায়দুল কাদেরের মত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হাসাও মামুর মত ফালতু লোক, কোথাকার গোলাপ হানিফ নানক হয়ে যায় গুরুত্বপূর্ণ নেতা। অথচ তোফায়েল আহমদের মত অভিজ্ঞ রাজনীতিকরা বসে থাকেন সাইডলাইনে। শেখ হাসিনা যেভাবে চেয়েছেন দল সাজিয়েছেন, চালিয়েছেন। আজ শেখ হাসিনা নাই, দলও নাই। শেখ হাসিনা পালিয়েছেন দলও পালিয়েছে!

আজ দুই মাসের বেশী সরকার পতন হয়েছে, এর মধ্যে কোন একজন নেতাকে প্রকাশ্যে এসে দলের হয়ে দুইটা কথা বলতে দেখা গেল না। এরশাদ নয় বছর সরকার চালিয়েছিলেন। স্বৈরাচার হয়ে তারও পতন আন্দোলনের মুখে। কিন্তু তিনি দেশ ছেড়ে পালান নাই। জেলে গেছেন। দলের নেতারা কেউ জেলে বা পলাতক ছিলেন। কেউ ভারতে বা অন্য কোন দেশে গিয়ে ঠাঁই নেয় নাই। পদত্যাগের মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে এই দল প্রকাশ্য তৎপরতা শুরু করেছিল। হাল ধরতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিলেন বর্ষীয়ান রাজনীতিক সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী। 'ভুল ত্রুটির জন্য জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনায় অগৌরবের কিছু নাই'- এই বক্তব্য দিয়ে মাঠে নেমেছিল দলটি। মানুষের রাগ ক্ষোভ অনেকটাই প্রশমিত হয়েছিল সেদিন মিজানুর রহমান চৌধুরীর ওই একটামাত্র কথায়। পনের বছর টানা সরকার চালানোর পর আজ আওয়ামী লীগের এমন **(বাকী অংশ ২৯ পাতায়)**

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

বাইফোকাল লেন্স

দেশপ্রেমের আয়নায় নিজের মুখ

একেএম শামসুদ্দিন

ভয়েস অফ আমেরিকার এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দেওয়া এক বক্তব্য নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করছেন। এ বিষয় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও অনেকে সোচ্চার। এর মধ্যে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাপসী তাবাসসুম উর্মির একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সাংবিধানিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাবাসসুম উর্মি তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, 'সাংবিধানিক ভিত্তিহীন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, রিসেট বাটনে পুশ করা হয়েছে। অতীত মুছে গেছে। রিসেট বাটনে ক্লিক করে দেশের সব অতীত ইতিহাস মুছে ফেলেছেন তিনি। এতই সহজ। কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে আপনার, মহাশয়।' এ নিয়ে চারদিকে হইচই পড়ে গেছে। অনেকেই তার সাহসী বক্তব্যের জন্য প্রশংসা করছেন, আবার অনেকেই তার এ বক্তব্যকে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আখ্যা দিয়ে সমালোচনা করেছেন। প্রশ্ন উঠেছে, সরকারি কর্মকর্তা হয়ে তাবাসসুম উর্মি প্রকাশ্যে এ ধরনের বক্তব্য দিতে পারেন কিনা। এ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘন করেছেন কিনা। ফলে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রথমে তাকে ওএসডি করে এবং বিভাগীয় তদন্তের স্বার্থে পরে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তাবাসসুম উর্মি বলেছেন, 'যখন যেই গভর্নমেন্ট আসবে, দুই ধরনের কন্ট্রাডিক্টরি কথা বলবে, একজন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলবে, আরেকজন মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলবে, আমি হ্যাঁ হ্যাঁ করব, এটি হিপোক্রেসি। দুটি কন্ট্রাডিক্টরি মতে একমত পোষণ করা, এটি হিপোক্রেসি।' নিজেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমি যদি দেখি মুক্তিযুদ্ধকে মুছে ফেলতে চায়, আমি তার বিপক্ষে কথা বলব। আমি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি হতে পারব না। তিনি আরও একটি কথা বলেছেন, 'আমি যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে না-ও থাকতাম, আমি সেইম কথাটি বলতাম।' তার এ বক্তব্য নিয়েও কিছু কথা বলার সুযোগ আছে, যা আমি পরে আলোচনা করব। তাবাসসুম উর্মির কথা শুনে ভালোই লেগেছে। মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের একজন হয়ে তার এ কথা আমার ভালো না লেগে পারে না। কিন্তু যখন তার কথা এবং বাস্তবতার মধ্যে ফারাক দেখেছি, তখন খারাপ লেগেছে। ভয়েস অফ আমেরিকার প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের জবাবে ড. ইউনূস যে কথা বলেছেন, তা বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। আমি তার বক্তব্যের কোথাও মুক্তিযুদ্ধকে মুছে ফেলা বা ওই ধরনের কোনো ইঙ্গিত দিয়েছেন, এমন কিছু খুঁজে পাইনি। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর বিনষ্ট করা, ১৫ আগস্টে সরকারি ছুটি বাতিল করা, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা এবং দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের জাতির পিতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বীকৃত ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কী, সে বিষয়ে প্রশ্নকর্তা ড. ইউনূসকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। জবাবে ড. ইউনূস বলেছেন, 'আপনি পুরোনো দিনের কথাবার্তা বলছিলেন। এরই মধ্যে একটি গণ-অভ্যুত্থান ঘটে গেছে, এটি বোধহয় আপনার স্মরণে নেই। আপনি এমনভাবে কথা বলছেন, যেন এসব ঘটনা ঘটেইনি। কাজেই নতুন ভঙ্গিতে যা হচ্ছে, সেটাকে দেখতে হবে তো। কত ছেলে প্রাণ দিল, সেটা নিয়ে আপনার প্রশ্ন নেই। কেন প্রাণ দিল? সেগুলো আসুক। কাজেই প্রথমে স্বীকার করতে হবে, ছাত্ররা বলেছে, আমরা রিসেট বাটন পুশ করেছি। এভরিথিং ইজ গন। অতীত নিশ্চিতভাবে চলে গেছে। এখন নতুন ভঙ্গিতে আমরা গড়ে তুলব। দেশের মানুষও তা চায়। নতুন ভঙ্গিতে চলার জন্য যেটা আছে, সেটা আমাদের সংস্কার করতে হবে।' এখানে ড. ইউনূসের বক্তব্যের কোথাও মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ আসেনি। প্রশ্নকর্তার প্রশ্নেও মুক্তিযুদ্ধের কোনো প্রসঙ্গ ছিল না। তাহলে, 'রিসেট বাটন পুশ করেছি', 'এভরিথিং ইজ গন' কিংবা 'অতীত নিশ্চিতভাবে চলে গেছে' বলাতে তিনি মুক্তিযুদ্ধকেই বুঝিয়েছেন, এমন উপসংহার টানা হলো কেন? কী উদ্দেশ্য নিয়েই বা বিতর্কের সৃষ্টি করা হলো? প্রশ্নকর্তা যদি তখনই এ বিষয়গুলো ড. ইউনূসকে আরও পরিষ্কার করে বলতেন, তাহলে এ বিতর্কের হয়তো সূত্রপাত হতো না। ১১ অক্টোবর প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে অবশ্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে ড. ইউনূসের উল্লিখিত বক্তব্যটি পরিষ্কার করা হয়েছে।

আমাদের দেশে একশ্রেণির মানুষ আছেন, যারা সবকিছুর মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধকে টেনে নিয়ে আসতে পারলে খুশি হন। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। যেখানে প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন এবং ড. ইউনূসের উত্তরের ভেতর মুক্তিযুদ্ধের কোনো প্রসঙ্গই ছিল না, সেখানে মুক্তিযুদ্ধকে টেনে এনে বিতর্ক জুড়ে দিলেন। এ শ্রেণির মানুষ মনে করেন, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কথা বলা মানেই মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করা। কিন্তু আওয়ামী লীগও যে জনগণ এবং দেশবিরোধী কাজ করতে পারে, শেখ হাসিনার মতো স্বৈরশাসক তা প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। তারা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগকে একই পাল্লায় মাপার চেষ্টা করেন। তারা ভুলে যান, শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ পঁচাত্তর-উত্তর পটপরিবর্তনের পর রেজিস্টার্ড করা আওয়ামী লীগে নির্লোভ, ত্যাগী ও প্রকৃত নেতাকর্মীদের স্থান হয়নি। তাদের স্থান দখল করে নিয়েছে দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার গল্প শুনিয়ে এক শ্রেণির তথাকথিত ব্যবসায়ী, অর্থলোভী, সন্ত্রাসী, অর্থ পাচারকারী ও ব্যাংক লুটেরার দল। বিগত ১৫ বছর ধরে শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধকে যেভাবে ফেরি করে বেরিয়েছেন, সে বিষয়ে তাদের কোনো বক্তব্য নেই। মুক্তিযুদ্ধকে বিক্রি করেই শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে একটানা ১৫ বছর ফ্যাসিবাদী শাসকের মতো দেশ চালিয়েছেন। এ সময় তিনি যে এ দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের কবর রচনা করেছিলেন, মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার পথকে করেছিলেন রুদ্ধ, বাকস্বাধীনতা খর্ব করে মুক্ত ও খোলা মনে কথা বলার অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন, দেশকে গুম, খুন ও অর্থ লোপাটের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছিলেন, এ নিয়েও এ শ্রেণির মানুষের বক্তব্য কদাচিৎ শুনতে পাই।

১০ অক্টোবর অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের একটি ফেসবুক গ্রুপে হঠাৎ করেই একটি পোস্ট দেখে চোখ আটকে গেল। পোস্টে চোখ বুলিয়ে দেখি আমার ইমিডিয়েট জুনিয়র এক কর্মকর্তা সুন্দর করে ড. ইউনূসের রিসেট বাটন পুশ করার বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। তার ব্যাখ্যার সঙ্গে ১১ অক্টোবর প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের দেওয়া ব্যাখ্যার অনেক মিল খুঁজে পেয়েছি। এ কারণে ওই পোস্টের চুম্বক অংশটুকু এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। 'রিসেট বাটন ও উর্মি কাহিনী' শিরোনামে তিনি লিখেছেন, রিসেট বাটন পুশ করা মানে মূল সফটওয়্যার মুছে ফেলা নয়। জাংক কিংবা অপ্রয়োজনীয় ডাটা মুছে ফেলা। তা প্রায়ই করতে হয়, বিশেষ করে এ ধরনের অতিরিক্ত ময়লা ডাটার কারণে সেট যখন ওভারলোডেড হয়ে যায়। এরকমই এক জাংক ওভারলোড নিয়ে চলতে থাকা বাংলাদেশকে রিসেট বাটন চাপ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। আর ছাত্ররা জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে সফলতা এনে দিয়েই তা করে দেয়। তাতে মুছে যায় হাসিনার লোড করা সব নোংরা জাংক ডাটা। যেমন, ভুয়া চেতনা, দাসত্বের পররাষ্ট্রনীতি, ভোট কারচুপির গণতন্ত্র, গুম-খুনের শাসন ইত্যাদি। আর সে কথাই ড. ইউনূস বলেছেন তার সাক্ষাৎকারে।

আগেই বলেছি, তাবাসসুম উর্মি ফেসবুক পোস্ট দেওয়ার পর অনেকেই তাকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। তার মুক্তিযুদ্ধ ও দেশপ্রেম দেখে তাকে অনেকেই অনেক বিশেষণে আখ্যায়িত করেছেন। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তো দেখলাম উর্মিকে এ যুগের 'প্রীতিলতা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ভাবখানা এমন যে, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দেশের জনগণের সঙ্গে সেই যুগের ইংরেজদের মতো আচরণ করছে। উর্মির সাহসী বক্তব্য শুনে আমিও আগ্রহী হয়েছিলাম। কিন্তু যখন গত ৫ অক্টোবর, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত রংপুরের আবু সাঈদকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দিয়ে তার ফেসবুক পোস্টটি দেখি, তখন রীতিমতো ধাক্কা খেয়েছি। একি! সরকারি কর্মকর্তা হয়ে তিনিও যে আওয়ামী লীগ নেতাদের মতো কথা বলছেন। উড়ে এসে জুড়ে বসা আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ আরাফাত যেমন আবু সাঈদকে 'ড্রাগ এডিক্ট' বলেছিলেন, উর্মিও একই কায়দায় আবু সাঈদকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, 'আবু সাঈদ! বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, সন্ত্রাসী একটা ছেলে যে কিনা বিশৃঙ্খলা করতে গিয়ে নিজের দলের লোকের হাতেই মারা পড়ল, সে নাকি শহিদ! এটাও এখন মানতে লাগবে! আর এ আইন ভঙ্গকারী সন্ত্রাসীর জন্য দেশের 'অথর্ব' অতি প্রগতিশীল সমাজ কেঁদে কেটে বুক ভাসিয়েছে। তার এ বক্তব্য সত্যিই ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনে হয়েছে। কোনো বিবেকবান ব্যক্তিরই এমন মন্তব্য করা উচিত নয়। অথচ উর্মি মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, এগুলো সবই মীমাংসিত সত্য। কিন্তু 'চেতনা বিক্রি' কিংবা '২০২৪-এর গণহত্যা' এগুলো সবই তদন্তসাপেক্ষ। এগুলো তো প্রুভড না। তার কথা ধরে যদি বলি, আবু সাঈদ হত্যাকা— নিয়ে এখনো তদন্ত চলছে, তাহলে তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই তিনি কীভাবে তাকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দিলেন? আবু সাঈদ নিজের দলের লোকের হাতেই মারা গেছেন, এ মীমাংসায় বা তিনি এলেন কীভাবে? এসব কথা তো আমরা আন্দোলন চলাকালে আওয়ামী লীগ নেতাদের মুখে শুনেছি। পত্র-পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খুঁজলে তাদের সেই বক্তব্য এখনো পাওয়া যাবে। 'চেতনা বিক্রি' কিংবা 'গণহত্যা' প্রমাণের জন্য যদি তদন্ত সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই আবু সাঈদকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দিয়ে তিনি হিপোক্রেটের পর্যায়ে পড়লেন না? অথচ তিনি নিজে 'হিপোক্রেসি' বা ভ—ামি করতে পারবেন না বলে জোর গলায় মিডিয়ার সামনে বক্তব্য দিয়েছেন, যা এ লেখার প্রথমে উল্লেখ করেছি।

তাবাসসুম উর্মির হিপোক্রেসির আরও উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক বলে জোর দাবি করেছেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে না থাকলেও তিনি একইভাবে রিঅ্যাক্ট করতেন জানিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি যা বলেছেন, তা-ই যদি মিন করতেন, তাহলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল আওয়ামী সরকার যখন রাজাকারদের তালিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত করেছিল, তখন তিনি কোথায় ছিলেন? তখন কি তিনি ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে সরকারের এ ঘৃণ্য ও ন্যাক্কারজনক কাজের জন্য যেসব মুক্তিযোদ্ধা মানসিকভাবে আহত হয়েছিলেন, তাদের পক্ষ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন? তখন তো তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। অথবা এক-দেড় বছর আগেও আওয়ামী লীগ নেতা ও মন্ত্রী স ম রেজাউল করিম, লে. কর্নেল ফারুক খান এবং আ হ ম মুস্তফা কামাল যখন ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সেজে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট নেওয়ার পাঁয়তারা করেছিলেন, তখন তো উর্মিকে এখনকার মতো প্রতিবাদী হয়ে জ্বলে উঠতে দেখা যায়নি! আওয়ামী লীগ নেতাদের ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেটের এ খবর তখন তো সব (বাকী অংশ ২৯ পাতায়)

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা জর্জিয়া ও ক্যালিফোর্নিয়াতে আমাদের সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা, দোকানের জায়গায় দুর্ঘটনা, স্লিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior results do not guarantee the outcome of any future cases.

SSNT REALITY

*BUY*SELL*RENT

Residential & Commercial

শরাফ সরকার

20 Years experienced

Call: 718-291-8888

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

আমেরিকায় বাংলাদেশের সেনাপ্রধান : ইন্দোপ্যাসিফিক সম্পর্কে নতুন আলোড়ন

আবু জাফর মাহমুদ

বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ্জামানকে আমেরিকা নিমন্ত্রণ করে এনেছে। এগারো দিনের এই সফরে তিনি কানাডায়ও যাবেন। যে সময় কানাডা এবং ভারতের সম্পর্কে উত্তেজনার গতিতে হাওয়া লেগেছে।

ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংগরাজ্য রাজ্য পাঞ্জাব স্বাধীন রাষ্ট্রে করার আন্দোলনের একজন স্বনামধন্য নেতাকে কানাডায় হত্যা করার পর এই দু-দেশের মধ্যে ইতিপূর্বে বিতর্ক ছড়িয়েছিল।কানাডা তাদের নাগরিক হত্যায় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস উইং(র)কে দায়ী করেছে। ইন্দো-প্যাসিফিকে পরাশক্তি আমেরিকার শক্তিধর অবস্থান নেয়ার স্ট্র্যাটেজিক সিদ্ধান্তে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ রাশিয়া মনিটর করা সহজতর হবে।

বৃটেনের প্রত্যক্ষ উপনিবেশ ভারতবর্ষকে দুভাগে বিভক্ত করে সম্পর্কের নতুন রূপান্তর ঘটানোর সময় থেকে ভারত তৎকালীন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নের সাথে ঘনিষ্ঠতা নেয়। পাকিস্তান চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক গড়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে। পরবর্তীতে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নের পতনের প্রক্রিয়ায় অনেক স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্থান হবার ফলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শিক ইউনিয়নের কার্যকারিতা গুরুত্ব হারায় ব্যাপকহারে।রাশিয়া তাই পরাশক্তির মর্যাদাগুণ এক দারিদ্রপীড়িত রাষ্ট্রের পরিচয়ে নেমে আসে। দীর্ঘদিনের লেনদেন এবং কৌশলগত বিবেচনায় ভারত রাশিয়ার সাথে মিত্রতা অব্যাহত রেখেছে ঠিকই প্রকাশ্যে আমেরিকার মিত্র পাকিস্তানের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে শরণাপন্ন হয় আমেরিকার দুয়ারে।

একক এই পরাশক্তির আস্থা লাভের লক্ষ্যে তলে তলে ইজরায়েল বলয়ের মধ্যস্থতা কাজে লাগায় ব্যাপকভিত্তিতে।এতে ভারতের সুবিধা প্রাপ্তি প্রচুর বৃদ্ধি পায় আমেরিকার সুনজর পেতে। এসময় ভারত একই সময়ে আমেরিকার কর্পোরেট গ্রুপগুলোর মধ্যে সম্পর্কে জড়ায় এবং নিজদেশে বেড়ে ওঠা কর্পোরেটগুলোর মাধ্যমে ভারতীয় রাজনৈতিক বলয়ে ফায়দা নেয়ার পথ অগ্রসর করে।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নের অভ্যন্তরে কম্যুনিস্ট পার্টি যেভাবে পুঁজিবাদী ধারার বিরোধিতার দোহাই দিয়ে জাতিগত ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বৃদ্ধি করে।নিষ্ঠুর দমনের তান্ডব চালিয়ে স্বৈরাচারী দু:শাসন অব্যাহত রাখায় বঞ্চিত ও বিক্ষুব্ধ জনতা কম্যুনিস্ট শাসন নীতি উপড়ে ফেলে দেয়।ভারতেও পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিকিম, উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭রাজ্য, হায়দরাবাদ সহ অনেক অঞ্চল সহ জাতি গোষ্ঠীর ক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে আসছে ভারতে।প্রতিবেশী বাংলাদেশকে নিজেদের রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করার অর্ধশত বছরের বেশি সময় ধরে প্রতিরক্ষা পলিসি ভারতের।

বাংলাদেশ ভারতের প্রতিরক্ষা বিষয়ক কৌশলগত সামরিক-রাজনৈতিক,অর্থনৈতিকও বাণিজ্যিক আধিপত্য বজায় রাখার নেটওয়ার্ক সহ নিজেদের সৈন্যশক্তি নিয়ে এবছরের ৫ই আগষ্ট বাংলাদেশ থেকে নিয়ন্ত্রণ গুটিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশ ত্যাগে বাধ্য করতে বাংলাদেশকে সহায়তা দেয় পাকিস্তান ও ভারত। আমেরিকা নিজের স্বার্থগত লক্ষ্যের সামনে ভারতের বিজেপি সরকারের ব্যর্থ প্রতিরক্ষার খেসারত দেবার জন্যে নিজের দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়।

বাংলাদেশী প্রতিক্রিয়ার পথে ভারতের ক্ষমতাসীন মোদি সরকারের নীতিগত পরাজয়ে ন্যায়ের পক্ষে তার বিশ্ব মুরুব্বীর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখে। মিত্রদেশ ভারতের পক্ষে জড়ানো থেকে বিরত থাকে।ভারত সরকার এবং তাদের প্রতিরক্ষাবিষয়ক নিয়ন্ত্রকদেরকে সতর্ক করে আসছে।বরঞ্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তার পথে সহায়তা দিয়েছে।

আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তার বিবেচনায় আমেরিকার এই ভূমিকার প্রশংসা করেছে অঞ্চলের সব দেশ ও শক্তি।ভারতও আমেরিকার অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা রাখেনা।

প্রতিরক্ষা এবং কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের কাছে বাংলাদেশের বিষয়ে আমেরিকার নয়া স্ট্র্যাটেজিক অবস্থানের গতি প্রকৃতি অগ্রাধিকারের কাতারে বিবেচিত। ৫ই নভেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন। যাতে ভবিষ্যৎ পথের আলামত উঠবে ফুটে। জেনারেল ওয়াকার উজ্জামানের এই সময়েই আমেরিকার নিমন্ত্রণ এবং উষ্ণ হ্যান্ডশেক বাংলাদেশের গুরুত্বকে নিকট-অতীতের সম্পূর্ণ বিপরীতে তুলে ধরছে এই বিশ্ব পরাশক্তি।তারই হাত ধরে সমৃদ্ধি ও মর্যাদার উচ্চ শিখরেই প্রত্যয়দীপ্ত দৃঢ়তায় ছুটে চলেছে বাংলাদেশ।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র নাগরিক ঐক্য ফোরাম আয়োজিত মিলন মেলা

বাংলাদেশকে পরাধীন করার প্রথম প্রয়াস শুরু হয়েছিল ১৯৭২ সালে প্রথম সরকার শেখ মুজিবের হাত ধরে। তার ধারাবাহিকতার পথ বেয়ে নরেন্দ্র মোদী, মমতা জুটির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকে চূড়ান্তভাবে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার দায়িত্বটি পালন করে চলেছিলেন তারই কন্যা শেখ হাসিনা। সবকিছুকে ব্যর্থ করে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে ভারতীয় বাংলা প্রদেশ করার প্রতিরোধ যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে বাংলাদেশ। আর বাংলাদেশের প্রধান মিত্রশক্তির নাম ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। ভারতের প্রতিবেশি দুই শত্রুদেশ পাকিস্তান ও চীনের সহায়তার জন্যও আমরা ঋণী।

একথা বলেছেন, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, রাজনীতিবিদ স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি বলেন, দীর্ঘ ৫৩ বছর বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা শক্তি ও দেশপ্রেমিক সমাজশক্তিগুলোর পর্যায়ক্রমিক ধ্বংসের অভিযানে ওরা বিজয়ী হয়েছিল। এই সুযোগেই বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব ধ্বংস করার চূড়ান্ত পথে পৌঁছে ভারত। সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ নিয়ে 'বাংলা প্রদেশ' গড়ার চূড়ান্ত প্রয়াস এবার ব্যর্থ হয়েছে। তাকে যুদ্ধ করেই তাড়াতে হয়েছে। এ যুদ্ধ এতো কঠিন, বাংলাদেশর সব মানুষ একত্র হয়েও এতে সাফল্য অর্জন সম্ভব ছিল না। আমরা আমেরিকান। এই আমেরিকার নাম সর্বপ্রথম আসবে বাংলাদেশকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে। আমি জানি, কতটি বছর ধরে এই যুদ্ধ চালু রাখতে হয়েছে।

গত রোববার নিউইয়র্কের গ্রেন আইল্যান্ড পার্কে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র নাগরিক ঐক্য ফোরাম ইউএসএ আয়োজিত মিলন মেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অনেকের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক ড. কনক সরওয়ার, ইলিয়াস হোসাইন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র নাগরিক ঐক্য ফোরাম এর সমন্বয়ক ফাহাদ হোসেন, কমিউনিটি সংগঠক গিয়াস আহমেদ, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, তারিকুল ইসলাম মিঠু, জাহিদ মিন্টু, জসিম ভূইয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আওয়াজ বিডি'র সম্পাদক শাহ আহমেদ।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশ যখন তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে সে সময় বহি:বিশ্বে আমাদের সন্তান এবং বংশধররা যারা দেশের পক্ষে দাঁড়ায় আমি নিজ দায়িত্ব থেকেই তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছি। বাংলাদেশ রাষ্ট্র আমার, আমাদের সবার। সেই জন্যই এটি আমাদের দায়িত্ব। তিনি বলেন, ডক্টর কনক সারওয়ার ও ইলিয়াস হোসেন প্রমাণ করেছেন যে সাংবাদিকতা করেও রাষ্ট্র রক্ষার যুদ্ধ করা যায়। আমার এই দুই ভাইকে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসাবেই দেখতে পেলাম।

আবু জাফর মাহমুদ বাংলাদেশের দলীয় রাজনীতির নেতিবাচক বিষয়গুলো তুলে ধরে বলেন, আমরা যখন একটি দলের বিরুদ্ধে কথা বলি, তখন আরেক দলের লেজুড়বৃত্তি করি, যখন এক নেতাকে পূজা দেই তখন আরেক নেতার নেতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের কোনো শক্তি রাজনৈতিক দল, অথবা সংবাদ মাধ্যম দেশবাসীকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাংলাদেশে অবস্থানের কথা জানায়নি। তিনি সবার উদ্দেশ্য প্রশ্ন রেখে বলেন, কে জানিয়েছিল যে ইন্ডিয়ান এক বিগ্রেড সৈন্য বাংলাদেশে আছে? বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা, গুম করে দুর্বল করে, প্রতিটি কাঠামো ও মানুষের নৈতিকতা ধ্বংস করতে করতে একটা সময় কলকাতাকে রাজধানী করে বাংলাদেশকে ভারতের সঙ্গে একীভূত করার অভিযানে চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা প্রত্যাঘাত হেনেছি। এতে একদিকে বিশ্বকে অবাক করে দেয়া সামরিক কৌশল গ্রহণ করেছি, অপরদিকে বাংলাদেশে ঢাকায় ছাত্র যুবক বিক্ষুব্ধ জনতাকে রাজনৈতিক আন্দোলনে নামিয়েছি। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পর্যায়ক্রমিকভাবে স্বৈরাচার উৎখাতের চূড়ান্ত সংগ্রামে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছি। এই সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং তাদের কলাবোরেটর বাংলাদেশি স্বৈরাচারী বাহিনীগুলোর মুখোমুখি হয়েছি। গণভবন অভিমুখি বিক্ষুব্ধ দেশপ্রেমিক জনতার যাত্রায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এবং সীমান্তের দুপাশে পাকিস্তানী এবং চীনা বাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে আগ্রাসী ভারত তাদের বাংলাদেশি অনুগত কলাবোরেটর শেখ হাসিনাকে তাদের আশ্রয়ে নিয়ে যায়। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসেরা লক্ষ লক্ষ অনুগত দলীয় নেতাকর্মীদের বিক্ষুব্ধ প্রতিরোধ যোদ্ধাদের রোষানলে ফেলে রেখে একাই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাছে আশ্রয় নেন। ভারতের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা অজিত দোবাল তার দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং সরকারের পক্ষে বাংলাদেশের এই মোনাফেকের তত্বাবধানের দায়িত্ব নেয়। তার অংশ হিসেবে শেখ হাসিনার জন্য একটি ট্রাভেল ডকুমেন্ট ইস্যু করে তাকে দুবাইয়ে পুণর্বাসিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। কয়েকদিন আগে দুবাই এয়ারপোর্টে ১৭ ঘন্টা অপেক্ষা করেও প্রবেশের অনুমতি পায়নি শেখ হাসিনা। অবশেষে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ভারতবন্ধুর কাছেই ফিরে আসতে হয়।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

সাহিত্য

দুর্গাপূজা : শক্তিমাতা ও শস্য প্রজননীর ধারা

ননী গোপাল সরকার

আদিকালের মানুষেরা একটা সময়ে পৃথিবীকে ধরণীমাতা বলে পুজা করতে শিখেছিলো। কেননা মাটি তাদের ফল-জল-শস্য প্রদান করে। চিরকাল ধরেই বেঁচে থাকার উপর আর আনন্দ নেই। মাতা বসুমতি যাবতীয় উপাচার দিয়ে রক্ষা করেন তাঁর সন্তানদেরকে। শক্তি বলতে তারা মাতৃশক্তিকে জ্ঞান করতে শিখে নেয়। তারা আবিষ্কার করে নেয় শস্যমাতাকে। ক্রমে এলো শস্যপ্রজননীর ধারা। এই পৃথিবী হয়ে উঠলো শস্য প্রদানকারী তথা শস্য উৎপাদনকারী মাতৃদেবী। পৃথিবীর সকল স্থানে এক সময় ফার্টেলিটি অর্থাৎ উর্বরা শক্তির পূজো হতো। বিবর্তনিক ধারায় একদিন ধরিত্রীমাতার সঙ্গে একাকার হয়ে গেলেন শক্তির শক্তি মহাশক্তি তথা আদ্যাশক্তি মহামায়া।

দুর্গাপূজার আজকের রূপটি একদিনে গড়ে ওঠেনি। এই পূজাটি নিঃসন্দেহে দীর্ঘ সমাজ বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠেছে। সংক্ষেপে এখানে কিছুটা আলোকপাত করে নিতে চাই। প্রখ্যাত লেখক শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর রচিত ' ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। কমপক্ষে চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে আজকের দুর্গাদেবী ও দুর্গাপূজার ব্যাখ্যাদান করা সংগত হবে।

প্রথমত-- প্রাচীন শক্তিমাতা ও পৌরাণিক ধারা :

অনেকের মতে প্রাচীন কোনো এক মহাদেবী থেকে ক্রমান্বয়ে দুর্গাদেবীর উৎপত্তি হয়েছে। এখানে স্মরণ করে নিতে চাই যে, মানবসমাজ আদিতে জাগতিক ভাবেই মাতৃতান্ত্রিক ছিলো। শাসন এবং

শক্তি আদিম মানুষের কাছে মাতৃতুল্য ছিলো। সমাজবিজ্ঞান এমনটিই শিক্ষা দেয়।

এখনো অনেক উপজাতি মনে করে একজন আদিমাতা থেকেই এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। যেমন গারোদের আদিমাতা নাস্তনুপান্তু।

দ্বিতীয়ত--দার্শনিক ধারা : বলাবাহুল্য ভারতবর্ষে দেবীপূজার বহুবিধ ধারা এবং রূপ প্রচলিত ছিলো। সমাজ বিবর্তনে একটা সময়ে মানুষ পৌরাণিক যুগে প্রবেশ করে। তখন গড়ে ওঠে দার্শনিক তত্ত্ব। অর্থাৎ চিন্তা করা হয় যে, অসংখ্য দেবীর মূলে একজন মাত্র দেবীই কাজ করেন। তিনি আদ্যাশক্তি মহমায়া-- যিনি রূপে-গুণে এবং শক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠা। আর সব দেবীই একজন শক্তিরূপিনী মহাদেবীর অংশ মাত্র। ঐসকল বিভক্তি দূর করে একটি ঐক্যশক্তি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। তন্ত্রশাস্ত্রের পাশাপাশি একদিন পুরাণশাস্ত্রের উদ্ভবে আমরা দেখি যে, দেবীপুরাণ, দেবী ভাগবত, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। এভাবে দুর্গাদেবী সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত হন এবং দুর্গাপূজা দেবীপক্ষের নয়দিন ব্যাপী এক উৎসবে পরিণত হয়। আজ হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো দুর্গাপূজা।

তৃতীয়ত--শস্যপ্রজননীর ধারা : শুরুতেই ধরিত্রীমাতার শস্য উৎপাদন ও ফার্টিলিটির ধারণা উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবী হচ্ছে প্রাণশক্তি এবং প্রজনন শক্তির প্রতীক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ধরণীমাতা পূজিতা হয়ে আসছেন। ধরিত্রীমাতার পূজা থেকে পরবর্তীকালে শস্যদেবী ও শস্যপূজার উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীন জনগোষ্ঠী বা উপজাতিগুলোর মধ্যে এখনো এই ধারা যথেষ্ঠ শক্তিশালী ও গৌরবের। বর্তমান দুর্গাপূজার একটি প্রধান দিক হচ্ছে শস্যমাতা বা শস্যবধূর আরাধনা। ষষ্ঠিতে একটি বিল্বশাখায় দেবীর বোধন করা হয়। অতপর সৃজন করা হয় নবপত্রিকা বা শস্যবধূ। এই নবপত্রিকা হচ্ছে নয়টি গাছের সমাহার। যথা-- কদলী, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, ডালিম, মানকচু, অশোক এবং ধান। স্পষ্টতই এখানে শস্যমাতার ছবি ফুটে উঠেছে। এটি দুর্গাপূজার গুরুত্বকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে এবং একটি কৃষিজীবনের ছবি পরিস্ফুট করে তুলেছে। এই শস্যবধূ বা শস্যমাতাকে আগে পূজা করে অতপর সিংহবাহিনী প্রতিমা তথা দুর্গাপূজা করতে হয়। এতে বুঝা যায় আদিতে দুর্গাপূজা মূলত শস্যপূজা ছিলো।

চতুর্থত--পর্বতবাসিনী ও সিংহবাহিনী শক্তিমাতা : এটি ভারতবর্ষের শক্তিদেবীর প্রাচীন রূপ। তাঁর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে লক্ষী, সরস্বতী, কালী প্রভৃতি বহুবিধ শক্তিরূপ। আর এতে করেই সৃষ্টি হয়েছে শক্তির শক্তি মহাদেবী দুর্গা। তিনি অসুর নাশিনী। সকলপ্রকার রোগ-শোক, ভয়-ভীতি, দুঃখ-কষ্ট, দেও-দৈত্য, শত্রু ও অসুরকে নাশ করেন তিনি। তিনি ভক্তদের অভয় দান করেন, দুর্গ রক্ষা করেন , দুর্গম নামক অসুর বধ করেন। শুম্ভ-নিশুম্ভ, মহিষাসুর প্রভৃতি ভয়ানক অসুরকে পরাজিত ও বধ করেন। তাঁর সে রূপ অত্যন্ত উগ্র, তিনি উগ্রচন্ডা, চন্ডী-চন্ডা, অসুরদলনী।

তিনি দুর্গা, আদ্যাশক্তি।

বাঙালী হিন্দুরা দুর্গাদেবীর শক্তিরূপিনী চন্ডা রূপের চেয়ে মায়াময় মাতৃরূপটিকেই গ্রহণ করেছে। দুর্গা মায়ের মাতৃরূপ হচ্ছে কল্যাণকারী । শরতকালে দেবী দুর্গা তাঁর সন্তানদের নিয়ে স্বামীগৃহ কৈলাস থেকে

পিতৃগৃহে আগমন করেন। দীর্ঘ বর্ষা শেষে শরতকালে ধরিত্রী ফুলে- ফসলে জেগে ওঠে। এটি কার্তিকের নবান্নের ঠিক আগের মুহূর্ত । যেন সবকিছুই মাধুর্যমন্ডিত, আশা ও আনন্দময়। বাঙালি জীবনে পিতৃগৃহে কণ্যার আগমন সত্যিই আনন্দের। শরতকালীন দুর্গাপূজায় মায়ের আগমন যেন বাঙালি জীবনধারার সাথে মিলে যায়। অতেই এই আনন্দ, অতেই উৎসব-- শারদীয় দুর্গোৎসব।

১১।১০।২০২৪, আর্যগৃহ, নেত্রকোণা।

দৃষ্টি আকর্ষণ!

কবি এবং সাহিত্যিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, যাঁদের লেখা জন্মভূমি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়, তাদের কবিতা সহ অন্যান্য লেখা জন্মভূমি অনলাইনে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে ।

আপনার লেখা দেখতে ভিজিট করুন ঃ

www.jonmobhumi.com

অনিমেষের শেষ ট্রেন

সোমা মুৎসুদ্দী

আমার ছয়জনার এই ডাইনিং টেবিলের
একটি চেয়ার খালিই পড়ে থাকে।
মনে মনে আমি ওটা তোমার জন্যই
রেখেছি অনিমেষ।
তুমি এসে খেয়ে যাও পরম নির্ভরতায়
দুটো ডাল ভাত,খুব কম চাহিদা তোমার
আমি তোমার পাতে মাছ মাংস দিতে চাইলেও
তুমি নাওনা।
তোমাকে শেষ বিকেলের ট্রেনটি ধরতে হবে
তাই তোমার চোখে ও মুখে চিন্তার ছাপ
বিপবী তুমি,এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম,
এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটো চলো নিরন্তর
কাজেই এই দেশটা যেনো ভালো থাকে
দেশের মানুষ যেনো ভালো থাকে
ধনী গরীবের বৈষম্যের এই সমাজে সবাই যেনো
একদিন এক কাতারে আসে সে চেষ্টাই করে চলো তুমি।
অনিমেশ,আমার চোখে থাকে একটি পরিবার
তোমার চোখে থাকে, অসহায় মানুষ ও এই দেশ
তুমিইতো, বিপবী সংগ্রামী, প্রতিবাদের এক নাম
অনিমেষ।

হেমন্ত সুখে

সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

হেমন্ত সুখে দুলছে ধান
গাঁয়ের মাঠে পাকা,
হাসছে চাষি অথই খুশি
রঙিন স্বপ্ন আঁকা।

উড়ছে ফড়িং ধানের শীষে
হাওয়া কী যে বয়,
আগামী স্বপ্ন চাষির চোখে
নেইতো মনে ভয়।

ছেলের দল খেলছে মাঠে
সুখ যেন না ধরে,
চাষির বউটি পুকুর ঘাটে
কলসিতে জল ভরে।

হেমন্তের ওই মিঠেল রোদে
শিশির ভেজা ঘাসে,
কুয়াশা ঘেরা ভোরের আলো
মিষ্টি রাঙা হাসে।

এমনি করে হেমন্ত আসে
গাঁয়ের মাঝে সাড়া,
ধানের ঘ্রাণে খুশবু ছড়ায়
মনটা মাতোয়ারা।

ষড়ঋতুর খেলা

মমতা মজুমদার

শরৎ শেষে ঘাসের বুকে
শিশির ঝরা ভোরে
শিউলি তলায় ফুল কুড়াতে
ছুটছে খুকি দৌড়ে।

ফুলে ফুলে পাখির মেলা
মন মাতানো সুর
খুকির মনটা ভীষণ খুশি
লাগছে সুমধুর।

ফড়িং খেলে উড়ে উড়ে
প্রজাপতিরা নাচে
হেমন্তের সাজ নতুন করে
মনটা ঘিরে আছে।

কী অপরূপ আমার এদেশ
ষড়ঋতুর খেলা
দেখে দেখে ঠিক চলে যায়
ছোট্ট খুকির বেলা।

হেমন্ত চিঠি দিল

গোলাপ মাহমুদ সৌরভ

আজ হেমন্ত চিঠি দিল
শিশির ভেজা ভোরে,
কার্তিকে ধান পরিপক্ক
সবুজ মাঠ জোরে।

সাঁঝ সকালে নদীর কূলে
কুয়াশা ভেজা ঘাসে,
কলমিলতার দোলন দেখে
ওই সূর্যমামা হাসে।

খেসারি আর মটরশুটি
কলাই ফুলে ফুলে,
হেমন্ত আজ ফিরে এলো
ও-ই যে নদীর কূলে।

খেজুর গাছে রস জমেছে
পরছে কলসি বেয়ে,
আউশ আমন ধান পেকেছে
ঋতু হেমন্তকে পেয়ে।

শিউলির অনুরাগ

আনজানা ডালিয়া

কত কথা জমে আছে চোখে
কত কথা টিবটিব করছে মনে
অহরহ এ সুর বাজে।
বিরহ জ্বালা কি বুঝিনি আগে
তাইতো এখন একা একা লাগে।
মনে পরছে এই শ্রাবন সন্ধ্যায়
একান্ত গভীর নিরালায়।
মিলন পিয়াসি মন জাগে
শিউলিগুলো ঝিমায় অনুরাগে।

আমার মা

শারমিন নাহার ঝর্ণা

আমার মায়রে হাসি দেখে
জুড়ায় আমার প্রাণ,
আমার মায়রে মুখের কথা
মিষ্টি মধুর গান।

আমার মায়ের কান্না যেন
আমার বিধে বুকে,
আমার মায়ের হাসি খুশি
আমায় রাখে সুখে।

আমার মায়ের চরণ তলে
আমার স্বর্গ আছে,
আমার মায়ের দোয়া যেন
শক্তি আমার কাছে।

পূজা এল

সুশান্ত কুমার দে

চল খোকা, চল খুকি, চল টুকটুকি
পূজা এল,পূজা এল,দেয় ঐ উকি?
আকাশ ভরা তারা, হল দিশেহারা
নতুন জামা পড়ে- দে তোরা সাড়া?

নীলাকাশে ভাসে শুভ্র মেঘের ঘুড়ি
মাঠে ঘাটে নৃত্য করে ঐ কাশ বুড়ি।
আঁচল তলে শিউলী ফুলে এল বৌ
উঠানে নির্জনে ফুল তুলি এক বৌ।

ঢাক বাজে শাখ বাজে,বাজে ঢোল
কাশি বাজে,বাঁশি বাজে,সুরে বোল।
আয় রে,কে যাবি রে,দেখতে ঠাকুর
রাত নেই, দিন নেই, নেই জানা দূর।

কে এলো নাই এলো ,কে কে ঘুমায়
খুকুমণি রাত জেগে মিটি মিটি চায়।
কখন যে ভোর হবে- আসবে সপ্তমী
তখন আর খোকা খুকু রবে না ঘুমি?

সপ্তমীর পূজা দেখতে যাবে খুলনায়
অষ্টমীর লুচি- সুজি, বাড়ি বসে খায়।
সাতক্ষীরা,যশোর যাবে মহা নবমীতে
মুখটি কি ভারি হবে বিজয় দশমীতে?

তুমি আর আমি

রাজীব হাসান

শোনো পাখি,
তুমি আর আমি এক হবো
থেকে গেলে সুনামি।

তুমি এলে,
আমি থেকে আমরা হবো
আর এক আত্মা হয়ে মিশে রবো।

সুহাসিনী
তোমাকে পাওয়ার তীব্র বাসনা
সদাই জাগে এই মনে।

কই তুমি,
চলো হারিয়ে যাই দূরে
গাঙচিল কিংবা শঙ্খচিল হয়ে উড়ে।

শরৎ ঋতু

চম্পা মৃধা

শরৎ কালে চারিদিকে
শুভ্র রঙের মেলা,
নীলাকাশে দেখা যে যায়
সাদা মেঘের ভেলা।

ঝোপেঝাড়ে নদীর তীরে
সাদা কাশফুল দোলে,
চারিদিকে শস্য শ্যামল
দেখে নয়ন ভোলে।

ভোরবেলাতে মিষ্টি আলোয়
সূর্য কিরণ হাসে,
বিল পাথারে শাপলা শালুক
কচুরি ফুল ভাসে।

ইলিশ মাছ আর পাকা তালের
ঘ্রান যে খুবই মেলে,
নানা রকম সব মাছ ধরে
জালের ফাঁদে জেলে।

পাখিরা সব গাছে বসে
কলরব যে করে,
প্রজাপতি, মৌমাছিরা
ফুল বাগানে ভরে।

অমানবিক সময়

মজনু মিয়া

মানুষ স্বার্থের জন্যই অমানবিক হয়ে যাচ্ছে
ভাই ঠকাচ্ছে ভাই কে, ভাই মারছে ভাই কে।
শরীক এতিমের সম্পদ মেরে ঠকাচ্ছে
লোভের আগুনে পুড়ে মারছে আপন জন কে।
এখন রক্তে রক্তে পৌঁছে গেছে অমানবিকতা
ক্রোধের আগুনে পুড়ে মারছে মানুষ মানুষ কে।
মানবতার বড্ড অভাব দেখা দিয়েছে সঠিক তা
হিংসা,অহংকার,অহমিকায় শেষ করছে মানুষ কে।
একতা ও সততার চাদরে মোড়াই মানুষ জীবন
তবেই মানবিকতার চর্চায় রত হবে, সেই হি-মন।

শরৎ এলে

নবী হোসেন নবীন

শরৎ এলে বর্ষার কালো মেঘ
ধুয়ে ধুয়ে সাদা হয়ে যায়
কাশবন ভুলে যায় শ্যামল অতীত
কচি ধানের পাতায় বাতাসে বাজে
সোনালি ধানের গীত।
শরতের স্নিগ্ধতায় সিক্ত হৃদয়
শুভ্রতায় পবিত্র মন
কবিতার পঙক্তি ভুলে
এঁকে যায় কাশবন।
বুকে নিয়ে সোমত্ত সিন্ধু
ঘাসের ডগায় হাসে শিশির বিন্দু।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ধর্ম

দেবী দুর্গার আরাধনায় শুভশক্তির জাগরণ

প্রদীপ মালাকার

শরথতের আগমনের সাথে দেবী দুর্গার আগমনের বার্তা ও জানান দিচ্ছে। দেবী দুর্গাকে বরণ করার জন্য বাঙালি হিন্দু একটি বৎসর উদগ্রীব হয়ে থাকে মায়ের আরাধনা ও আশীর্বাদ পাওয়ার অপেক্ষায়। পুজার মাস আসলেই বাঙালি নূতন উদ্যমে ও উচ্ছ্বাসে জেগে উঠে। শুরু হয় উৎসব পালনের নানা রকমের প্রস্তুতি। মৃৎশিল্পীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন রং তুলির আঁচরে মাকে ফুটিয়ে তুলতে, ডাকির-কাঁসরের সুর ঝংকারে মণ্ডপ গুলী মুখরিত হয়। মায়ের আগমনে মণ্ডপে মণ্ডপে মাঙ্গলিক আওয়াজে মুখরিত হয়। তাই দুর্গা পুজাকে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালি হিন্দুর আবেগ ও উচ্ছ্বাস। দেবী দুর্গা হলেন শক্তির রূপ, তিনি পরব্রহ্ম। অন্যান্য দেবদেবী মানুষের মঙ্গলার্থে তার বিভিন্ন রূপের প্রকাশ মাত্র। হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র অনুসারে দেবী দুর্গা "দুর্গতিনাশিনী" বা সকল দুখ-দুরদশার বিনাশকারিণী। পুরাকালে দেবতারা মহিষাসুরের অত্যাচারে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এর শরীর থেকে আগুনের মতো তেজরশ্মি একত্রিত হয়ে বিশাল এক আলোক পুঞ্জে পরিণত হয়। ঐ আলোকপুঞ্জ থেকে আবির্ভূত হয় এক দেবী মূর্তি। এই দেবীই হলেন দুর্গা।

দিব্যঅস্ত্রে সজ্জিত আদ্যাশক্তি মহামায়া অসুর কুলকে একে একে বিনাশ করে স্বর্গ তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শান্তি স্থাপন করেন।

এই দুর্গা পূজায় রয়েছে বিশাল এক ঐতিহাসিক পটভূমি। পূজার ধারাবাহিকতায় এক সময়ের বাসন্তী পুজা যা এক পর্যায়ে শারদীয় দুর্গোৎসব হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। বৈদিক যুগে মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল না। তখন যজ্ঞ হতো। দেয়া হতো পশুবলি দেবী দুর্গার কৃপা লাভের জন্য। সেই সত্য যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কলিযুগে এসে দেবী দুর্গার মূর্তিতে পূজার আরাধনা শুরু হয়।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে মনুসংহিতার টিকাকার ভট্টের পুত্র রাজা কংস নারায়ণ মাটির প্রতিমা বানিয়ে দেবী দুর্গার পূজা করেন বলে জানা যায়। আবার দশ শতকে বিষ্ণুপুরের রাজা জগৎমল ক ত্রিক বাংলায় প্রথম মূর্তি তৈরি করে দেবী দুর্গার আরাধনার শুভ সূচনা ঘটে। এইভাবেই চিন্ময়ী দেবী দুর্গা আদ্যাশক্তি মহামায়া রূপে ভক্তদের কাছে হাজার বছর ধরে পূজিত হয়ে আসছে।

চিন্ময়ী মা আমাদের সকল মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদান করেন। আজকে চারিদিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখব আমরা প্রতিনিয়ত মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি। মায়ামুগ্ধ জীব ভাবে পৃথিবীতে সে চিরদিন জীবিত থাকবে। যা ভোগ করতে ইচ্ছা করে, তিনি সেটাই ভোগ করতে চেষ্টা করেন। মায়া শক্তির কারনে জীব ভাবে আমিই কর্তা। পাপ কর্ম পরাঙ্মুখ বিবেক শূন্য মানুষ প্রতিনিয়ত মায়া দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন। মানুষের মধ্যস্থিত আসুরিক শক্তিকে বিনাশ করে মুক্তি পথের সন্ধান দেন মা জগৎ জননী। আমাদের মতো ব্যক্তিদের মায়ার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। মায়ার কাজ হচ্ছে যারা ধর্ম বিমুখ তাদেরকে প্রতিনিয়ত আবদ্ধ করা। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হচ্ছে,

" কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ। ।
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দ' জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়। ।

মাতৃপূজায় সুর শক্তিকে জাগ্রত করার শিক্ষা দিয়ে থাকে। সুর মানে শুভশক্তি, আর অসুর মানে অশুভ শক্তি আমরা বুঝে থাকি। সুর অসুরের সংঘাত আমরা প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হয়। এই সংঘাত আমরা দেখি মাতৃ পুজার কাঠামো বিন্যাসে। দেবতারা শুদ্ধ শক্তিতে শক্তিমান ছিল। কিন্তু তারা তা ভুলে গিয়েছিল। যার কারনে তাদের ওপর পরীক্ষা নেমে আসে। দেবতা গণ অসুর কর্তৃক পরাজিত হয়ে রাজ্যহারা হন। রাজ্যচ্যুত দেবতা গণের সম্মিলিত প্রার্থনার ফল হিসেবে মা দুর্গার শুভাগমন। সর্বমঙ্গলা মা দুর্গার কাছে জগতকে যিনি উগ্রভাবে কামনা করতেন তার প্রতীক মহিষাসুর পরাজিত হন। মহিষাসুর নারীরূপী মহাশক্তি দেবীকে ভোগ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। উক্ত ভোগেচ্ছা অসুরের পরাজয়ের আরেকটি কারণ। আমরাও বাস্তব জীবনে যদি শুভ শক্তির মিলন ঘটাতে পারি তাহলে সকল অশুভ অহংকারী শক্তি আমাদের পদানত হবে। সকলকে নিয়েই সমাজে থাকতে হয়। দেবীর কাঠামোতে আমরা দেখতে পাই মা দুর্গার সঙ্গে জ্ঞানদাত্রী সরস্বতী, ধনদাত্রী লক্ষী, দেবসেনা কার্তিক, সিদ্ধিদাতা গণেশ, মঙ্গলময় শিব ও কৃষি আর শিল্পেরপ্রতীক কলা গাছের বৌ।

শক্তিময়ী মা মঙ্গলময় শিবকে মাথায় ধারণ করার শিক্ষাটি আমাদের জন্য এক অনুপম বার্তা প্রদান করেছে। অনেক সময় আমরা অর্থ বিত্তের মধ্যে খুব বেশি দিশাভিশাত করি। আমরা ভুলে যাই মানুষের মঙ্গল কামনার পবিত্র শিক্ষাটি। আমরা অনেক শক্তিশালী হতে পারি। আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের দেহগত শক্তি আর আর্থিক শক্তি একদিন শেষ হয়ে যাবে। তাই আমাদের উচিত শক্তিকে মঙ্গলের কাজে নিয়োজিত করা। মাতৃপূজা নারী জাতিকে সম্মান জানানোর শিক্ষা প্রদান করে।

একদিকে ভোগবাদী কিছু মানুষের অতি বাড়াবাড়ির কারণে সম্ভ্রম হারাচ্ছে নারী জাতির বিশাল অংশ। অন্যদিকে উগ্রবাদী কিছু মানুষের কাছে পরাজিত হচ্ছে আমাদের মানবতা। মানবতার মহাশক্তিকে জাগ্রত করে দুর্গত মানুষের দুর্গতি নাশ করার মানসে প্রতিবছর মহাসমারোহে আমরা মাতৃ পুজার আয়োজন করি। মা দুর্গা হচ্ছেন দৈন্য, বিঘ্ন, রোগ,পাপ,ভয় ও শত্রু নাশিনী। দেবী দুর্গা শুধু মূর্তিতে অথবা মন্দিরে নন। তিনি সর্বত্র বিরাজিতা। মায়ের পূজার উপকরণের দিকে তাকালেও সম্মিলিত সমাজ সৃষ্টির আরেকটি শিক্ষা আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ঐক্য সম্প্রীতির বন্ধনে চিরন্ত হওয়ার মানসে আমরা মায়ের পূজা করি কিন্তু সেই ঐক্য আমরা কতটুকু ধরে রাখতে পারছি। বিভিন্ন জায়গায় চলছে ধর্মের নামে অধর্ম, পূজার নামে ব্যবসায়, আলোর বহিরাবরণে চলছে বিলাস সামগ্রীর আধিক্য। অনেক টাকা খরচ করে মায়ের পূজা করছি মায়ের কৃপা লাভ করার জন্য। কিন্তু মায়ের কৃপা পাওয়ার আরেকটি বড় উপকরণ ঘরের মাকে সঠিকভাবে শ্রদ্ধা করছি কিনা সেদিকেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। পূজার সার্থকতা আরও বেশি করে আমাদের সামনে আসবে যদি আমরা মাতৃ জাতির ওপর সঠিক সম্মাননা জানাতে পারি।

প্রদীপ মালাকার নিউইয়র্ক, ইউ,এস,এ

জীবন আলোকিত হোক সিরাতের আলোয়!

মীযান মুহাম্মদ হাসান

সিরাত আরবি শব্দ। অভিধানে যার অর্থ আচরণ, চরিত্র, স্বভাব প্রকৃতি, পদ্ধতি, জীবনচরিত, জীবনবৃত্তান্ত ইত্যাদি। আর এখান থেকেই 'সিরাতুন্নবী' একটি বহুল প্রচলিত শব্দ বন্ধনী। সিরাতুন্নবী সাঃ হচ্ছে, নবীজীর জীবনচরিত। যাতে বিবৃত হয়েছে, প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাঃ-এর পবিত্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। ঘরে বাইরে মসজিদের মিম্বরে: হাটে বাজারে, প্রতিবেশীর সাথে, আপন স্ত্রীদের সাথে, অমুসলিমদের সাথে এবং সাহাবিদের সাথে কোন বিষয়ে কখন কিভাবে তিনি কী আলোচনা করেছেন, জীবনে চলার পথে কিভাবে প্রিয় সাহাবিদের পথনির্দেশনা দিয়েছেন ইত্যাদি। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের বাস্তবসম্মত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে নবীজীর জীবনচরিতে।

আর একজন আদর্শ মানুষের জীবনাচার হয় সুন্দর ও সুশৃঙ্খল; সৌখিন ও পরিপাটি। পৃথিবীর ইতিহাসে অনুসরণীয় শ্রেষ্ঠ এমন একজন মহান ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাঃ। এ কথা ঐতিহাসিকভাবে অমুসলিমদের দ্বারাও পরীক্ষিত এবং স্বীকৃত। যে কথা, প্রায় ১৪০০ বছর আগে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে; তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে (জীবনীতে) রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (সূরা আহজাব-২১)

আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবীজীকে প্রেরণ করেছিলেন গোটা বিশ্বভূখণ্ডের জন্য। মনোনীত করেছিলেন [...] রহমতস্বরূপ। আল্লাহ [...] তায়ালা বলেন- 'আ[...] আমি আপনাকে প্রেরণ[...] করেছি বিশ্বজগতের [...] রহমতস্বরূপ।' (সূরা আম্বিয়া-১০৭)

কাজেই এ কথা বলার [...] সুযোগ নেই যে, নবী [...] মুহাম্মদ সাঃ শুধু আরব[...] ভূখণ্ডের জন্য প্রেরিত [...] হয়েছিলেন; বরং গোটা [...] জগতের জন্য তিনি হলেন রহমতস্বরূপ। এমনকি মুফাসসিরদের মতে, অমুসলিমদের জন্যও তিনি রহমতস্বরূপ। আর এই নবী মুহাম্মদ সাঃ-এর স্বভাব ও চারিত্রিক সনদ দিচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা এভাবে-'আর আপনি হলেন মহান চরিত্রের অধিকারী।' (সূরা কলম-০৩)

নবুওয়ত লাভের আগেই পুরো আরবের অমুসলিম মুশরিকরাও নবীজীকে আল আমিন বিশ্বস্ত বলে সম্বোধন করতেন। নিজেদের মাল-সম্পদ গচ্ছিত রাখতেন তাঁর কাছে। একজন মানুষ কেমন আস্থা বিশ্বাস অর্জন করলে, মানুষ তাঁর ওপর এতটা আস্থা রাখতে পারে? যার ফলে তারা নিজেদের মাল-সম্পদ আমানত রাখতে চায়। বাস্তব কথা হলো, নবীজির কথা কাজ ও মৌন সম্মতি বা সমর্থন তো প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহরই আনুগত্য। তাই তো এমন ঘোষণা। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এই স্বীকৃত দিয়েছেন যে, 'কেউ রাসূলের অনুগত হয়, নিশ্চয়ই সে যেন আল্লাহরই অনুগত হয়।' (সূরা নিসা-৮০)এজন্য রাসূল সাঃ-এর প্রকৃত আনুগত্য তো তাঁর সুন্নাত তথা আদর্শকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। প্রত্যেক মুমিনের জীবনে সুন্নাতের সফল বাস্তবায়ন ও সুন্নাতের সঠিক অনুশীলনই হচ্ছে আলোকিত জীবনের পাথেয়। সুন্নাত জীবন বা নববী আদর্শই হচ্ছে উভয়জগতের কল্যাণ লাভের অন্যতম মাধ্যম। যেসব সুন্নাত রয়েছে হাদিসের পাতায় পাতায়। নবীজির পূর্ণাঙ্গ জীবনী সীরাত তথা জীবনচরিতবিষয়ক গ্রন্থগুলোতে আলোচিত হয়েছে। যেসব যাচাই বাছাই করা হয়েছে, সত্যের কষ্টিপাথরে।নবীজির জীবনচরিতের আদর্শ গ্রহণ করা কেন জরুরি? সাহাবি হজরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-একবার রাসূল সাঃ আমাদের এমন ওয়াজ করলেন যে, তাতে আমাদের অন্তরসমূহ ভীত-সন্ত্রস্ত হলো, চক্ষুগুলো অশ্রুসিক্ত হলো। আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে এটি কোনো বিদায়ী নসিহত, তাই আমাদের কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, তাকওয়া তথা আল্লাহভীতির এবং শাসক বা নেতার কথা শোনা ও তার আনুগত্য করার, যদিও একজন ক্রীতদাস তোমাদের নেতৃত্ব দেয়। নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে হতে যে আমার পর জীবিত থাকবে, অচিরেই সে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। (সে সময়) তোমাদের উপর আবশ্যক হলো, আমার সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। তোমরা তা মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। দ্বীনের মধ্যে নতুনত্ব থেকে তোমরা সাবধান হবে। কেননা, প্রত্যেক বিদয়াত নতুন বিষয়ই পথভ্রষ্টতা।'আর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নবীজির অনুসরণ অনুকরণকে আল্লাহর ভালোবাসা ও গুনাহ মাফের প্রতিশ্রুতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (সূরা আলে ইমরান-৩১)

ডাঃ ইফতেখার চৌধূরী নিয়মিত রোগী দেখছেন, যৌন সমস্যা, ডায়বেটিকস ও উচ্চ রক্তচাপ সহ জটিল , কঠিন রোগ সমূহের পরামর্শ নিতে আজই চলে আসুন

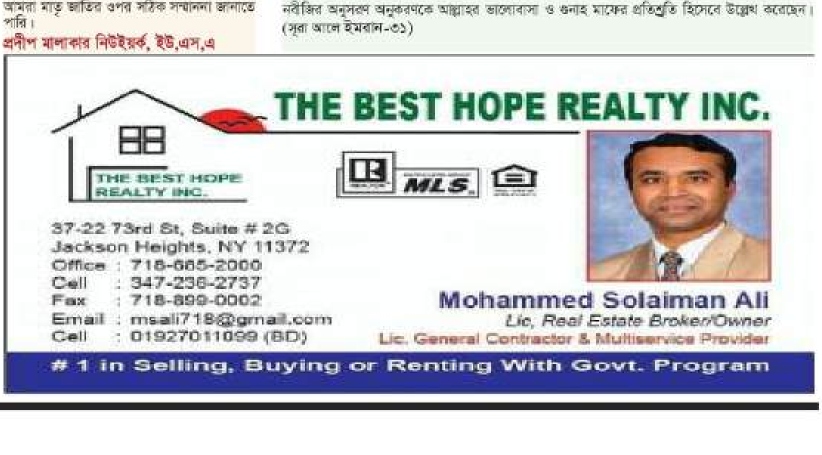

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

ঢাবি ক্যাম্পাসে হেঁটে হেঁটে গ্রাফিতি দেখলেন ড. ইউনূস

ঢাকা, জুলাই ও আগস্টে ছাত্র নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থানের সময় তরুণ বিপ্লবীদের আঁকা গ্রাফিতি দেখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিদর্শন করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বুধবার দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল, যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব, তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম প্রমুখ।

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের পতনের পর গত ৮ আগস্ট ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসে। এ সরকার এমন একটা সময়ে ক্ষমতায় এসেছে যখন দীর্ঘ স্বৈরশাসনে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আইনশৃঙ্খলা ও বিচারব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় লুটপাটে বিপর্যস্ত দেশের অর্থনীতিও। ভেঙে পড়া সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার ও অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে দিনরাত পরিশ্রম করতে হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারকে।

দায়িত্বগ্রহণের দুই মাস শেষ হয়েছে এই সরকারের। এর মধ্যে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে তারা। জাতিসংঘ অধিবেশনে গিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস জো বাইডেনসহ বেশ কয়েকজন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে আশার আলো দেখাচ্ছেন তিনি।

আগে রাষ্ট্র সংস্কার পরে নির্বাচন : ভিপি নুর

ঢাকা, ১৬ অক্টোবর : আগে রাষ্ট্র সংস্কার পরে নির্বাচনের চিন্তাভাবনা বলে মন্তব্য করে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, 'অসংখ্য ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে এদেশের স্বৈরশাসকের বিদায় হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে স্বৈরাচার আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে হবে। তা না হলে গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহীদরা আমাদের ক্ষমা করবে না।'

বুধবার (১৬ অক্টোবর) গণঅধিকার পরিষদ শ্রীপুর উপজেলা শাখার আয়োজনে উপজেলার মাওনা

চৌরাস্তায় এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

নুরুল হক নুর বলেন, 'ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফল ভোগ করতে যারা বিভিন্নভাবে বিচারপতি, ডিসি, এসপি নিয়োগ দিতে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন, আপনারা গণহত্যাকারীদের ঠেকাতে পারছেন না। আমাদের জীবন থাকতে আওয়ামী লীগকে এদেশের রাজনীতিতে ঠাঁই দেয়া হবে না, হবে না। আওয়ামী লীগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভারতসহ বেশকিছু দেশ উঠেপড়ে লেগেছে। আওয়ামী লীগ নেতা সাবের হোসেন চৌধুরীকে মুক্ত করার জন্যও একটি চক্র কাজ করছে।'

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আমরা আপনাদেরকে সহযোগিতা করতে চাই। শুধু একটি নির্বাচনের জন্য দেশের জনগণ আপনাদের ক্ষমতায় বসায়নি। জনগণের প্রত্যাশা পূরণের জন্য জনগণ আপনাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে। একটি স্বৈরশাসক সরকার রাষ্ট্রকে যেভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে, তা সংস্কারের মাধ্যমে একটি জনবান্ধব রাষ্ট্র কাঠামো দাঁড় করাবেন। তারপর গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নিবেন। কিন্তু আপনাদের মতিগতি ভালো দেখছি না। আপনাদের সর্তক করে বলতে চাই, জন-আকাঙ্ক্ষার বাইরে গিয়ে কিছু করার চেষ্টা করবেন না।'

এ সময় দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি নিয়ে ভিপি নুর বলেন, 'ফেনী-নোয়াখালী, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা উত্তরাঞ্চলে বেশকিছু এলাকায় বন্যা হয়েছে। যার ফলে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, উৎপাদন কমেছে। সে কারণে ডিমের দাম থেকে শুরু করে শাকসবজির দাম একটু বাড়ছে। সরকারকে মনে রাখতে হবে এই সরকার কোনো রাজনৈতিক সরকার না। তাই জনগণ যাতে কষ্ট না পায়, সেই নিশ্চয়তা তাদের দিতে হবে। প্রয়োজনে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আলু, পেঁয়াজ, ডাল এ ধরনের জিনিসপত্রের ভর্তুকি অব্যাহত রাখতে হবে। এদেশের সাধারণ মানুষ ছাত্র-জনতা শ্রমিক, গার্মেন্টসকর্মীরা এমপি, মন্ত্রী, উপজেলা চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়র হওয়ার জন্য রাজপথে ফ্যাসিবাদীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেনি। তারা দু'মুঠো ভাত খেয়ে বাঁচতে চায়। এটা বর্তমান সরকারকে বুঝতে হবে।'

এ সময় গণঅধিকার পরিষদ গাজীপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক পাঠান আজহারের সভাপতিত্বে ও মনির মোল্লার সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ জেলা উপজেলার নেতা-কর্মী।

আ.লীগকে রাজনীতিতে ফেরাতে ভারত চেষ্টা চালাচ্ছে: নুরুল হক নুর

ঢাকা, গণ-অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফেরাতে ভারতসহ নানা দেশ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, দেশের ভেতরেও নানা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমাদের শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকতে দেশে আওয়ামী লীগের কোনো ঠাঁই হবে না। এর দোসরদের ঠাঁই দেওয়া হবে না।

আজ বুধবার দুপুরে গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মাওনা ফ্লাইওভারের নিচে গণ-অধিকার পরিষদ আয়োজিত এক পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

নুরুল হক নুর বলেন, এদেশে নির্বাচন করার অধিকার ছিল না, মুক্ত চিন্তার অধিকার ছিল না। সন্ত্রাস, লুটপাট, চাঁদাবাজি, নৈরাজ্য রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। আমরা এ অবস্থার পরিত্রাণ ঘটাতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, সজাগ থাকতে হবে যাতে আওয়ামী লীগের মতো আর কোনো ফ্যাসিবাদ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে দেশের মানুষের কষ্ট হচ্ছে জানিয়ে নুর বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা ও অতিবৃষ্টিতে মানুষের কষ্ট হচ্ছে। তাই খাদ্যপণ্যে ভর্তুকি অব্যাহত রাখার দাবি করেন তিনি।

গণ-অধিকার পরিষদের গাজীপুর জেলার আহ্বায়ক পাঠান আজহারের সভাপতিত্বে পথসভায় দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ অন্য নেতারা বক্তব্য দেন।

১২ বিচারপতিকে বিচারকাজ থেকে বিরত রাখা হবে: সুপ্রিম কোর্ট

ঢাকা, দলবাজ, দুর্নীতিবাজ ও ফ্যাসিস্টের দোসর বিচারকদের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিকভাবে হাইকোর্ট বিভাগের ১২ বিচারপতিকে আগামী রোববার হতে বিচারকাজ থেকে বিরত রাখা হবে বলে জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমদ ভূঞা। বুধবার বিকেলে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহর সঙ্গে আলোচনার পর বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের সামনে এসে এ ঘোষণা দেন আজিজ আহমদ ভূঞা। এই ১২ বিচারপতির মধ্যে রয়েছে, বিচারপতি নাইমা হায়দার, বিচারপতি মোহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার, বিচারপতি এস এম মনিরুজ্জামান, বিচারপতি আতাউর রহমান খান, বিচারপতি শাহেদ নূর উদ্দিন, বিচারপতি মো. আক্তারুজ্জামান, বিচারপতি মো. আমিনুল ইসলাম, বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসেন দোলন, বিচারপতি খিজির হায়াত, বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামান।

এরপর হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, আমরা আগামী রোববার বিকেল পর্যন্ত দেখবো। দুপুর থেকে হাইকোর্ট ঘেরাও কর্মসূচি পালন শুরু করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এতে যোগ দেয় জাতীয় নাগরিক কমিটিও। কর্মসূচিতে হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, ফ্যাসিস্ট বিচারপতিদের অপসারণের দাবির পাশাপাশি ছাত্রলীগকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে তাদের নিষিদ্ধের দাবি জানাচ্ছি। আওয়ামী প্যানেলের আইনজীবীদের অপসারণ করতে হবে। না হলে আমরা হাইকোর্ট চত্বর ছাড়ব না।

কবে নির্বাচন দেবেন, সেই তারিখ ঠিক করে কাজ শুরু করুন : দুদু

ঢাকা, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্দেশে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, 'এ দেশের ছাত্র, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ গত তিনটা নির্বাচনে ভোট দিতে পারেনি। ভোট দেওয়ার আশায়, সুষ্ঠু নির্বাচনের আশায় ফ্যাসিবাদ হাসিনাকে বিদায় করেছে তারা। তাই কবে কোন দিন নির্বাচন দেবেন, সেই দিন তারিখ ঠিক করে কাজ শুরু করেন। তাহলে একটা ফল পাওয়া যাবে।'

তিনি বলেন, 'যদি না বলেন (দিন তারিখের কথা) তাহলে দেশের মানুষের মধ্যে অনাস্থা সৃষ্টি হবে। সেটা কারো জন্যই ভালো হবে না দেশের জন্য, সরকারের জন্য, দেশের মানুষের জন্য।'

আজ বুধবার প্রেসক্লাবের সামনে দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের উদ্যোগে সীমান্তে হত্যা বন্ধ, ফ্যাসিস্ট হাসিনার বিচারের দাবি এবং পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনার দাবিতে এক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

দুদু বলেন, 'যারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেছেন তাদের হাতে বেশি সময় আছে বলে আমার মনে হয় না। যারা ভারতে পালিয়ে গিয়েছে তারা বাদে আমি, আমার দল, আমার নেতা এবং এদেশে ছোট বড় যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে তারা সমর্থন দিয়েছে এবং এখনো দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার, আইন-শৃঙ্খলা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভোট এবং ভাতের অধিকারের প্রতিষ্ঠা হবে এই স্বপ্ন নিয়ে এ দেশের জনগণ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগকে পরাজিত করেছে। ভাত এবং ভোটের অধিকার এ দেশের মানুষের জন্মগত অধিকার।'

তিনি বলেন, যারা নির্বিচারে ছাত্র, শ্রমিক, মেহনতি মানুষদের হত্যা করেছে সেসব হত্যাকারীদের অনতিবিলম্বে বিচারের আওতায় আনতে হবে।'

দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম রিপনের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ লেবার পার্টির প্রেসিডেন্ট লায়ন ফারুক রহমান, জাগপার সহ-সভাপতি রাশেদ প্রধান, সাবেক এমপি জ্যোতি, কৃষক দল নেতা এস কে সাদী প্রমুখ।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

রাহুলের আসন থেকেই ভোটযুদ্ধ শুরু প্রিয়াংকার

কলকাতা ডেস্কঃ লোকসভা ভোটের আগেই ছিল জল্পনা। ২০২৪ লোকসভা ভোটে প্রিয়াংকা গান্ধী ভোট যুদ্ধে 'ডেব্যু' করতে পারেন বলে জল্পনা ছিল। তবে শেষমেশ, তিনি লড়েননি। তবে মঙ্গলবার ২০২৪ উপনির্বাচনের সূচিপত্র ঘোষণা হতেই, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কেরালার ওয়েনাদে লোকসভা উপনির্বাচনে প্রার্থী করা হয় প্রিয়াংকা গান্ধীকে। উল্লেখ্য, কেরালের ওয়েনাড়ের এই আসনে আগে প্রার্থী হিসাবে কংগ্রেসকে জয় এনে দিয়েছিলেন রাহুল। ভাইয়ের সেই কেন্দ্রে এবার ভোটযুদ্ধে প্রিয়াংকা।

লোকসভা ভোটের উপনির্বাচনের সূচিপত্র ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আর সেখানে কেরালার ওয়েনাড়েও ভোটের ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। এদিকে, উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই কংগ্রেস তার প্রার্থী তালিকাও সামনে এনেছে। সেখানেই কেরালার ওয়েনাদের প্রার্থী হিসেবে উঠে আসে প্রিয়াংকা গান্ধীর নাম। উল্লেখ্য, ২০২৪ লোকসভা ভোটে রাহুল গান্ধী ওয়েনাদের পাশাপাশি রায়বেরেলিরও প্রার্থী ছিলেন। একসময়ে রায়বেরেলি ছিল সোনিয়া গান্ধীর আসন। পরে সোনিয়া লোকসভার ভোটরাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াতেই সেই কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী হন রাহুল। রায়বেরেলি ও ওয়েনাড় দুই কেন্দ্রেই রাহুল জয়ী হন। এরপর কেরালার ওয়েনাড় ও উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলি দুই কেন্দ্র থেকেই রাহুল, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে দাপুটে জয় ছিনিয়ে নেন। পরে রাহুল রায়বেরেলি কেন্দ্রকে বেছে নেন, ওয়েনাদ কেন্দ্র থেকে তিনি সরে আসেন। আর রাহুলের সেই কেন্দ্রেই এবার প্রার্থী বোন প্রিয়াংকা।

যদি কেরালার এই কেন্দ্র থেকে প্রিয়াংকা গান্ধী ভোট যুদ্ধে জিতে নেন, তাহলে তিনি প্রবেশ করবেন সংসদে। লোকসভায় তিনি কেরালার ওয়েনাড়ের জন প্রতিনিধি হয়ে তিনি যোগ দেবেন। সেক্ষেত্রে সংসদে গান্ধী পরিবারের তিন সদস্যই থাকবেন। যদিও সোনিয়া গান্ধী রাজ্যসভায় থাকবেন। লোকসভায় রাহুল গান্ধী ইতিমধ্যেই বিরোধী দলনেতা হিসেবে উঠে এসেছেন। ওয়েনাদের উপনির্বাচন যদি প্রিয়াংকা জিতে যান, তাহলে তিনি ভাই রাহুলের সঙ্গে লোকসভার সদস্য হিসেবে উঠে আসবেন। নির্বাচন কমিশন মঙ্গলবার ওয়ানাড এবং নান্দেদ লোকসভা আসনের পাশাপাশি ৪৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ঘোষণা করেছে। ওয়েনাড়ে উপনির্বাচন আয়োজিত হবে ১৩ নভেম্বর। ওই একই দিনে ঝাড়খন্ড বিধানসভা ভোটের প্রথম পর্বের ভোট গ্রহণ হবে।

পূজামন্ডপে হামলা ও স্বর্ণের মুকুট চুরির ঘটনায় ভারতের উদ্বেগ

কলকাতা ডেস্কঃ বাংলাদেশকে হিন্দুসহ সব সংখ্যালঘু এবং তাদের উপাসনালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে ভারত। ঢাকার তাঁতিবাজার এলাকায় পূজাম-পে 'বোমা নিক্ষেপ' এবং সাতক্ষীরার যশোরেশ্বরী মন্দির থেকে দেবী কালীর মুকুট চুরির ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে দিল্লি।

শনিবার (১২ অক্টোবর) ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমরা ঢাকার তাঁতীবাজারে একটি পূজা ম-পে হামলা এবং সাতক্ষীরার শ্রদ্ধেয় যশোরেশ্বরী কালী মন্দিরে চুরির ঘটনাকে গুরুতর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছি'।

'এগুলো দুঃখজনক ঘটনা। তারা মন্দির এবং দেবতাদের অবমাননা ও ক্ষয়ক্ষতি করার নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করছে। যা আমরা এখন বেশ কয়েকদিন ধরে প্রত্যক্ষ করেছি'।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, 'আমরা বাংলাদেশ সরকারকে হিন্দু এবং সব সংখ্যালঘু এবং তাদের উপাসনালয়গুলোর নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাই, বিশেষ করে এই শুভ উৎসবের সময়ে'।

এর আগে তাঁতীবাজারে পূজাম-পে শুক্রবার (১১ অক্টোবর) একটি অবিস্ফোরিত 'বোমা নিক্ষেপের' ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে তিনজনকে আটক করে পুলিশ। এছাড়া যশোরেশ্বরী কালী মন্দিরে ২০২১ সালের মার্চে যশোরেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনকালে কালী-প্রতিমার মাথায় পরিয়ে দেওয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপহারের মুকুট চুরি হয়।

এরইমধ্যে স্বর্ণের মুকুট চুরির ঘটনায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে ওই মন্দির পরিদর্শন করেছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। শুধু তাই নয়, মুকুট চুরির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিকে ধরিয়ে দিতে পারলে জেলা প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণাও করা হয়েছে।

এছাড়া স্বর্ণের মুকুটটি যেন বিক্রয় অথবা কোনো স্বর্ণের দোকানে গলানো বা ধরন পরিবর্তন করতে না পারে, সে জন্য দোকানগুলোয় বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ভারত সরকারের উদ্বেগের বিষয়ে ভয়েস অব আমেরিকা আইজিপি ময়নুল ইসলাম বলেন, 'এটা নিয়ে তেমন কিছু বলতে চাই না। শুধু বলবো, এটা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। এটা নিয়ে অন্য কারও উদ্বেগের কিছু নেই'।

পূজা নিয়ে দিল্লির বিবৃতির অংশবিশেষ প্রত্যাখ্যান

কলকাতা ডেস্কঃ দুর্গাপূজা নিয়ে ভারতের বিবৃতির একটি অংশকে প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশ। সন্ধ্যায় জারি করা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, গত ১২ই অক্টোবর ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্রের একটি বিবৃতি বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তাতে হিন্দু সম্প্রদায়সহ সমস্ত সংখ্যালঘু এবং তাদের উপাসনালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, বিশেষ করে দুর্গাপূজার গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের সময়। একই বিবৃতি 'মন্দির ও দেবতাদের অপবিত্রতা এবং ক্ষতি একটি পদ্ধতিগত ধারা' বলে অভিযোগ করা হয়। বাংলাদেশ সরকার এ ধরনের অভিযোগকে ভিত্তিহীন এবং অযাচিত বলে মনে করে। পূজায় কেবলমাত্র ক'টি ঘটনার রিপোর্ট হয়েছে জানিয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যার ভিত্তিতে সরকার হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উৎসবের সময় জুড়ে কোনোরকম বিলম্ব ছাড়াই ব্যবস্থা নিয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বাংলাদেশের উদারনীতি ও গণতন্ত্রের একটি কালজয়ী বৈশিষ্ট্য, যা মানুষ হিসেবে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে। গত ১০ই অক্টোবর বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলার সাতক্ষীরার যশোরেশ্বরী কালীমন্দিরে একটি সোনার মুকুট চুরি হওয়ার বিষয়ে সরকারের তরফে বলা হয়েছে, ওই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত তার নিয়মিত পূজা অনুষ্ঠান দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত করেন। তখনো মন্দিরের ভেতরে মূল্যবান মুকুট অক্ষত ছিল। এটি অরক্ষিত এবং অনিরাপদ রেখে পুরোহিত এবং অন্য কর্মীরা কেন চলে গেলেন সে বিষয়ে তদন্ত চলছে। চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাংলাদেশে সকল নাগরিকের, বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের একটি কর্তব্য। এদিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রায় অভিন্ন ভাষায় দুর্গাপূজা এবং বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপগুলোর বিষয়ে বলা হয়, বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ

এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক মূল্যবোধকে পুনর্ব্যক্ত করে বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী এবারেও দেশব্যাপী তাদের সর্ববৃহৎ উৎসব দুর্গাপূজা আনন্দঘন পরিবেশে উদ্‌যাপন করেছে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাংলাদেশ জুড়ে ৩২ হাজারের বেশি পূজামন্ডপ স্থাপন করা হয়, যেখানে হিন্দু নারী, পুরুষ এবং শিশুরা দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। রোববার সন্ধ্যায় সারা বাংলাদেশে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যদিয়ে শেষ হয়েছে ১০দিনব্যাপী এই উৎসব। সব ধরনের উস্কানি ও অপপ্রচারকে উপেক্ষা করে সরকারের গৃহীত সমস্ত পদক্ষেপের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখে উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের জন্য সরকার সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে অভিনন্দন জানান। গত সপ্তাহে সারা দেশে যে কয়েকটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে, তার প্রেক্ষিতে সরকার অনতিবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসন এ পর্যন্ত ১১টি মামলা করেছে এবং এসব ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১৭ জনকে ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের একটি চিরন্তন পরিচয় যা সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে। বাংলাদেশ সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার ধর্ম বা বিশ্বাস নির্বিশেষে কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নিজ নিজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশে সকল নাগরিকের, বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাংলাদেশ সরকার একান্ত কর্তব্যরূপে গণ্য করে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আশ্বস্ত করেছে যে, বাংলাদেশের জনগণের ধর্মনিরপেক্ষ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিচিতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সরকার সদা সচেষ্ট।

ভারতে পূজামন্ডপে ৪ জন গুলিবিদ্ধ

কলকাতা ডেস্কঃ দুর্গাপূজার শেষ দিনে ভারতের বিহারে পূজামন্ডপের সামনে গুলি চালানো হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন চারজন। রোববার বিহারের ভোজপুর জেলার সদর শহর আরার নওয়াদা থানার অন্তর্গত মণ্ডলাবাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

হিন্দুস্তান টাইমসে প্রকাশিত খবর অনুসারে, ভোর ৫টার দিকে মোটরসাইকেলে করে দুর্গাপূজার ম-পের কাছে আসে দুই হামলাকারী। এলাকার চার যুবককে লক্ষ্য করে গুলি করে তারা। হামলাকারীদের পরিচয় ইতোমধ্যেই জানা গেছে বলে দাবি পুলিশ প্রশাসনের।

ভোজপুরের পুলিশ সুপার রাজ জানিয়েছেন, 'এদিন সকালবেলা আমাদের কাছে এই ঘটনার খবর আসে। আমরা জানতে পারি, আরা এলাকার নওয়াদা থানার অন্তর্গত মণ্ডলাবাগে একটি দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়েছিল। রোববার ভোরে সেই পূজামণ্ডপের কাছেই একটি গুলির ঘটনা ঘটে। তাতে চারজন আহত হন। তাদের মধ্যে দু'জন সংশ্লিষ্ট পূজা কমিটির সদস্য।

পুলিশের দাবি, প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গেছে, এই পূজা কমিটির সদস্যদের মধ্যে পুরনো একটি ঝামেলা চলছিল। তার জেরেই এদিন এই হামলা চালানো হয়। যারা গুলি চালিয়েছে, ইতোমধ্যেই তাদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

৪৮ ঘণ্টায় ১০ ভারতীয় বিমানে বোমাতঙ্ক

কলকাতা ডেস্কঃ গত দুদিনে পরপর বিমান উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি। জানা গিয়েছে, অন্তত ১০টি বিমানে বোমাতঙ্ক দেখা দিয়েছিল এই দুই দিনে। সবকটি ক্ষেত্রেই এই হুমকি ভুয়া বলে জানা গিয়েছে। তবে এ ধরনের ঘটনায় স্বভাবতই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যাত্রীদের মধ্যে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, এর মধ্যে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিমানও বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি এসেছে গত ৪৮ ঘণ্টায়। এর মধ্যে রয়েছে দিল্লি থেকে টেকঅফ করা শিকাগোগামী এক উড়ান। এয়ার ইন্ডিয়ার সেই উড়ানে ২১১ জন যাত্রী ছিলেন। পরে সেই বিমানটিকে কানাডার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানেই নিরাপদে সেটি অবতরণ করেছিল।

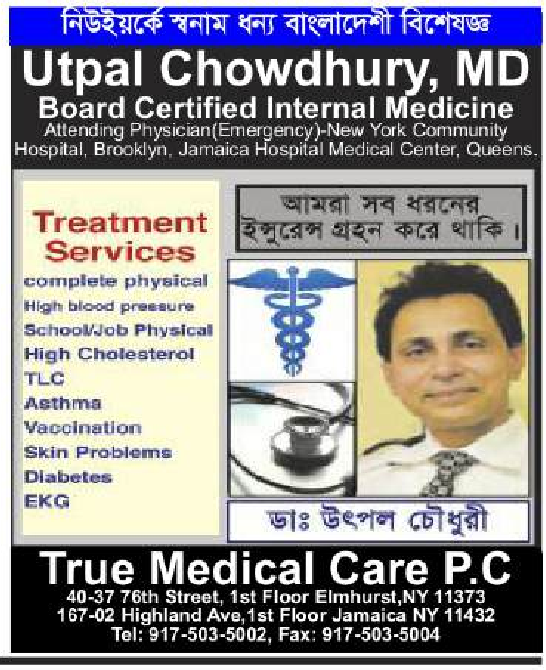

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক মনে করে না ৫ আগস্ট বিপ্লবী ছাত্র নেতারা!

করে এবং গণহত্যা করে তারা ক্ষমতায় ছিল। কাজেই কারা তাকে জাতির পিতা বলল, তারা কোন দিবসকে জাতীয় দিবস ঘোষণা করল, নতুন বাংলাদেশে সেটার ধারাবাহিকতা থাকবে না। আমরা বাংলাদেশকে নতুনভাবে গঠন করতে চাচ্ছি। ফলে ইতিহাসের প্রতি আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনতে হবে।

ংবাদিকদের উদ্দেশ করে নাহিদ বলেন, আপনারা যদি আওয়ামী লীগের করা সবকিছু মনে করেন জাতীয় জাতীয়..। ভোটবিহীন সরকারেরই কোনো বৈধতা নেই। সেই সময়ে অনেক কিছু করা হয়েছে। সবগুলোকে পুনর্গঠন ও পুনর্মূল্যায়ন করা হবে।

বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক মনে করে কিনা এ সরকার- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'অবশ্যই না'।

তাহলে আমাদের কোনো জাতির পিতা থাকবে না- এ প্রশ্নে তিনি বলেন, আমাদের এই ভূখণ্ডের লড়াইয়ের ইতিহাসে বহু মানুষের অবদান রয়েছে। আমাদের ইতিহাস কিন্তু কেবল ৫২তেই শুরু হয়নি, আমাদের ব্রিটিশবিরোধী লড়াই আছে, ৪৭ ও ৭১-এর লড়াই আছে, ৯০ ও ২৪ আছে। আমাদের অনেক ফাউন্ডিং ফাদারস রয়েছে। তাদের লড়াইয়ের ফলে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক মানা নিয়ে যা বললেন উপদেষ্টা নাহিদ

সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক মনে করে না। বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

বঙ্গবন্ধুকে আওয়ামী লীগ বিতর্কিত করেছে। তাকে আপনারা 'জাতির পিতা' মনে করেন কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ দল হিসেবে ফ্যাসিস্ট কায়দায় ক্ষমতায় ছিল। মানুষের ভোটাধিকার হরণ ও গুম-খুন করে এবং গণহত্যা করে তারা ক্ষমতায় ছিল। কাজেই কারা তাকে জাতির পিতা বলল, তারা কোন দিবসকে জাতীয় দিবস ঘোষণা করল, নতুন বাংলাদেশে সেটার ধারাবাহিকতা থাকবে না। আমরা বাংলাদেশকে নতুনভাবে গঠন করতে চাচ্ছি। ফলে ইতিহাসের প্রতি আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনতে হবে।

তিনি বলেন, ভোটবিহীন সরকারেরই কোনো বৈধতা নেই। সেই সময়ে অনেক কিছু করা হয়েছে। সবগুলোকে পুনর্গঠন ও পুনর্মূল্যায়ন করা হবে।

বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক মনে করে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'অবশ্যই না।'

তাহলে আমাদের কোনো জাতির পিতা থাকবে না? এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমাদের এই ভূখণ্ডের লড়াইয়ের ইতিহাসে বহু মানুষের অবদান রয়েছে। আমাদের ইতিহাস কিন্তু কেবল ৫২-তেই শুরু হয়নি, আমাদের ব্রিটিশবিরোধী লড়াই আছে, ৪৭ ও ৭১-এর লড়াই আছে, ৯০ ও ২৪ আছে। আমাদের অনেক ফাউন্ডিং ফাদারস রয়েছেন। তাদের লড়াইয়ের ফলে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। তথ্য উপদেষ্টা বলেন, যেসব জাতীয় দিবস বাতিল করা হচ্ছে, সেগুলো চাপিয়ে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। ফ্যাসিস্ট আচরণ ছিল সেটা। সরকার মনে করেছে, সেগুলো অগুরুত্বপূর্ণ, তাই বাতিল করা হচ্ছে।

গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে নতুন করে দিবস আসতে পারে বলেও জানান তিনি।

আট দিবস বাতিলে আওয়ামী লীগের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

অসাংবিধানিক সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় আচার থেকে জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ের ইতিহাস ও চেতনা মুছে ফেলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদে বিবৃতি দিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

বুধবার (১৬ অক্টোবর) বিকাল ৪টার দিকে দলটির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ বিবৃতি দিয়েছে আওয়ামী লীগ।

'আওয়ামী লীগের বিবৃতি ইত্তেফাক ডিজিটাল পাঠকের জন্য হুবহু তুলে ধরা হলো- 'বর্তমান সরকার শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও চেতনাবিরোধী কাজ করে আসছে। সুপরিকল্পিতভাবে মানবিক মূল্যবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনষ্টে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। তারা বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীদেরকে শত্রুজ্ঞান করছে। জাতীয় রাজনীতি থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে নির্মূল করতে রাষ্ট্রযন্ত্রের অপব্যবহার করছে। মিথ্যা মামলায় গণগ্রেফতার চালাচ্ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশে নৈরাজ্যবাদ কায়েম করেছে, যাকে মাৎস্যন্যায় বলা চলে। সরকারের অদক্ষতা ও অনাচারে অতিষ্ঠ মানুষ ইতোমধ্যে বলতে শুরু করেছে, 'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা'।

বাংলা ও বাঙালির সবচেয়ে বড় অর্জন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন ইতিহাসের সন্তান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। জাতির পিতার বিশ্বস্ত সহকর্মীবৃন্দ, দেশের মুক্তিকামী জনতা ও তার পরিবারের অবদান অমোচনীয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকারের প্রতিহিংসামূলক আচরণের শিকার হচ্ছে মুক্তির লড়াইয়ের সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও প্রতীকী স্থাপনাসমূহ। এসবের ধারাবাহিকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত জাতীয় দিবসসমূহ রাষ্ট্রাচার থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। আমরা এহেন প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

এর মধ্যে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক জাগরণের ভাষণ দিবস, ১৭ই মার্চের শিশু দিবস এবং ১৫ই আগস্টের মতো শোক পালনের দিবস রয়েছে। আমাদের জাতীয় ইতিহাস থেকে এসব দিবসের তাৎপর্য কোনো বিবেচনাতেই অস্বীকার করা যাবে না। রিসেট বাটন চেপে কেউ আমাদের 'দাবায়া রাখতে পারবা না'। আমাদের প্রত্যাশা হিংসা ও বিদ্বেষের বিপরীতে সকলের যাবতীয় ও জাতীয় ভুলগুলো অন্ধকারে হারিয়ে যাক, আমাদের অন্যায়গুলো বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াক এবং সকল অপশক্তি বিনাশের জন্য আমাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হোক 'সত্য বল সুপথে চল'। সরকারের বিদ্বেষে বাতিল হতে যাওয়া দিবসগুলো বাঙালি বরাবরের মতো সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে পরম মমতায় পালন করে দৃঢ়ভাবে বলে উঠবে, ।

রিসেট বাটন চেপে বাঙালির জাতীয় ইতিহাস মুছে ফেলার মাধ্যমে বিভেদ ও প্রতিক্রিয়াশীল অপশক্তির রাজনীতিকে পরিপুষ্ট করতে চাওয়ার এহেন অভিপ্রায় বাঙালি জাতি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করছে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ সমগ্র জাতি ও মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এহেন হীন পদক্ষেপের উপযুক্ত জবাব দেবে। ইনশাআল্লাহ্।'

দেবী দুর্গার বিসর্জনে বেজে উঠেছে বিদায়ের সুর

বড় উৎসব দুর্গাপূজার নবমী এবং দশমী দুটোই ছিল শনিবার। একই দিনে তিথি হওয়ায় নবমীর পূজার পর দশমীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে এদিন। আজ শুধুই প্রতিমা বিসর্জন।

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ধর্মদাশ চট্টোপাধ্যায় বলেন, নবমীতে এসেই পূজার ষোলোকলা পূর্ণ হয় এবং বিদায়ের সুর বাজে। দশমীতে বিদায় জানানো হয়। এবার নবমীতেই দর্পণে বিসর্জন হয়েছে, ফলে মাকে আমরা বিদায় দিয়েছি। প্রতীকীভাবে মায়ের বিদায় হবে কাল।

শনিবার মহানবমী তিথিতে বিহিত পূজা এবং দর্পণ বিসর্জনের মাধ্যমে মণ্ডপে মণ্ডপে দেবী দুর্গার আরাধনা করেছেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। এদিন সকাল ৬টা থেকে হয় নবমী বিহিত পূজা। ১০৮টি বেল পাতা, আম কাঠ, ঘি দিয়ে যজ্ঞের মাধ্যমে দেবী দুর্গার কাছে দেওয়া হয়

আহুতি। গোপীবাগে রামকৃষ্ণ মিশনে সকাল ৮টা ২৬ মিনিটে শুরু হয় নবমী পূজা। সকালে ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পূজায় অঞ্জলি নিতে হাজির হন ভক্তরা।

এবার তিথি অনুযায়ী, নবমী পূজা সকাল ৯টা ২০ মিনিটের মধ্যে শেষ করার নিয়ম ছিল। সকাল সাড়ে ৮টার মধ্যে নবমী পূজা শেষ করে ৮টা ৫০ মিনিটে ভক্তরা দেবীকে অঞ্জলি প্রদান করেন। পরে শুরু হয় দশমীর বিহিত পূজা। এদিকে পূজা শেষে দর্পণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা।

পূজা দিতে আসা ভক্তরা বলেন, আমাদের সব কষ্ট দূর করে দেবী দুর্গা চলে যাবেন। এক বছর পর মা আবার আসবেন। আমরা মায়ের কাছে দেশের জন্য কল্যাণ কামনা করেছি। তিনি যেন উন্নতি আর প্রগতিতে আমাদের জীবন ভরিয়ে দেন। বিশ্বজুড়ে যেন শান্তি ফিরে আসে। বন্ধ হয় মানুষে মানুষে সব হানাহানি।

মহালয়ার মধ্য দিয়ে ২ অক্টোবর এবারের দুর্গোৎসবের ক্ষণ গণনা শুরু হয়েছিল। ওইদিন থেকেই দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিকতার সূচনা হয়। এরপর গত বুধবার ষষ্ঠী থেকে পাঁচ দিনের যে দুর্গোৎসব শুরু হয়েছিল, রোববার প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এ আয়োজন। মাঝে বৃহস্পতিবার নবপত্রিকায় প্রবেশ ও স্থাপনে হয় মহাসপ্তমী। পরদিন শুক্রবার সকালে কুমারী পূজার পাশাপাশি মহাঅষ্টমীর বিহিত পূজা এবং সন্ধিপূজা হয়।

পূজা উদযাপন পরিষদ জানিয়েছে, দেশের ৩১ হাজার ৪৬১টি মন্দির ও মণ্ডপে এবার পূজা হচ্ছে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৩২ হাজার ৪০৮টি। এর মধ্যে ঢাকা মহানগরে এবার ২৫২টি পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, গত বছর হয়েছিল ২৪৮টিতে।

অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন আমেরিকার তিন অধ্যাপক

ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক তুর্কি বংশোদ্ভূত আমেরিকান ড্যারন আসেমোগলু, একই প্রতিষ্ঠানের সাইমন জনসন এবং শিকাগো ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জেমস এ রবিনসন।

সোমবার সুইডেনের স্টকহোমে দ্য রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স তাদের নাম ঘোষণা করেছে। খবর আলজাজিরার। নোবেল পুরস্কারের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, কেন দেশগুলোর মধ্যে সমৃদ্ধিতে এত বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান-এ বিষয়ে চলতি বছরের নোবেল বিজয়ীরা নতুন অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছেন। তারা দেখিয়েছেন, এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যকার ব্যাপক পার্থক্য। ইউরোপীয় উপনিবেশিক দেশগুলোর প্রবর্তিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরীক্ষা করে ড্যারন আসেমোগলু, সাইমন জনসন এবং জেমস রবিনসন প্রতিষ্ঠান ও সমৃদ্ধির মধ্যকার সম্পর্ক বের করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের তাত্ত্বিক উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করেছে, কেন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য বজায় থাকে এবং কীভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবর্তন আনতে পারে। বিশ্বের কিছু দেশ কেন গরিব এবং কিছু দেশ ঠিক কী কারণে ধনী হয়ে থাকে, তা ব্যাখ্যা করেছেন এই তিন অর্থনীতিবিদ।

ড্যারন আসেমোগলু পুরস্কার ঘোষণার পর টেলিফোনে এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমি খুবই আনন্দিত। এটা একই সঙ্গে বিস্ময় আর খুশির সংবাদ।'

গত বছর অর্থনীতিতে নোবেল জিতেছিলেন মার্কিন অর্থনীতিবিদ ক্লাউডিয়া গোলডিন। শ্রমবাজারে নারী অংশগ্রহণের ফলাফল সম্পর্কে বোঝাপড়ার উন্নতিতে অবদান রাখার জন্য তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

আইনজীবী থেকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কমলার

দাঁড়ানোর পর নতুন প্রার্থী হয়েছেন কমলা হ্যারিস। তাকে ঘিরে নির্বাচনী সমাবেশ শুরু করতে এক ঘণ্টারও কম সময় লেগেছিল ডেমোক্র্যাটদের।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চলতি বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন কমলা।

তার প্রচার উদারপন্থী ভোটারদের পুনরুজ্জীবিত করেছে। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কমলার প্রচার তহবিলে জমা পড়েছে ৬৭ দশমিক ১ কোটি ডলার অনুদান, যা তার রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংগ্রহের প্রায় তিনগুণ।

প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর এই দৌড়ে কমলার রয়েছে ঘটনাবহুল ও বর্ণাঢ্য একটি সফর।

কমলার বেড়ে ওঠা, তার কর্মজীবন, রাজনীতিতে প্রবেশ, উল্লেখযোগ্য ঘটনপ্রবাহ এবং কিভাবে তিনি প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হলেন সেই বিষয়ে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হলো এই প্রতিবেদনে।

ব্যক্তিগত জীবন

কমলা হ্যারিস ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডে অভিবাসী দম্পতির পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার মা ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং বাবা জ্যামাইকান আমেরিকান।

কমলার যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন তার মা-বাবার বিবাহবিচ্ছেদ হয়। তারপর মূলত মা শ্যামলা গোপালন হ্যারিসের কাছেই বড় হন তিনি।

কমলা জানান, তাকে ও তার ছোট বোন মায়াকে ওকল্যান্ডের কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের মাঝেই বড় করে তুলেছিলেন তার মা যিনি একজন ক্যান্সার গবেষক এবং নাগরিক অধিকারকর্মী ছিলেন।

তার আত্মজীবনী 'দ্য ট্রুথস উই হোল্ড'-এ তিনি লেখেন, 'আমার মা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি দুজন কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েকে লালন-পালন করছেন। তিনি জানতেন যে তার নতুন দেশ মায়া ও আমাকে কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ে হিসেবে দেখবে এবং আমরা যাতে আত্মবিশ্বাসী, গর্বিত কৃষ্ণাঙ্গ নারী হয়ে উঠি তা নিশ্চিত করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।'

শ্যামলা গোপালন হ্যারিস ভারতীয় ছিলেন। তার আদি বাড়ি ভারতের তামিলনাড়ুতে। ১৯৫৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন।

কমলা হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। শিক্ষাজীবন থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতিগত সম্পর্কের মতো রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে তিনি সোচ্চার হতে থাকেন।

তার কর্মজীবনও বেশ সফল।

কমলা হ্যারিসের স্বামী আইনজীবী ডাগ এমহফ। তার সাথে একটা ব্লাইন্ড ডেটে আলাপ হয়েছিল কমলার। ২০১৪ সালে তারা বিয়ে করেন। কমলাকে ডাগ এমহফের সন্তান কোল এবং এলা মোমালা বলে ডাকে।

তার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কমালা হ্যারিস এলি ম্যাগাজিনকে বলেছিলেন, 'রোববার নৈশভোজ আমাদের কাছে পারিবারিক সময়। কোল টেবিল সেট করে এবং সংগীত বাছাই করে। এলা ডেসার্ট (মিষ্টান্ন) তৈরি করে, ডাগ আমার স্যুস-শেফ হিসেবে কাজ করে এবং আমি রান্না করি।'

কর্মজীবন

আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন কমলা হ্যারিস। আলামেডা কাউন্টির ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির দফতরে কর্মরত ছিলেন তিনি। এরপর সান ফ্রান্সিসকোর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হিসেবে কাজ করেছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্যে শীর্ষ আইনজীবীর দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি। তিনিই প্রথম নারী এবং প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব যিনি এই পদে দায়িত্ব সামলেছেন।

তার এই সাফল্য ২০১৬ সালের ক্যালিফোর্নিয়ার সেনেটর নির্বাচনের প্রচারে গতি আনে এবং তার বিজয় নিশ্চিত করে।

এরপর ২০২০ সালে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হওয়ার জন্য প্রচারণা চালান। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়েই সেই দৌড় থেকে বেরিয়ে যান তিনি।

শুরুর দিকে তার প্রচার সভাগুলোয় বিপুল জনসমাগম ও বিতর্ক অনুষ্ঠান সরগরম হওয়া সত্ত্বেও কমলা তার মতাদর্শ ও নীতিনির্ধারণী প্ল্যাটফর্ম স্পষ্ট করতে পারেননি।

অল্প সময়ের মধ্যেই তার সেই প্রচার গতি হারিয়ে ফেলে। তাকে স্পটলাইটে ফিরিয়ে আনেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

কমলাকে সাবেক কমিউনিকেশন ডিরেক্টর গিল ডুরান একে 'ভাগ্যের বড় পরিবর্তন' বলে অভিহিত করেছেন।

তার কথায়, 'অনেকেই ভাবেননি যে এত তাড়াতাড়ি হোয়াইট হাউসের কোনো পদে আরোহণ করার জন্য যে শৃঙ্খলা এবং মনোযোগের প্রয়োজন, সেটা তার মধ্যে রয়েছে। যদিও তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং তারকা হয়ে ওঠার সম্ভাবনার বিষয়ে মানুষ জানতেন। তার মধ্যে যে প্রতিভা রয়েছে সেটা সবসময়েই স্পষ্ট ছিল।'

রাজনীতিতে প্রবেশ

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী মনোনীত হওয়ার পরই জো বাইডেন তার রানিং মেট হিসেবে কমালা হ্যারিসকে বেছে নিয়েছিলেন।

তার সম্পর্কে বাইডেন বলেছিলেন, 'কমলা স্মার্ট, শক্ত, অভিজ্ঞ এবং একজন প্রমাণিত যোদ্ধা।'

একইসাথে তারা ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার রানিং মেট মাইক পেন্সকে পরাজিত করেন।

কমালা হ্যারিসকে বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারের সময় পেছনের আসনে দেখা গেলেও এই সাফল্যে একজন নারী এবং কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব হিসেবে তার বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হয়। এর কারণ হলো কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের ভোটের ৯০ শতাংশ তাদের ঝুলিতে ছিল।

ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন

২০২০ সালের কমলা প্রথম নারী, প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ এবং প্রথম এশিয়ান মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট হয়ে ইতিহাস তৈরি করেন।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছিলেন, 'কক্ষে কমলার কথাই শেষ কথা হবে। তিনি প্রচলিত অনুমানকে চ্যালেঞ্জ করবেন এবং কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও করবেন।'

২০২১ সালের নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে চিকিৎসাগত কারণে একটা মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে হয়েছিল। ওই সময় ৭৫ মিনিটের জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় ছিলেন কমলা।

মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমালা হ্যারিস মার্কিন সেনেটেরও প্রেসিডেন্ট। বিল পাশের ক্ষেত্রে ভোট টাই হয়ে গেলে তিনি ভোট দিতে পারেন। তার সেই ক্ষমতা ৩২ বার ব্যবহার করে নজির গড়েছেন তিনি। মার্কিন ইতিহাসে অন্য কোনো ভাইস প্রেসিডেন্ট এতবার ওই ক্ষমতা ব্যবহার করেননি।

তার বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস আইন, মার্কিন রেসকিউ প্ল্যান পাশে সহায়তা করেছিলেন যা কোভিডের সময় আর্থিক সহায়তা এবং অন্যান্য ত্রাণ সরবরাহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

হোয়াইট হাউসে থাকাকালীন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে রেকর্ড সংখ্যক অভিবাসীর ঢলের আবহে অভিবাসন সঙ্কট মোকাবিলা করার দায়িত্ব কমলাকে দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

এটা এমন একটা ইস্যু যাকে কেন্দ্র করে বিরোধীরারা তাকে প্রায়ই কটাক্ষ করে থাকে। তার কারণ এই উদ্যোগে তেমন একটা অগ্রগতি দেখা যায়নি এবং ক্ষমতায় আসার পর সীমান্তে যাওয়ার পরিকল্পনা করতেই ছয় মাস সময় লেগে গিয়েছিল ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা হ্যারিসের। একে কেন্দ্র করে রিপাবলিকান তো বটেই ডেমোক্র্যাটদের অনেকেও তার সমালোচনা করতে ছাড়েননি।

গর্ভপাতের অধিকারের গ্যারান্টি দেয়া অর্ধশতাব্দী ধরে চলে আসা অধিকারের ওপর ২০২২ সালে নিষেধাজ্ঞার ফলে যে নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায় সে বিষয়ে বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে তুলে ধরার দায়িত্ব পালন করছেন কমলা।

আগস্টে ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল প্রজননের অধিকার-সংক্রান্ত ইস্যু। এই প্রসঙ্গে কনভেশনে যে বিষয়ের ওপর জোর দেয়া হয়েছিল তা হলো স্বাধীনতা। সেখানে তার ভাষণে দেশজুড়ে গর্ভপাতের সুযোগ সীমিত করার প্রচেষ্টার স্থপতি হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রিপাবলিকানদের কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন কমলা হ্যারিস।

সমালোচনা

'ফাইভ থার্টিএইট'-এর সংকলিত জনমত জরিপের গড় অনুসারে, ভাইস প্রেসিডেন্টের ভূমিকায় কমলার পক্ষে অনুমোদন সবসময়েই কম ছিল। তাদের জনমত জরিপ অনুযায়ী, ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার পারফরম্যান্সের নিরিখে ৫১ শতাংশ আমেরিকান তার বিপক্ষে ভোট দিয়েছে আর পক্ষে ভোট দিয়েছে ৩৭ শতাংশ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিবিসির বিশেষ সংবাদদাতা ক্যাটি কে বলেন, এমনটা হওয়ার কারণ প্রেসিডেন্ট বাইডেন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমলাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্তজুড়ে অভিবাসন হ্রাস করার। তবে তিনি এই সমস্যা সমাধান করতে মূলত ব্যর্থ হয়েছেন।

বাইডেনের পরিবর্তে নির্বাচনী লড়াইয়ে কমলা গত জুন মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মুখোমুখি হওয়া একটা বিতর্ক অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের পারফরম্যান্স ভালো না হওয়ার পর থেকে তার ওপর নির্বাচনী দৌড় থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য চাপ বাড়তে থাকে।

ইউএস হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস বা মার্কিন

প্রতিনিধি সভার পাঁচ ডেমোক্র্যাট সদস্য বছর ৮১ বছর বয়সী জো বাইডেনকে নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড় থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা বলেন।

এই আবহে টিম রায়ান, ওহাইইয়োর একজন প্রতিনিধি বাইডেনের পরিবর্তে কমলার নাম প্রস্তাব করেন।

তিনি নিউজউইক ম্যাগাজিনে লিখেছিলেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের জন্য সেরা পথ হবে কমলা হ্যারিসকে বেছে নেয়া।'

ক্যালিফোর্নিয়ার প্রতিনিধি অ্যাডাম শিফস মনে করেন, কমলা একজন 'অসাধারণ প্রেসিডেন্ট' হবেন এবং ট্রাম্পের বিরুদ্ধে 'অপ্রতিরোধ্যভাবে' জয় লাভ করতে পারবেন।

সাম্প্রতিক জনমত জরিপ অনুযায়ী, রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে জো বাইডেনের তুলনায় ভালো করতে পারেন কমলা। যদিও নির্বাচনী দৌড়ে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হবেন তিনি।

২ জুলাই প্রকাশিত সিএনএন-এর একটি সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, ৪৩ শতাংশ ভোটার প্রেসিডেন্ট বাইডেনের দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার পক্ষে ছিলেন এবং ৪৯ শতাংশ ছিলেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাম্পের পক্ষে। ওই জরিপে জানা যায়, যদি কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন তাহলে ৪৫ শতাংশ তাকে ভোট দিতেন এবং ৪৭ শতাংশে ট্রাম্পকে সমর্থন করবেন।

নির্বাচনী প্রচার এবং গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তার অবস্থান

প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় নির্বাচনী প্রচার অনেকটাই পরে শুরু করেছেন কমলা হ্যারিস। তবে প্রচারে নেমে প্রথম সমাবেশেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে 'আক্রমণাত্মক' ভূমিকায় দেখা যায় কমলা হ্যারিসকে। নভেম্বরের নির্বাচনকে তিনি 'সাবেক প্রসিকিউটর এবং দোষী সাব্যস্ত অপরাধীর মধ্যে একজনকে বেছে নেয়ার' লড়াই হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

জুলাই মাসে তার প্রচারাভিযান শুরুর সময় উইসকনসিনে প্রায় তিন হাজার লোকের জমায়েতে নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে কমলা হ্যারিস হোয়াইট হাউজের দৌড়ে সামিল তার রিপাবলিকান প্রতিপক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে একসময় মামলা লড়েছিলেন তিনি (কমলা হ্যারিস)।

অন্যদিকে, ভোটারদের কাছে নিজেকে নতুন ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করতে দেখা গেছে কমলা হ্যারিসকে। ২০২০ সালের নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি অভিবাসন, এলজিবিটি অধিকার এবং অন্যান্য ইস্যুতে বামপন্থি ঝোঁকের কথা বলেছিলেন। তবে প্রসিকিউটর হিসেবে তার ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে তাকে আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে।

চার বছর পর, চলতি বছরের নির্বাচনি দৌড়ে কমলা নিজেকে একজন আইনের শাসক হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন, যিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়া ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেবেন।

তবে একইসাথে প্রগতিশীল নীতি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন, যা তার পরিবারের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারকে তুলে ধরবে।

কমলার কথায়, 'আমার পুরো ক্যারিয়ারে আমি কেবল একজন ক্লায়েন্টকেই পেয়েছি, সেটা হলো-জনগণ।'

আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়েও কমলা তার অবস্থান নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বিবিসির অংশীদার সিবিএস নিউজের এক সাক্ষাৎকারে কমলাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ইসরাইল প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যুক্তরাষ্ট্রের 'শক্তিশালী মিত্র' কিনা। এর উত্তরে কমলা হ্যারিস বলেন, 'ইসরাইলের নেতৃত্বের সাথে আমরা কূটনৈতিকভাবে যে কাজ করছি তা আমাদের নীতি স্পষ্ট করার জন্য একটা চলমান প্রচেষ্টা।'

অন্যদিকে, ইউক্রেন-রাশিয়া ইস্যু নিয়ে তিনি জানান, ইউক্রেন আলোচনার টেবিলে না বসলে তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে বসবেন না।

Wanted
Priest and Chaaplain,
Ratan K Chakrobarty
durg Puja, Kali Puja, santiSwastyan,
marriage, register, annaprsashan,
srdaah et. NYScertified priest and
Chaplin License no-4677.

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

'অগ্নিকন্যা' মতিয়া চৌধুরী

বুধবার সকালে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। এরপরই ইসিজি করে চিকিৎসা কার্যক্রম হয়।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'অগ্নিকন্যা' হিসেবে পরিচিত মতিয়া চৌধুরীর জন্ম পিরোজপুরে ১৯৪২ সালের ৩০ জুন। তিনি সর্বশেষ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেরপুর-২ আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

তার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় বামপন্থী রাজনীতি দিয়ে। তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) সদস্য ছিলেন। পরে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য ২০২১ সালে বাংলা একাডেমি তাকে সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করে। তিনি ২০২৪ সালে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ বিলুপ্তের মাধ্যমে সংসদ সদস্য পদ হারান।

১৯৪২ সালের ৩০ জুন পিরোজপুরে মতিয়া চৌধুরীর জন্ম। তার বাবা মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা এবং মা নুরজাহান বেগম ছিলেন গৃহিণী। ১৯৬৪ সালের ১৮ জুন খ্যাতিমান সাংবাদিক বজলুর রহমানের সাথে বিয়ে হয় মতিয়া চৌধুরীর।

যে কারণে মতিয়া চৌধুরীকে 'অগ্নিকন্যা' বলা হয়

বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্বর্ণাক্ষরে যাদের নাম লেখা থাকবে তাদের মধ্যে মতিয়া চৌধুরী

অন্যতম। ছাত্র ইউনিয়ন থেকে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি হয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়া প্রবীণ এই রাজনৈতিক আদর্শের রাজনীতি করেছেন সারা জীবন। রাজপথে তার বিচরণ সব সময়ই চোখে পড়েছে। মতিয়া চৌধুরী রাজনৈতিক অঙ্গনে অগ্নিকন্যা নামে পরিচিত।

মতিয়া চৌধুরীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন প্রবীণ এই রাজনীতিক। তিনদিন আগে হাসপাতাল থেকে তাকে বাসায় নেওয়া হয়েছিলো। আজ বুধবার সকাল আটটার দিকে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে আবার এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়।

এরপর বেলা ১ টার দিকে তিনি মারা যান বলে তার একজন সহকারী জানিয়েছেন।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার আন্দোলনে জোরালো ভূমিকা ছিল তৎকালীন ছাত্রনেতা মতিয়া চৌধুরীর। আন্দোলন-সংগ্রামে অগ্নিঝরা বক্তৃতার জন্য তাকে বলা হত 'অগ্নিকন্যা'।

সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হন অগ্নিকন্যাখ্যাত মতিয়া। তবুও তিনি রাজনীতি থেকে সরে যাননি।

১৯৯১ ও ২০০১ সালে বিএনপি সরকারের সময় রাজপথে আন্দোলন করতে গিয়ে মার খেয়েছেন মতিয়া চৌধুরী; এ কারণে দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার আস্থার পাত্রে পরিণত হন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে বারবার মূল্যায়িত হন মতিয়া। তিনি হাসিনা সরকারে তিন বার কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য ২০২১ সালে বাংলা একাডেমি তাকে সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করে।

রাজনৈতিক জীবন

বাম ধারার রাজনীতি দিয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করা মতিয়া চৌধুরী ১৯৪২ সালের ত্রিশে জুন পিরোজপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি শেরপুর-২ আসন থেকে ছয় বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং সর্বশেষ সংসদের উপনেতা ছিলেন।

ছাত্ররাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতিতে উত্থান মতিয়ার। ঢাকার ইডেন কলেজে পড়ার সময় ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

১৯৬১-৬২ মেয়াদে তিনি ছিলেন ইডেন কলেজ ছাত্রী সংসদের ভিপি। ১৯৬৫ সালে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হন।

১৯৬৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগ দেন মতিয়া। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলা বাহিনী গঠনে তিনি একজন সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ভূমিকার জন্য তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে 'অগ্নিকন্যা' হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেছিলেন।

১৯৬৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগ দেন মতিয়া চৌধুরী। পরে কার্যকরী কমিটির সদস্য হন। ১৯৭১ সালে ওই দলের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৭৯ সালে ন্যাপ ছেড়ে মতিয়া যোগ দেন আওয়ামী লীগে। এর আগে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমালোচক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৮৬ সালে দলের কৃষিবিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পান। এক সময় তাকে দলের নীতি নির্ধারণী পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়।

পাকিস্তান বিরোধী সংগ্রামকালে ও পরে স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক শাসনামলে অনেকবার গ্রেফতার হয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রিসভায় তিনি তিন বার কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

মতিয়া চৌধুরী ১৯৯১ সালে প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৯৬ সালেও একই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। ২০০১ সালে বিএনপি প্রার্থী মরহুম জাহেদ আলী চৌধুরীর কাছে পরাজিত হন তিনি।

পরবর্তীতে ২০০৮ সালে জাহেদ আলী চৌধুরীকে হারিয়ে তৃতীয় বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর ২০১৪, ২০১৮ এবং সবশেষ ২০২৪-এর নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন মতিয়া চৌধুরী; যদিও এসব নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

১৯৯৬ ও ২০০৯ এবং ২০১৩ সালে আওয়ামী লীগ শাসনামলে কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন মতিয়া চৌধুরী। সর্বশেষ তিনি আওয়ামী লীগের ১ নং প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

রাজনৈতিক সহকর্মীদের কাছে সারাজীবনই সাধারণ বেশভূষা আর সাদামাটা জীবনযাপনের জন্য পরিচিত ছিলেন মতিয়া চৌধুরী।

নতুন ৪০ হাজার রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ

করেছে ঢাকা।বুধবার বাংলাদেশে নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত ইউ কিয়াও সোয়ে মো'র সাথে সাক্ষাতকালে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো: তৌহিদ হোসেন এ উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আলোচনাকালে মিয়ানমারে শান্তি ও স্থিতিশীলতার গুরুত্ব তুলে ধরে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার আশু প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।তিনি চলমান মানবিক সঙ্কট মোকাবেলায় প্রচেষ্টা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা উভয় দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

মিয়ানমার সরকার এবং গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডাররা পরিস্থিতি সমাধানে গঠনমূলক আলোচনায় নিয়োজিত হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তিনি বাস্তুচ্যুত মানুষের আগমনের সাথে যুক্ত মানব পাচার বৃদ্ধিসহ সীমান্তে নিরাপত্তা হুমকির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

রাষ্ট্রদূত মো মিয়ানমারে চলমান সংঘাতের কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জের কথা স্বীকার করেন। তবে তিনি ব্যাখ্যা দেন যে ২০২৩ সালের নভেম্বরে আরাকান সেনাবাহিনীর যুদ্ধবিরতি ভাঙার কারণে প্রত্যাবাসন প্রচেষ্টা বিলম্বিত হয়েছেরাষ্ট্রদূত মিয়ানমারের সেনাদের আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি রাখাইনে চলমান সংঘাতের কারণে সম্প্রতি বাংলাদেশে প্রবেশের পর তাদের প্রত্যাবাসন সহজতর করার জন্য বাংলাদেশের প্রতি তার সরকারের কৃতজ্ঞতা জানান।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর সাথে আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দিয়ে অসামান্য দ্বিপক্ষীয় সমস্যা সমাধানে উভয় দেশের অগ্রাধিকার দেয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন, যেখানে মিয়ানমার একটি মূল প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

R&R DENTAL LAB

Technology Technician Acrylic,metal, flexilble Dentures Pickup Delivery Repair, Reline,add tooth Nightguard Delivery Dentures
We guarantee your satisfaction
Tel:(718)-533-1611

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ ওমর

নিলেন ওমর আবদুল্লা। ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ার পর প্রথম ভোট হয় উপত্যকায়। সেই ভোটে জয় পেয়ে সরকার গড়ছে বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'। তব ভোটে ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি)-র সঙ্গে জোট করে লড়লেও সরকারের থাকছে না কংগ্রেস। বাইরে থেকে সমর্থন দেবে বলেই দলীয় সূত্রে খবর।

বুধবার শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছিল। লেফটেন্যান্ট গভর্নর (উপরাজ্যপাল) মনোজ সিন্‌হার কাছে প্রথমে শপথ নেন ওমর। তার পর একে একে শপথ নেন তাঁর মন্ত্রিসভার আরও পাঁচ সদস্য। তাঁরা হলেন, সাকিনা ইটো, জাভিদ দার, সুরীন্দ্রর চৌধুরি, জাভিদ রাণা। তাঁরা সকলেই এনসি দলের জয়ী প্রার্থী। এ ছাড়াও সতীশ শর্মা নামে আরও এক জন শপথ নেন। তিনি এ বার ভোটে নির্দল হিসাবে লড়েছিলেন।

বুধবারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র একঝাঁক নেতা-নেত্রী। ওমরের শপথে যোগ দিতে কাশ্মীরে গিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে, সাংসদ রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়ঙ্কা গান্ধী। এ ছাড়াও সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, এনসিপির সুপ্রিয়া সুলে, সিপিআই নেতা ডি রাজা এবং আপের সঞ্জয় সিংহও যোগ দিয়েছেন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। জম্মু ও কাশ্মীরের নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জল্পনা চলছিল, ওমরের মন্ত্রিসভায় থাকতে পারেন কংগ্রেসের সদস্য। তবে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, এখনই কংগ্রেসের থেকে কোনও মন্ত্রী বাছা হয়নি। সূত্রের খবর, কংগ্রেসের এক জন জয়ী প্রার্থীকে মন্ত্রী করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস এখনই মন্ত্রিসভায় থাকতে রাজি নয়। বাইরে থেকেই সমর্থন দেবে তারা।

এর আগে ২০০৯-১৪ জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ওমর। তবে জম্মু-কাশ্মীর সে সময় পূর্ণাঙ্গ রাজ্য ছিল। এ বারের বিধানসভা ভোটে শ্রীনগরের দু'টি আসন গান্ডেরওয়াল এবং বদগামে জিতেছেন তিনি। ২০১৪ সালের পর এই প্রথম বিধানসভা ভোট হল জম্মু ও কাশ্মীরে। আর তাতে ক্ষমতা ফের চলে এসেছে আবদুল্লা পরিবারের হাতে। ৯০ আসনের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ৪৬টি আসন। এর মধ্যে ফারুক আবদুল্লা এবং তাঁর পুত্র ওমরের দল এনসি জিতেছে ৪২টিতে। সহযোগী কংগ্রেস ছয় এবং সিপিএম একটিতে। অন্য দিকে, বিজেপি ২৯, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির পিপল্‌স ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি) তিনটি আসনে জিতেছে। প্রাক্তন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সাজ্জাদ লোনের পিপল্‌স কনফারেন্স এবং আম আদমি পার্টি (আপ) একটি করে আসনে জয়ী হয়েছে। নির্দল প্রার্থীরা সাতটিতে।

কানাডা-ভারত উত্তেজনা পাল্টাপাল্টি কূটনীতিক বহিষ্কার

এসেছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতের এই কাজ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। মূলত, প্রমাণ হাতে আসার পরেই ছয় ভারতীয় কূটনীতিককে দেশে ফেরানোর নির্দেশ দেয় কানাডার প্রশাসন।

জানা যায়, খালিস্তান তথা আলাদা শিখ রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন করছিলেন হরদীপ। তিনি কানাডার নাগরিক ছিলেন। গত বছর ভ্যানকুভারে তিনি খুন হন। প্রাথমিক তদন্তের পর তখনই কানাডা জানিয়েছিল, এই ঘটনার পেছনে ভারতীয় এজেন্টদের হাত আছে। রয়্যাল মাউন্টেড পুলিশের হাতে তখন তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সোমবার পুলিশ জানিয়েছে, ওই ঘটনায় এবং ওই ধরনের আরও বেশ কিছু ঘটনায় ভারতীয় এজেন্টদের জড়িত থাকার স্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে।

ডয়চে ভেলে জানিয়েছে, একই দিন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো বলেছেন, 'সার্বভৌম কানাডার মাটিতে হামলার ঘটনায় কূটনীতিক এবং এজেন্টদের ব্যবহার করে ভারত মস্ত বড় ভুল করেছে।'

তার কথায়, 'রয়্যাল মাউন্টেড পুলিশের তদন্তে স্পষ্ট ওই ঘটনায় ভারতীয় কূটনীতিক এবং এজেন্টরা যুক্ত ছিল।'

ট্রুডো জানিয়েছেন, কানাডার মাটিতে কানাডার নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়া তার প্রথম এবং প্রাথমিক কর্তব্য। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা তার কাজ। অন্য কোনো দেশ তার দেশে এসে হত্যার ঘটনা ঘটাবে, তা তিনি কোনোভাবেই বরদাশত করবেন না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কানাডার প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। দেশটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ভারত বার বার তাদের কাছে তথ্যপ্রমাণ চেয়েছে। কিন্তু কানাডা এখনো পর্যন্ত তা দিতে পারেনি। রাজনৈতিক কারণে কানাডা এই মন্তব্য করছে বলেও অভিযোগ করেছে ভারত।

কানাডার পদক্ষেপের পাল্টা জবাব হিসেবে ভারতও দেশটি থেকে কানাডার ছয় কূটনীতিককে শনিবারের মধ্যে দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে হিন্দুস্তান টাইমস এক প্রতিবেদনে বলেছে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কানাডার রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে এবং দিল্লি অটোয়ার এ অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানাবে।

ভারতীয় গোয়েন্দা তৎপরতা, তদন্তে ৪ স্পর্শকাতর বিষয় পেল কানাডা পুলিশ

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেছেন, ভারতীয় এজেন্টরা কানাডায় হত্যার ঘটনা যে ঘটিয়েছে, তা এখন প্রমাণিত। তবে ভারত এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে। তদন্তে কানাডার পুলিশ ভারতীয় গোয়েন্দাদের চারটি স্পর্শকাতর বিষয় জানতে পেরেছে বলেও দাবি করা হয়েছে। কানাডার অভিযোগ, এক বছর আগে দেশটির শিখ নাগরিক হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের ঘটনায় যে ভারতীয় এজেন্টরা জড়িত ছিল, তা এখন স্পষ্ট। তদন্তে বিষয়টি উঠে এসেছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতের এই কাজ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বস্তুত, প্রমাণ হাতে আসার পরেই ছয় ভারতীয় কূটনীতিককে দেশের ফেরানোর নির্দেশ দেয়।

সব পণ্যের দামই বাড়ছে হুহু করে

একই চিত্র। আর এই হাতবদলের মারপ্যাঁচে প্রথমেই সবজির দাম আকাশছোঁয়া করছেন স্থানীয় ব্যাপারী ও রাজধানীর ফড়িয়া ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট। মূলত তাদের কারসাজিতে মাঠ পর্যায়ে কৃষক যে দামে পণ্য বিক্রি করছেন, ঢাকায় ক্রেতা পাঁচগুণ বেশি দামে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন।

সম্প্রতি জ্বালানি তেলের দাম কমায় পরিবহণ ভাড়াও কমেছে। সঙ্গে রাস্তায় নামে-বেনামে কমেছে চাঁদাবাজি। নেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উৎপাত। তারপরও পণ্যের দাম কমেনি। বরং প্রতিদিনই বাড়ছে। যুগান্তরের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, উৎপাদনকারী থেকে পণ্য ভোক্তা পর্যায়ে আসতে বেশ কয়েকটি ধাপ পেরোতে হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে-স্থানীয় ব্যবসায়ী, ব্যাপারী, ফড়িয়া, পাইকারি ব্যবসায়ী, খুচরা বাজার ইত্যাদি। প্রতিটি ধাপেই মূল্য বাড়ছে। সবকিছু যোগ করে নির্ধারণ হচ্ছে সবজির দাম। এর সঙ্গে লাভ যোগ করে খুচরা বিক্রেতা ভোক্তার হাতে পণ্য তুলে দিচ্ছেন। তবে ভোক্তা যে দামে কিনছেন তার সঙ্গে কৃষকের বিক্রি দামের মধ্যে বিস্তর ফারাক দেখা গেছে। বাস্তবে দুই প্রান্তের (ঢাকা ও তৃণমূল পর্যায়) সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেছে পণ্য উৎপাদনের পর বিক্রি করে ঠকছেন কৃষক এবং ঢাকায় খুচরা পর্যায়ে চড়া দামে কিনতে গিয়ে ঠকছেন ভোক্তা। আর বাকি সবাই লাভবান হচ্ছেন। অনুসন্ধানে দেখা যায়, সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় রংপুর, ময়মনসিংহ ও মানিকগঞ্জের স্থানীয় বাজারগুলোতে প্রতিদিনই কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে আসেন। রোববার এসব স্থানের কৃষকের কাছ থেকে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা প্রতিকেজি বরবটি ৩০-৩৫ টাকা, বেগুন ২৮-৩০ টাকা, করলা ৩০-৩৫ টাকা, চিচিঙ্গা ৩০ টাকা, প্রতিপিস লাউ ২০-২৫ টাকা, প্রতিকেজি পটোল ২৫-৩০ টাকা, পেঁপে ১৫-১৮ টাকা, ঝিঙ্গা ৩৫-৩৮ টাকা ও ঢেঁড়স ৪০-৪৫ টাকায় কিনে নেয়। ঢাকার কাওরান বাজারের এই স্থানীয় ব্যবসায়ীর ফড়িয়া ব্যবসায়ীদের কাছে সবজি বিক্রি করে। সেখানে প্রতিকেজি বরবটি ৫৫-৬০ টাকা, বেগুন ৪৫ টাকা, করলা ৫০ টাকা, চিচিঙ্গা ৪০-৪৫ টাকা, প্রতিপিস লাউ ৪০-৬০ টাকা, প্রতিকেজি পটোল ৪২ টাকা, পেঁপে ২৫ টাকা, ঝিঙ্গা ৫০ টাকা ও ঢেঁড়স ৬০ টাকা বিক্রি করে। পরে এই ফড়িয়া ব্যবসায়ীরা আবার পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে প্রতিকেজি বরবটি ৮৫-৯০ টাকা, বেগুন ৭৫-৮০ টাকা, করলা ৬০-৬৫ টাকা, চিচিঙ্গা ৫০-৫৫ টাকা, প্রতিপিস লাউ ৭০-৭৫ টাকা, প্রতিকেজি পটোল ৬০ টাকা, পেঁপে ৩৮-৪০ টাকা, ঝিঙ্গা ৬৫-৭০ টাকা ও ঢেঁড়স ৬৫-৭০ টাকায় বিক্রি করে। এভাবেই দুই হাত বদলেই আকাশছোঁয়া হয়েছে সবজির দাম।

এখানেই শেষ নয়। পাইকারি ব্যবসায়ীরা আবার এই সবজি কেজিপ্রতি ১৫ থেকে ২০ টাকা এমনকি ৩০ টাকা লাভে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে। খুচরা বিক্রেতারা প্রতিকেজি বরবটি ১২০-১৩০ টাকা, বেগুন সর্বোচ্চ ১৫০ টাকা, করলা ৮০-৯০ টাকা, চিচিঙ্গা ৭০-৭৫ টাকা, প্রতিপিস লাউ ১০০-১১০ টাকা, প্রতিকেজি পটোল ৮৫-৯০ টাকা, পেঁপে ৫০-৭০ টাকা, ঝিঙ্গা ৯০ টাকা ও ঢেঁড়স ৮০-৯০ টাকায় ভোক্তাসাধারণের কাছে বিক্রি করে।

কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সভাপতি গোলাম রহমান বলেন, মাঠে কৃষক আর বাজারে ভোক্তা উভয়েই ঠকছেন। বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতায় মধ্যস্বত্বভোগীরা অতি মুনাফা লুটছে। যদি কৃষক পর্যায় থেকে সরাসরি পাইকারি ও খুচরা বাজারে পণ্য বিক্রি করার উপায় থাকত, তবে মধ্যস্বত্বভোগীরা অতি মুনাফা করতে পারত না।

Karnafully Travel Inc
37-16 73rd Street, Jackson Heights,
NY-11372 Suite # 201FR
tel : 718-205-6050 ,718-205-6055

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

টাইমস স্কয়ারে দুই দিনব্যাপী উৎসব শেষ

কানু দত্ত : বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্ক সিটির প্রাণকেন্দ্র টাইমস স্কয়ারে প্রথম বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো দু#৩৯:দিনব্যাপী সনাতন সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা।
বেঙ্গলি ক্লাব ইউএসের
আয়োজনে শাস্ত্রীয় রীতি মেনে প্রবাসী হিন্দু বাংলাদেশিদের উদ্যোগে দুই দিনের উৎসবে ছিল নানান আয়োজন ।

এই প্রথম নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে শ্রদ্ধা-ভক্তি আর নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হলো সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব। ৫ ও ৬ অক্টোবর, যথাক্রমে শনিবার ও রোববার সকাল দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চলে এ উৎসব। বাঙালির এই
গৌরবের সংস্কৃতি দুর্গাপূজা উপভোগ করতে নিউইয়র্ক ছাড়াও আশেপাশের রাজ্য থেকে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী যোগ দেন। অনুষ্ঠানে ছিল অঞ্জলি, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, ঐতিহ্যবাহী ধুনুচি নাচ, শঙ্খ ও উলুধ্বনীর প্রতিযোগিতা, শিশুদের মন্ত্রপাঠ, আবৃত্তি ও নৃত্য। এছাড়াও ছিল শুভে"ছা বক্তব্য।
এদিন আয়োজক ও আগত দর্শনার্থীরা বলেন, বাঙালির দুর্গাপূজা ইউনেসকো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। । বাঙালির সব থেকে বড় পূজা, দুর্গাপূজা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতেই তাদের এ আয়োজন। টাইমস স্কয়ার বিভিন্ন দেশের ধর্ম ও বর্ণের মানুষের মিলনমেলায় সবসময় মুখর থাকে। এটি ভারত ও বাংলাদেশের বাইরে সবচেয়ে বড় দুর্গাপূজা উদযাপনের একটি বলে উল্লেখ করেন আয়োজকরা। দুই দিনই উপচেপড়া ভীড় ছিল পূজামণ্ডপে। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয় বাংলাদেশ ছাড়াও কয়েকটি দেশের শিল্পীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে
এদিকে এই শারদীয় উৎসবকে ঘিরে প্রবাসী বাংলাদেশি হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরে যেমন আনন্দ উৎসব, তেমনই পূজা মণ্ডপগুলোতে নানা ধর্ম-বর্ণের মানুষের সমাগম ঘটে। পূজার শ'ান টাইমস স্কয়ারের ৪৫ ও ৪৬ স্ট্রিটের মাঝে ব্রডওয়ের ওপর সাজানো
হয় মণ্ডপ। এই দুর্গোৎসবে দশ বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙালিকে সম্মাননা জানানো হয়। তারা হলেন ড. কালী প্রসাদ চৌধুরী, সুশীল সাহা, স্বপন চ্যাটার্জি, রথীন্দ্রনাথ রায়, রতন তালুকদার, কুমার বিশ্বজিত, ড. দেবাশীষ মৃধা, প্রবীর রায়, তাজুল ইমাম ও মনোরঞ্জন চক্রবর্তী (মরণোত্তর)।

৫ অক্টোবর শনিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিতাংশু গুহ। আরো বক্তব্য দেন জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট দীনেশ মজুমদার। সঞ্চালনায় ছিলেন শারমিনা সিরাজ সোনিয়া ও শুভ রায়।

এদিকে ৮ অক্টোবর মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে মহাষষ্ঠী। এদিন সাউথ রিচমন্ড হিলের হরি মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় দেবীর ষষ্ঠী, বিহিত পূজা, কল্পারম্ভ, অকাল বোধন ও অধিবাস। নিউইয়র্কের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকার পূজামণ্ডপে দুর্গোৎসবে রয়েছে নানান আয়োজন। এরমধ্যে রয়েছে দিব্যধাম সেবাশ্রম মন্দির, ওঁম শক্তি মন্দির, মহামায়া মন্দির, শ্রীশ্রী হরি মন্দির। এসব মন্দির ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় দুর্গোৎসব।

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM
MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
OUR SERVICES
- Federal & All States Tax
- Payroll Tax
- Sales Tax
- Business Tax :
  - Individual
  - Corporation
  - Partnership
  - Not for Profit
- Business Formation
- Tax Planning & Others
- Affidavit of Support (Sponsor) & Other Immigration Forms
- Travels (Air Ticket)
- Notary Public

NOTARY PUBLIC
AUTHORIZED e-file PROVIDER
TAX FILING

Subal C Debnath
OPEN 7 DAYS A WEEK
37-53, 72nd Street, Ground Fl, Jackson Heights, NY 11372
E-mail: Subalcdebnath@yahoo.com | Ph: (917) 285-5490

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া
Residential, Commercial, Investment, Hud, Auction & Bank Owned Property available in Queens, Bronx, Brooklyn & Long Island
আপনার বাড়ী বিক্রয় ও ভাড়ার জন্য আজই কল করুন
347-465-3220
SILVER GOLD 22
First Real Estate Inc.
LICENSED REAL ESTATE BROKER
141-37 Grand Central Pky.
Jamaica, NY 11435
Tel: 718 752-2100

kamruz Zaman Bachchu
(Licensed Real Estate Salesperson)
kamruzbaccu@aol.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICE
Emirates ETIHAD QATAR DELTA
Cheapest Domestic & International Air Tickets

Mirza M Zaman (Shamim) - CEO
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

নিউইয়র্কে বাপার জমকালো অনুষ্ঠানে সম্প্রীতির জয়গান

বাপার বার্ষিক এওয়ার্ড ২০২৪ বিতরণের জমকালো অনুষ্ঠানে কর্মকর্তারা।

পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনকারি অফিসারদের সম্মান জানানোর মধ্যদিয়ে অন্যদেরকেও নিষ্ঠা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করার অভিপ্রায়ে জাতিসংঘের শহর এবং বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্ক সিটি পুলিশে কর্মরত বাংলাদেশি অফিসারদের সংগঠন 'বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন' তথা বাপার বার্ষিক এওয়ার্ড বিতরণের জমকালো সমাবেশ হলো ১১ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় কুইন্সের একটি পার্টি হলে। সিটি মেয়রের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার, পুলিশের কমিশনার থমাস জি ডনলন, বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান এম আজিজ, নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল নাজমুল হুদা-সহ কম্যুনিটির বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিত্বকারি সাড়ে ৫ শতাধিক অতিথির সরব উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান শুরু হয় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে। আমন্ত্রিত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান বাপার প্রেসিডেন্ট এরশাদ সিদ্দিক, প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট এ কে এম আলম, সেকেন্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ চৌধুরী, সেক্রেটারি রাশেদুল মালিক, মিডিয়া লিয়াজো জামিল সারোয়ার জানি,করেসপন্ডেন্ট সেক্রেটারি সৈয়দ এনায়েত আলী, কম্যুনিটি লিয়াজো সর্দার আল মামুন, ট্রেজারার মেহেদী মামুন, কো-ট্রেজারার জসীম মিয়া। সবকিছু তদারকি করেন ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর শেখ আহমেদ।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সাল থেকে বাপা এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে এবং আগের প্রতিটি সমাবেশেই সিটি মেয়রও এসেছেন। এবার ঘুষ-দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতির মামলায় অভিযুক্ত হওয়ায় মেয়র এরিক এডামস উপস্থিত হননি। একই মামলায় নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের বেশ ক'জন শীর্ষ কর্মকর্তা ইতিমধ্যেই পদত্যাগের পর গ্রেফতার হয়েছেন। এমন নাজুক পরিস্থিতির মধ্যেই পুলিশ কমিশনার থমাস জি ডনলন উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশি অফিসারদের প্রশংসা করেন। নতুন কম্যুনিটির সদস্য হিসেবে গত কয়েক বছরে অন্তত: আড়াই হাজার বাংলাদেশি নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করছেন বলে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে বিপুল করতালির মধ্যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনকারি অফিসারদেরকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এ সময় বাপার কর্মকর্তারা উল্লেখ করেন, নবাগতদের মধ্যে যারা উদ্যমী ও উচ্চশিক্ষিত তাদেরকে নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকরির জন্যে তারা সচেষ্ট রয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই তার সুফলও আসতে শুরু করেছে। শেষে সবাইকে নৈশ ভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

বাফেলোতে বাংলাদেশী যুবককে গুলি করে হত্যা দাফন

শনিবার (১২ অক্টোবর) বিকেলে বাফেলো শহরের নিকটবর্তী উপশহর চেকটোওয়াগাতে নিজ বাসা থেকে দুই ব্লক দূরে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তবে পুলিশ ঘাতককে এখনো গ্রেফতার করেনি। পুলিশ বলছে তাকে নজরদারীতে রাখা হয়েছে। খবর ইউএনএ'র। জানা যায়, রতন গাড়ী পার্ক করে দুই বন্ধুকে নিয়ে গল্প করছিলেন। এমন সময় কৃষ্ণাঙ্গ এক ব্যক্তি এসে রতনের গাড়ী সরাতে বলে। রতন সহ বন্ধুরা গাড়ী সরাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে 'আমরাতো বৈধভাবে পার্ক করেছি। গাড়ী সরাবো কেন?' একথা বলার পর তাদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিটি বন্দুক বের করে রতনকে লক্ষ করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। এরপর গুরুতর আহত অবস্থায় রতনকে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বাফেলো পুলিশ ঘাতক ব্যক্তিকে গ্রেফতার হয়নি। আরো জানা যায়, ঘটনার পর ঘাতক নিজেই পুলিশ কল করে এবং ঘটনার কথা পুলিশকে জানায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

সনাতন মতাবলম্বীদের শারদীয় দূর্গোৎসবে আমাদের শুভেচ্ছা

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রথম হোম কেয়ার গ্রুপ

আমাদের নতুন 'কাচারি ঘর' জ্যামাইকা হিলসাইড এণ্ড পার্সন ব্লুভার্ড-এর কর্ণারে
জুলাই ২০২৪ থেকে...

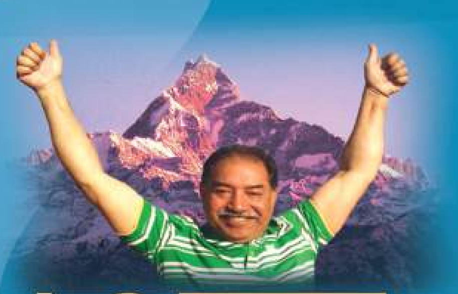

১৭ বছর

দরদী সেবার ব্রত নিয়ে
আমরা এখন
সকল জাতিগোষ্ঠীর মাঝে।

Sir Dr. Abu Zafar Mahmood
President & CEO
646-769-0966, 718-290-82409
netlake111@gmail.com

Jamaica Office : 153-38 Hillside Avnue, Jamaica , NY 11432.
Subway : F Train, Bus : Q 111, Q113 ltd. Q114 ltd. Q25, Q65
Phone : 888-228-5803, 347-561-6083, 646-769-0966

আমরা আছি

Corporate Office
72-26 Broadway (2nd Floor)
Jackson Heights, NY 11372
646-769-0966

Jackson Heights Office
72-28 Broadway (1st Floor)
Jackson Heights, NY 11372
888-212-3237, 646-769-0966

Ozone Park Office
1127 Liberty Avenue
Brooklyn (Ozone Park),
NY 11208
888-486-0764, 347-673-5525
929- 434- 5618, 646-769-0966

Brooklyn Office
544 McDonald Avenue
Brooklyn, NY 11218
888-209-7805, 718-310-8586
718- 500-2388, 646-769-0966

Bronx Office
1452 & 1454 East Avenue
Bronx, NY 10462
888-420-0168, 646-769-0966
718-290-8249

Buffalo Office
Ideal BD Inc. 3178 Bailey Avenue
Buffalo, NY 14215
646-769-0966, 718-290-8249

Albany Office
Suite 2009, 150 State Street
Albany, NY 12207
646-769-0966

CDPAP SERVICES
HHA/PCA SERVICES
SKILLED **NURSING**

- সাপ্তাহিক পেমেন্ট
- সরাসরি ব্যাংকে জমা
- স্বাস্থ্য সুবিধা
- সুবিধাজনক কর্মসময়

BANGLA CDPAP SERVICES

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity

BANGLA CDPAP SERVICES
ALEGRA HOME CARE

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

টাইম স্কয়ার থেকে শুরু : পূজা সমিতির মহোৎসবে শেষ

নিউইয়র্কে দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে শারদীয় দুর্গোৎসবের সমাপ্তি

-৪০ পাতার পর

এবার নিউইয়র্কের পূজার উল্লেখযোগ্য আয়োজকরা হলেন, বাংলাদেশ হিন্দু মন্দির, ওম শক্তি মন্দির, দিব্যধামে সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদ, ঢাকা ক্লাবে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, কুইন্স প্যালেসে হিন্দু মিশন মেলা, ডাইবারসিটি প্লাজায় বেঙ্গলী ক্লাব, জ্যামাইকায় মহামায়া মন্দির, রিচমন্ডহীলে মতুয়া হরি মন্দির, জ্যামাইকায় শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ ও টাইমস্ স্কয়ারে বেঙ্গলী ক্লাব ও ফ্লোরাল পার্কে দেবালয় মন্দিরে প্রতি বছরের মতো এবারো তিথিমত মন্দির ও প্রতিষ্ঠানের মন্ডপে দুর্গোৎসব পালিত হয়। ৮ই অক্টোবর থেকে ষষ্ঠী পূজা দিয়ে শুরু করে ১২ই অক্টোবর শনিবার ছিলো শেষদিন অর্থাৎ বিজয়া দশমী। নিউইয়র্কের প্রতিটি পূজায় ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের সমাগম ঘটে বিপুল সংখ্যায়। পাশাপাশি বাংলাদেশী মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকেই পূজার আনন্দ উপভোগ করতে মন্ডপে মন্ডপে যায়। প্রবাসের বিভিন্ন সংগঠন যেমন বাংলাদেশ সোসাইটি, চট্টগ্রাম সমিতি, জালালাবাদ এসোসিয়েশন সহ অনেক সামাজিক সংস্কৃতির সংগঠন হিন্দু সম্প্রদায়ের সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব উপভোগ করে। নিউইয়র্ক শহর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী রাজ্য নিউজার্সি, পেনসেলভেনিয়া, কানেকটিকার থেকেও অনেকেই নিউইয়র্ক শহরে পূজা দেখতে আসে। উত্তর আমেরিকায় কানাডাসহ প্রায় শতাধিক দুর্গাপূজার খবর পাওয়া গেছে। আমেরিকায় লস্ এনজেলস্, শিকাগো, বোস্টন, ওয়াশিংটন, টেক্সস, মিশিগান, ম্যারীলেন্ড, ভার্জিনিয়া, জর্জিয়া সহ ফ্লোরিডায় অনেক দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্ক সিটির টাইমস স্কয়ারের দুর্গাপূজা সহ অন্যান্য সংগঠন ও মন্দিরে পূজায় বিদেশী নাগরিকদের আনন্দ করতে দেখা গেছে। নতুন প্রজন্মের আমেরিকান-বাংলাদেশী তরুণ কিশোর-কিশোরীদের রং-বেরং-এর শাড়ী ও পাঞ্জাবী পরিহিত রঙিন বেশে উৎফুল্ল ও আনন্দমুখর দেখা গেছে। সংক্ষিপ্ত আকারে বিভিন্ন সংগঠনের পূজার বিবরণ দেয়া হল।

বাংলাদেশ হিন্দু মন্দির-------

বাংলাদেশ হিন্দু মন্দির। নিউইয়র্ক-এ বাংলাদেশী হিন্দুদের প্রথম ও প্রধান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিন্দু মন্দির। কুইন্সের করোনা এলাকায় হিন্দু মন্দিরে পাঁচদিনব্যাপী দুর্গোৎসবে বিপুল দর্শকের সমাগম হয়। বাংলাদেশ হিন্দু মন্দিরের সভাপতি ডা. দেবব্রত দত্ত সকল ভক্তদের ধন্যবাদ জানায়। পূজায় পৌরহিত্য করেন শংকর পারিয়াল ও স্বপন কুমার চ্যাটার্জী।

ওঁমশক্তি মন্দির-----

সিটির জ্যাকসন হাইসটের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ওঁমশক্তি মন্দিরে বিপুল দর্শকের সমাগমে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ দিনের পূজায় পৌরহিত্য করেন প্রভাস চক্রবর্তী ও রজিৎ ভাদুড়ী। মন্দিরে কর্ণধার গৌরাঙ্গ কুন্ডু সকল ভক্তদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায়। মন্দিরের সভাপতি গৌরাঙ্গ রায় পূজায় অংশ গ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানায়।

-বাকী অংশ ২৩ পাতায়

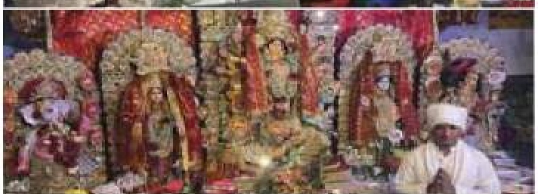

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

নিউইয়র্কে দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে শারদীয় দুর্গোৎসবের সমাপ্তি

-২২ পাতার পর

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ-------

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ প্রতিবারের ন্যায় এবারো উড সাইডের ঢাকা ক্লাবে দুর্গাপূজায় মিলিত হয়। পাঁচ দিনব্যাপী পূজায় মানুষের ঢল নামে। অর্চনা, অঞ্জলি ও সিঁদুর খেলা ছিলো বিশেষ আকর্ষণ। সংগঠনের সভাপতি বিকাশ সরকার ও সাধারণ সম্পাদক নিত্যানন্দ রায় সকল ভক্তদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানায়।

সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদ-------

উড সাইডের দিব্যধামে সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদ প্রতিবারের ন্যায় দুর্গাপূজার আয়োজন করে। এখানেও প্রতিদিন শত শত মানুষের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠে। পৌরহিত্য করেন জগদীশ ব্রহ্মচারী। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীর রায় সকল ভক্তদের শুভেচ্ছা জানান। সংগঠনের সভাপতি প্রভাষ চন্দ্র মন্ডল ও সাধারণ সম্পাদক বিজয় বিশ্বাস আগত ভক্তদের ধন্যবাদ জানায়।

হিন্দু মিলনমেলা----

উড সাইডের কুইন্স প্যালেসে হিন্দু মিলনমেলা নামে সংগঠন দুর্গোৎসব পালন করে জাঁকজমকপূর্ণভাবে। প্রতিদিনেই পূজার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পৌরহিত্য করেন টিটন আচার্য্য, সংগঠনের সভাপতি রামদাস ঘোরামী সকল ভক্তদের স্বাগত জানায়।

জ্যাকসন হাইটসের ডাইবারসিটি প্লাজা-------------

জ্যাকসন হাইটসের ডাইবারসিটি প্লাজায় প্রতিবারের মত এবারো সুন্দর পরিবেশে শারদীয় দুর্গোৎসব পালিত হয়। এখানে ভক্তরা দলে দলে যোগদান করে। বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী মুসলিম সম্প্রদায়ও এই পূজা উপভোগ করে। বেঙ্গলী ক্লাব-এর আয়োজনে এই পূজার সভাপতি দীনেশ মজুমদার সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানায়।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ------

শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘের শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় জ্যামাইকায় তাদের নিজস্ব মন্দিরে। ১৬২নং স্টিটের মন্দিরে শত শত দর্শক ও ভক্তের আগমন ঘটে। পাঁচদিনের পূজায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রসাদ বিতরণ ও স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিলো। শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘের কর্মকর্তারা সকল ভক্তদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানায়।

মহামায়া মন্দির----

জ্যামাইকার অপর বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান মহামায়া মন্দিরে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় শারদীয় দুর্গোৎসব পালিত হয়। পাঁচদিনের পূজায় শতশত ভক্তের সমাগম হয়। পূজা-অর্চনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ ছিলো উল্লেখযোগ্য। মহামায়া মন্দিরের সভাপতি গোপাল সাহা আগত ভক্তদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আপ্যায়ন করে।

শ্রীহরি মন্দির

রিচমন্ডহীলের শ্রীহরি মন্দিরের দুর্গোৎসব অন্যরকম মেজাজে অনুষ্ঠিত হয়। অনেকাংশে দেশের অনুভূতি পাওয়া যায় এই মন্দিরে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মতুয়া সম্প্রদায়ের সংগঠন শ্রীশ্রীহরিচাঁদ গুরুচাঁদ আন্তর্জাতিক মতুয়া মিশন এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। এই মন্দিরটি নিয়ে নিউইয়র্কে বাংলাদেশী হিন্দুদের মন্দিরের সংখ্যা প্রায় এক ডজন।

শ্রীহরি মন্দিরে ৮ই অক্টোবর থেকে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত পাঁচদিন পূজা-অর্চনা চলে। হয় মতুয়া মেলাও। বিপুল সংখ্যক ভক্ত ও দর্শক প্রতিদিনই মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় জমায়। প্রসাদ বিতরণ এই মন্দিরের একটি বিশেষ আয়োজন। ১২ই অক্টোবর বিজয়া দশমীতে সিঁদুর খেলে ও মাতম নৃত্য করে এ বছরের জন্য শারদীয় দুর্গাপূজার সমাপ্তি ঘটে।

উৎসব ও সম্প্রীতির আবহে বাংলাদেশ পূজা-সমিতির শারদীয় দুর্গোৎসব

জন্মভূমি প্রতিবেদক : বাংলাদেশ পূজা-সমিতি নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রথম সংগঠন। ১৯৮৯ সালে গঠিত এই সংগঠন ১৯৯০ সালেই নিউইয়র্কে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে শারদীয় দুর্গোৎসব পালন করে উডসাইডের করপাস কৃষ্টি চার্চে। নিউইয়র্কে হাজার হাজার হিন্দু বাংলাদেশী যাঁরা উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী হিন্দুদের প্রথম সংগঠন ও প্রথম দুর্গাপূজার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাংলাদেশ পূজা সমিতির জন্য গর্ববোধ করতে

পারে। বাংলাদেশ পূজা সমিতি শুরু থেকেই উৎসব ও সম্প্রীতির নিয়েই পূজা অর্চনার আয়োজন করে। সার্বজনীন এই পূজা অনেকাংশে মিলন মেলা ও উৎসবে পরিণত হয়।

বাংলাদেশ পূজা-সমিতি এবার ১২ ও ১৩ই অক্টোবর দু'দিনব্যাপী এ উৎসবের আয়োজন করে। স্থানীয় গুজরাটী-সমাজ কমিউনিটি সেন্টারে এই দুর্গোৎসবের আয়োজন ছিলো বর্ণিল। পূজা-সমিতির পূজা সকলকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। হাজার দর্শক শ্রোতা ও ভক্ত মন উজার করে বাংলাদেশ পূজা সমিতির সিঁদুর দান ও ধামাইল নৃত্য উপভোগ করে। শুরু থেকেই পূজা সমিতির পূজায় সিলেটের আঞ্চলিক লোকগীতি ধামাইল নৃত্যে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বাংলাদেশ পূজা সমিতির দুর্গোৎসবে ষষ্ঠী, সপ্তমী ,অষ্টমী , মহানবমী ও বিজয়া দশমী পালন করে। শনিবার দুপুর থেকেই পূজার শুরু। পূজা অর্চনা ও অঞ্জলীর মাধ্যমে দেবী বন্দনা করা হয়। প্রতিদিনেই পূজার আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও প্রসাদ বিতরণ করা হয় মধ্যরাত পর্যন্ত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পশরা ছিলো অতি মনমাতানো। ঢাকা ও কলকাতা শিল্পীদের দিয়ে গানের অনুষ্ঠানে ছিলো উত্তাল হাওয়া।

নতুন প্রজন্মের প্রবাসী বাংলাদেশী আমেরিকান তরুনদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো চোখে পড়ার মতো। পাঞ্জাবী, মোদী কোট ও রং-বেরং এর শাড়ীর বাহারে নতুন প্রজন্ম রঙ্গিন হয়ে উঠে। এটাই সম্ভবত পূজা সমিতির বড় স্বার্থকতা।

বাংলাদেশ পূজা সমিতির দুর্গোৎসবে সাংস্কৃতিক পর্ব বরাবরেই আকর্ষণীয়। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক পাগল মানুষ, হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির মিলন দেখা যায় পূজা সমিতির মহাযজ্ঞে। দেখা যায় নতুন প্রজন্মের উচ্ছ্বাস। সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তিকে পিছনে ফেলে পূজা সমিতির পূজায় মিলিত হয় সকল বর্ণ ও ধর্মের মানুষ। বাংলাদেশ পূজা সমিতির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঢাকা, কলকাতার শিল্পী ছাড়াও ছিলো স্থানীয় শিল্পী, নতুন প্রজন্মের আমেরিকান বাঙালি শিল্পীরা সংগীত পরিবেশ করে।

নতুন প্রজন্ম ও মধ্যবয়সী সবাই এক স্রোতে এসে সঙ্গীতে আবহে নৃত্যে শামিল হয়। বিজয়া দশমীর প্রকৃত বিজয় তারাই এনেছে দিয়েছে। পূজার প্রাঙ্গণে এনেছে উল্লাস জেগেছে প্রাণ। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে সাংস্কৃতিক পর্বের সূচনা।

পূজা সমিতির এবারের শারদীয় দুর্গোৎসবের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলো সভাপতি রনজিৎ পুরকায়স্থ বিজু ,সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব কুমার পাল,পিয়াস কুমার দাস সুমন, পার্থ প্রতীম তালুকদার, বাবুল কুমার সাহা, সাবেক সভাপতি বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, অমিত কুমার ঘোষ, অমল কান্তি দেব, বিষ্ণু গোপ, শিবব্রত দে চৌধুরী, উপদেষ্টা নরেন্দ্র বিকাশ দত্ত, পরেশ সাহা, চন্দন সেনগুপ্ত, চম্পা রায়, রিনি দাশগুপ্ত, নুপুর দে, বিমল চৌধুরী, রানা দাস, রানা দত্ত রঞ্জু, নান্নু চৌধুরী, সুভেন রায়, ডা. প্রদীপ পাল, দীপক দে, রাজীব নন্দী ও শম্ভুলাল চন্দ প্রমুখ।

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

শিব্বীর আহমেদ'র রোমান্টিক থ্রিলার 'পেন্টাগন বাহিনী'

ঢাকাঃ কথাসাহিত্যিক সাংবাদিক ঔপন্যাসিক শিব্বীর আহমেদ এর ৩৯তম বই রোমান্টিক থ্রিলার 'পেন্টাগন বাহিনী' এখন পাওয়া যাচ্ছে। বইটি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অনন্যা। বইটির প্রচ্ছদ ঋষি ধ্রুব এষ। সুপারন্যাচারাল, ক্রাইম, রোমাঞ্চ এবং অ্যাডভেঞ্চারে ভরা থ্রিলার বইটি এ পাওয়া যাচ্ছে। ১২৮ পৃষ্টার বইটির বিক্রয় মূল্য ৩শত টাকা।

পেন্টাগণ বাহিনী। ফিরোজ, মিশু, কাজল, জাকির, বাদল, দুলাল - এই সাত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একটি দুর্ধর্ষ দল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ওরা। দলের নেতা লাবিব। সাতটি ঘোড়া নিয়ে টহল দিয়ে বেড়ায় ওরা পুরো শহর। যখনই ওরা বের হয়, সাতটি ঘোড়ার ঘটঘট আওয়াজে কেঁপে ওঠে পুরো শহর। কিছু একটা ঘটবে আজ! আতঙ্কিত হয়ে ওঠে সন্ত্রাসীদের আস্তানা।

মাফিয়া ডন দাউদ। দাউদের রাইটহ্যান্ড বটি বশর। দাউদ আর তার সন্ত্রাসীদের ভয়ে আতংকিত পুরো শহর। রুখে দাঁড়ায় পেন্টাগন বাহিনী। কলেজে ছাত্র-ছাত্রী দোকানদারদের উপর নির্মম অত্যাচার নির্যাতন চালায় দাউদের বাহিনী। রক্তাক্ত হয়ে ওঠে কলেজ, আতংকে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। ছুরি হাতে রক্তাক্ত বটি বশরের বুকের উপর পা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় লাবিবের মুখমুখি হয় অপূর্ব সুন্দরী তরুণী কলেজ ছাত্রী লাকি। ভয়ে আতঙ্কিত চোখে রক্তাক্ত বটি বশরের বুকের উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকা লাবিবের দিকে তাকিয়ে থাকে ও। শুরু হয় প্রেম, শুরু হয় ভালোবাসা আর টানাপোড়ন। এরই মাঝে দুজনের মাঝে হাজির হয় এক রহস্যমানব হিরো। তারপর একের পর এক ঘটনা ঘটতে থাকে লাবীব, লাকি এবং হিরোর চারিদিকে।

শিব্বীর আহমেদ কুমিল্লা-৯ আসনের (লাকসাম-মনোহরগঞ্জ) সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশের সংবিধান স্বাক্ষরকারী মরহুম আলহাজ্ব জালাল আহমেদ'র সন্তান। লাকসাম পাইলট বালিকা বিদ্যালয়, বাবুরবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লাকসাম পাইলট হাইস্কুল, লাকসাম নওয়াব ফয়জুন্নেসা গর্ভমেন্ট কলেজ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন এবং ম্যানেজম্যান্টে মাষ্টার্স অব কমার্স (এমকম) ডিগ্রি লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাষ্টার্স অব সফটওয়ার সিষ্টেম (এমএসএস) ডিগ্রি অর্জন করেন।

স্কুলে পড়াকালীন সময়ে তিনি সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তিনি সাংবাদিকতার সাথেও যুক্ত হয়ে পড়েন। সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই কমবেশি তার বিচরণ রয়েছে। কবিতা, চিঠিপত্র, ছোটগল্প, রম্যরচনা, উপন্যাস, থ্রিলার, ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, কলাম, গবেষণাগ্রন্থ সহ নানা কিছু লিখেছেন। নিজের তোলা ছবি নিয়ে বের করেছেন ফটোবুক, সম্পাদনা করেছেন বই। এ পর্যন্ত তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৩৮টি। 'পেন্টাগন বাহিনী' শিব্বীর আহমেদ এর ৩৯তম বই।

সাংবাদিকতা, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, কমিউনিটি সেবা এবং কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ক্লোজআপ ওয়ান অ্যাওয়ার্ড, ফোবানা অ্যাওয়ার্ড, গুড সিটিজেন অ্যাওয়ার্ড, একতারা অ্যাওয়ার্ড, বাংলা নববর্ষ সম্মাননা সহ নানা অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন। তিনি একজন সু-লেখক, সাংবাদিক সংবাদ বিশ্লেষক, কথাসাহিত্যিক এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে দেশে-বিদেশে সুপরিচিত।

পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটির তৃতীয় শাখার উদ্বোধন

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিলে পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটি'র তৃতীয় শাখার উদ্বোধন হয়েছে। শুক্রবার (১১ অক্টোবর) শুক্রবার বাদ জুমা মিলাদ ও দোয়া'র মাধ্যমে অফিসের উদ্বোধন করে মসজিদ বিলালের মাওলানা মু-ঈনুল ইসলাম। এক সময় বাংলাবাজার জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আবুল কাসেম ইয়াহিয়া সহ কমিউনিটির বিভিন্ন মসজিদের ইমাম সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এসময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠানের ব্রোকার শরীফুল ইসলাম বলেন, গত ২৫ বছর যাবত আমরা রিয়েল এস্টেট সেক্টরে প্রবাসী বাংলাদেশী সহ বিভিন্ন দেশের মানুষের সেবা দিয়ে আসছি। পার্কচেস্টার কনডোমিনিয়াম কমপ্লেক্সে আমাদের দু'টি অফিস রয়েছে। গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষীতে এবং অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২১২২ বি ক্যাসেল হিল এভিনিউ ঠিকানা'য় আমরা আমাদের তৃতীয় শাখার উদ্বোধন করেছি। আশা করি আগামীতে আমাদের গ্রাহকদের আরো অধিকতর সেবা দিতে পারবো।

প্রতিষ্ঠানের অন্যতম স্বত্বাধিকারী সালেহ উদ্দিন জানান, এতদিন আমাদের বেশীর কর্মকান্ড কনডোমিনিয়াম বিক্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন আমরা আরো বেশী করে প্রাইভেট হাউজ কেনা বেচার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অনেক নুতন নুতন এজেন্ট আমাদের এখানে যোগ দিয়েছেন। এজন্য আমাদের নতুন অফিসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় ক্যাসেল হিল সাবওয়ে সংলগ্ন এই অফিস আমরা উদ্বোধন করেছি। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এমাদ আহমেদ সানি বলেন, আমাদের এখানে রিয়েল এস্টেট সেবা ছাড়াও প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট, হোম এন্ড টারমাইট ইন্সপেকশন, নোটারী পাবলিক, এপ্রাইজাল, মর্টগেজ, একাউন্টিং এবং ট্যাক্স সার্ভিস, ল্যান্ডলর্ড এন্ড ট্যানেন্ট ইস্যু, টাইটেল ইস্যু, ফরক্লোজার, শর্ট এন্ড এস্টেট সেল সহ অন্যান্য সার্ভিস রয়েছে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশীদের এই সেবা গ্রহনের আহবান জানান।

উল্লেখ্য, পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটি-তে রবার্ট কাস্টালিও, হাবিব রহমান, জন পালমা, মোহাম্মদ মুন্সী সহ আরো অনেক সেলস পার্সন প্রবাসীদের সেবা দেয়ার জন্য কর্মরত রয়েছেন। -প্রেস

সিএমবিবিএ-এর পথমেলা বিশেষ বিবেচনায় স্থগিত

নিউইয়র্কঃ চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন আয়োজিত-১৫তম লিটল বাংলাদেশ (সিএমবিবিএ) পথমেলা-২০২৪, বিশেষ বিবেচনায় স্থগিত ঘোষনা করা হলো। বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক উত্তেজনা ও নিউইয়র্ক সিটির বর্তমান আইন শৃংখলার বাস্তবতায় এবং স্থানীয় প্রশাসনের অনুরোধের কারণে কমিউনিটির সকলের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

১। বর্তমান পরিস্থিতির বিবেচনা করে ১২ই অক্টোবর ১৫তম পথমেলা ২০২৪ এর সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হলো।

২। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালের ২৬ এপ্রিল আমরা বৈশাখী মেলা আয়োজন করতে যাচ্ছি।

৩। ১৫তম পথমেলা ২০২৫ সালের ১৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে।

৪। ২০২৪ সালের ২ ডিসেম্বর চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশনের (সিএমবিবিএ) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

অভিনেতা জামালউদ্দিন হোসেন আর নেই

ঢাকা ডেস্ক, বাংলাদেশের এক সময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা জামালউদ্দিন হোসেন আর নেই (ইন্নালিল্লাহির্রাজিঊন)। কানাডার একটি হাস-পাতালে স্থানীয় সময় গতকাল চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৮১ বছর।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী অভিনেতা শামসুল আলম বকুল জানান, জামাল ভাই শেষ সময়ে কানাডার ক্যালগেরি শহরে ছেলের কাছে ছিলেন। শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় কদিন আগে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। মাঝে ক্ষণিকের জন্য অবস্থা ভালো হলেও শেষ অবধি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় সময় আজ বাদ জোহর জানাজা শেষে ক্যালগেরি শহরেই তাকে দাফন করা হবে বলে জানান তিনি। জামালউদ্দিন টেলিভিশন ও মঞ্চ নাটকে অভিনয় করে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে জ্যামাইকায় ফালগুনী রেস্টুরেন্ট'র উদ্বোধন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদ্বোধন হলো বাংলাদেশী মালিকানাধীন 'ফালগুনী রেস্টুরেন্ট'। এ উপলক্ষ্যে গত ২৯ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় রেস্টুরেন্টটিতে এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এসময় বিশেষ দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের খতিব ও ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ। পরে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ফিতা কেটে রেষ্টুরেন্টেটির অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এসময় একাধিকবার ফিতা কাটা হয়। এছাড়াও কাটা হয় কেক। এর আগে প্রবাসীদের অনেকেই রেষ্টুরেন্টটির মালিক পক্ষকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। ১৬৯-২২ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ঠিকানায় ডাইন ইন, টেক আউট, ক্যাটারিং পার্টি হল, ফুড ডেলিভারি সার্ভিস সহ হালাল খাবারের নিশ্চয়তা নিয়ে যাত্রা শুরু করলো বাংলাদেশীদের যৌথ মালিকানাধীন নতুন রেষ্টুরেন্ট ফাল্গুনী। প্রবাসী বাংলাদেশী ক্রেতাদের রুচিসম্মত খাবারের সমাহার নিয়ে সাজানো হয়েছে ফাল্গুনী রেস্টুরেন্ট। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় বিগত বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ফাল্গুনী রেস্টুরেন্ট পরিচালিত হবে বলে জানিয়েছেন রেস্টুরেন্টটির স্বত্বাধিকারী রায়হান, জুবায়ের, শিল্পী ও মঞ্জুর রহমান। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রেষ্টুরেন্টটির সার্বিক সফলতা কামনা করে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

'ফাল্গুনী রেস্টুরেন্টটি'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পল, মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, ফার্মাসিস্ট মোস্তাক আহমেদ, হাফেজ রফিকুল ইসলাম, মওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবিব, প্রেসিডেন্টশিয়াল অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শেখ খলিলুর রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সৈয়দ আল আমীন রাসেল, সাবুল উদ্দিন, শেখ ইলিয়াস, রাব্বী সৈয়দ, নূরে আলম জিকু সব বিপু সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন।

পুড়িয়ে মারল ইসরাইল, কী বলল হোয়াইট হাউস

সামাজিকমাধ্যমে এসব ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর ইসরাইলি নিষ্ঠুরতার তীব্র সমালোচনা হচ্ছে।ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের একজন মুখপাত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে বার্তাসংস্থা আনাদোলুকে জানিয়েছে, 'হোয়াইট হাউস গ্রাফিক ইমেজ দেখার পর ইসরাইল সরকারের কাছে আমাদের উদ্বেগ পরিষ্কার করেছে'।মুখপাত্র আরো বলেন, 'বেসামরিক হতাহতের ঘটনা এড়াতে ইসরাইলের আরও কিছু করার দায়িত্ব রয়েছে- এবং এখানে যা ঘটেছে তা ভয়ঙ্কর। এমনকি হামাস বেসামরিকদের মানবঢাল হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টায় করছে'।এর আগে রাতে ইসরাইলের যুদ্ধবিমান মধ্য গাজানের দেইর আল-বালাহ শহরের আল-আকসা শহীদ হাসপাতালে হামলা করে। এতে চারজন নিহত এবং ৪০ জন আহত হয়। ইসরাইলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা ঘুমিয়ে থাকার সময় কয়েক ডজন তাঁবু পুড়িয়ে দেয়।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

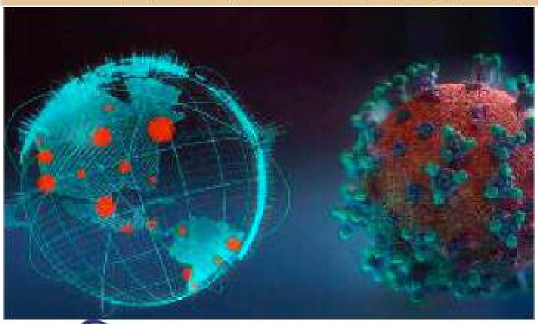

মানসিক চাপ কমাতে...

মানসিক চাপ এমন একটা সমস্যা, যা থেকে চটজলদি রেহাই পাওয়া মুশকিল! বিভিন্ন কারণে আমরা অনেকেই দিনের বেশির ভাগ সময় মানসিক চাপের মধ্যে কাটাই যার প্রভাব পড়ে আমাদের শরীরের ওপরেও। মানসিক চাপ থেকে দেখা দিতে পারে উচ্চরক্তচাপ, অনিদ্রা, হজমের সমস্যা এমনকি স্নায়ুর সমস্যাও। তাই সুস্থ থাকতে সবচেয়ে আগে আমাদের উদ্বেগ বা মানসিক চাপ দূর করা উচিত। উদ্বেগ বা মানসিক চাপ কি চাইলেই দূর করা যায়? নিশ্চয়ই যায়। এমন বেশ কিছু খাবার আছে, যা খেলে উদ্বেগ, মানসিক চাপ নিমিষেই কেটে যেতে পারে। আসুন সেগুলো সম্পর্কে জেনে নেই- ১) কাঠবাদামে রয়েছে ভিটামিন বি আর ভিটামিন ই, যা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে উন্নত করতে অত্যন্ত কার্যকর। যখন আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাভাবিক থাকে, তখন আমরা মানসিক চাপ, উদ্বেগ বা বিষণ্ণতার মতো সমস্যায় কম ভোগি। তাই প্রতিদিন অন্তত ৫-৬টা কাঠবাদাম পাতে রাখুন। উপকার পাবেন। ২) যদিও অতিরিক্ত মাত্রায় চিনি খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তবে মানসিক চাপ কাটাতে সামান্য চিনি খেয়ে দেখতে পারেন। এতে আমাদের মস্তিষ্কের উদ্দীপ্ত পেশিগুলো শিথিল হওয়া শুরু করে এবং মানসিক চাপ ধীরে ধীরে কমে যায়। তবে ডায়াবেটিসের আক্রান্ত যারা, তাঁদের জন্য এই পদ্ধতি একেবারেই উচিত নয়। ৩) চিনির বিকল্প হিসেবে অনেকেই আজকাল মধু ব্যবহার করেন। মানসিক চাপ বা উদ্বেগ কমাতেও মধু খুবই উপকারী। ৪) মিষ্টি আলু খেলে আমাদের মানসিক চাপ ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। তাই মানসিক চাপ, উদ্বেগ বা বিষণ্ণতার মতো সমস্যায় মিষ্টি আলু সেদ্ধ করে খেতে পারেন। উপকার পাবেন।

কোমর ব্যথার সাতকাহন

ডা. মোহাম্মদ আলী। বিশ্বের ৮০ শতাংশেরও বেশি মানুষ জীবনের কোনো না কোনো সময় কোমর ব্যথায় ভুগে থাকেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে কোমর ব্যথা পৃথিবীর শীর্ষ বিকলাঙ্গতা সৃষ্টিকারী রোগ। কোমর ব্যথা সাধারণত তিন ধরনের-স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘ-মেয়াদি কোমর ব্যথা। যেসব কোমর ব্যথার বয়স তিন মাস বা তার বেশি তাদের দীর্ঘমেয়াদি বা ক্রনিক কোমর ব্যথা বলা হয়। ক্রনিক কোমর ব্যথার কারণ নির্ণয় খুবই দুরূহ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী ৯০% ক্রনিক কোমর ব্যথারই সুনির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায় না যাদেরকে নন স্পেসিফিক লো ব্যাক পেইন বা ঘঝখইচ নামে অভিহিত করা হয়।

কোমর ব্যথার চিকিৎসার মধ্যে ব্যথার ওষুধ, ইলেকট্রোথেরাপি, স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন বেশি প্রচলিত। তবে মেডিকেল জার্নাল ল্যানসেটে ২০১৮ সালে প্রকাশিত বিশদ গবেষণা তথ্য মতে উল্লেখিত প্রচলিত চিকিৎসাগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসায় মূল্যহীন চিকিৎসা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ গবেষণাপত্রে বায়ো-সাইকো-সোসিয়াল চিকিৎসার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

স্টপস কী : স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট অব দ্য প্রবলেমস অব দ্য স্পাইন সংক্ষেপে ঝঞঙচঝ অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত একটি চিকিৎসা পদ্ধতি। এ চিকিৎসার মূল মন্ত্র হলো পুঙ্খানুপুঙ্খ রোগ নির্ণয়। যেহেতু দীর্ঘমেয়াদি কোমর ব্যথার একটি সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে না, তাই স্টপস কোমর ব্যথার একাধিক কারণ নির্ণয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এ কারণগুলোর মধ্যে শারীরিক যেমন; পিএলআইডি, মানসিক যেমন; ডিপ্রেশন, আর্থ-সামাজিক যেমন; পারিবারিক অশান্তি ইত্যাদি চিহ্নিত করে। এরপর কোমর ব্যথা থেকে পরিত্রাণ পেতে রোগী কী কী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে তার একটি তালিকা করা হয়। এ ছাড়াও পেশা এবং বর্তমান কর্মপরিধি নিরূপণপূর্বক রোগী সুস্থ হওয়ার পর যেসব স্বাভাবিক কাজ করবেন সে অনুযায়ী তার ফিটনেস উন্নতির দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ চিকিৎসার ধারা একেকজন রোগীর ক্ষেত্রে একেকরকম হয়ে থাকে এবং ধারাটি নির্ভর করে রোগী ঠিক কী কী কারণে কোমর ব্যথা অনুভব করছেন তার ওপর।

স্টপস কতটা কার্যকরী : আগে পরিচালিত বিশদ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী স্টপস যে কোনো সাধারণ চিকিৎসার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর ও অর্থ-সাশ্রয়ী। বাংলাদেশে সাধারণত কোমর ব্যথার চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। অনেক সময় রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে কোমর ব্যথার চিকিৎসা নেন যাতে চিকিৎসা খরচ কয়েকগুণ এমনকি শতগুণ বেড়ে যায়। স্টপস কোমর ও অন্যান্য মেরুদণ্ড ব্যথা যেমন ঘাড় ব্যথার চিকিৎসা খরচ কমাতে গুরুত্ব আরোপ করে। সপ্তাহে এক বা দুই দিন এ চিকিৎসা নিতে হয় বলে ঘন ঘন হাসপাতালে যাতায়াত করতে হয় না। তাই স্টপস অত্যন্ত কার্যকর চিকিৎসা হিসেবে পরিগণিত হয়।

লেখক : কোমর ব্যথাবিষয়ক গবেষক, লা ট্রোব ইউনিভার্সিটি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া।

হেপাটাইটিস ভাইরাস

আক্রান্ত মায়ের কাছ থেকে গর্ভজাত সন্তান এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মারাত্মক এইডস ভাইরাসও ঠিক একই পদ্ধতিতে ছড়িয়ে থাকে। হেপাটাইটিস অ ও উ ভাইরাস স্বাভাবিকভাবে শিশুকালেই বেশি হয়

ডা. এম শমশের আলী

লিভারের ক্ষতি সাধিত হলে রক্তে বিলিরুবিন নামক এক ধরনের পদার্থের পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি ঘটে থাকে। বিলিরুবিন হলুদ জাতীয় পদার্থ যার আধিক্যের জন্য সারা শরীর হলুদ বর্ণ ধারণ করে বিশেষ করে চোখ, হাত-পায়ের তালুতে এই হলুদ বর্ণ প্রাথমিক অবস্থাতে পরিলক্ষিত হয় এবং প্রস্রাব গাঢ় বর্ণ ধারণ করে থাকে। ভাইরাসের দ্বারা লিভার আক্রান্ত হলে, পিত্তথলিতে অথবা পিত্তনালিতে পাথর থাকলে প্রদাহ সৃষ্টির মাধ্যমে এ রোগ হয়ে থাকে। আরও যে সব কারণে জন্ডিস হয়ে থাকে তা হলো লিভার বা পিত্তনালিতে টিউমার বা ক্যান্সার জাতীয় অসুস্থতা, পিত্তনালি কৃমির দ্বারা বন্ধ হয়ে যাওয়া, পেনক্রিয়াস নামক গ্রন্থিতে ক্যান্সার জাতীয় অসুস্থতা, পিত্তথলির বা পিত্তনালির অপারেশনের জটিলতা ইত্যাদি। ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে লিভারের প্রদাহ সৃষ্টির মাধ্যমে জন্ডিস হওয়ার প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। অনেক ধরনের ভাইরাস লিভারে প্রদাহ সৃষ্টি করে থাকে। হেপাটাইটিস (লিভারের প্রদাহ) ভাইরাসই জন্ডিসের জন্য মূলত দায়ী তবে অন্যান্য অনেক ভাইরাস হালকা ধরনের জন্ডিস সৃষ্টি করতে পারে। এ পর্যন্ত ৫ ধরনের হেপাটাইটিস ভাইরাস শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে যাদের অ, ই, ঈ, উ এবং উ এভাবে নামকরণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে হেপাটাইটিস অ ভাইরাস ও হেপাটাইটিস উ ভাইরাস পানি বা খাদ্যের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে অসুস্থতার সৃষ্টি করে থাকে। অন্য ৩টি হেপাটাইটিস ভাইরাস যেমন ই, ঈ ও উ ভাইরাস রক্তের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে থাকে। সাধারণভাবে ইনজেকশন দেওয়ার সময় অন্যের শরীরে ব্যবহৃত সুই ব্যবহার করলে, কারও রক্তে ভাইরাস আছে এমন ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করলে, কারও রক্ত জখমে লেগে গেলে। অন্যের ব্যবহৃত রেজার বা টুথব্রাশ ও দাঁত পরিষ্কার করার যন্ত্র ব্যবহার করলে। ট্যাটু বা উল্কি করার সুইয়ের মাধ্যমে। আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে অনিরাপদ সম্পর্ক করলে, ঝগড়া ফ্যাসাদের সময় কাউকে কামড়ে দিলে।

আক্রান্ত মায়ের কাছ থেকে গর্ভজাত সন্তান এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এখানে উল্লেখ করা

যেতে পারে যে মারাত্মক এইডস ভাইরাসও ঠিক একই পদ্ধতিতে ছড়িয়ে থাকে। হেপাটাইটিস অ ও উ ভাইরাস স্বাভাবিকভাবে শিশুকালেই বেশি হয়ে থাকে। অ ভাইরাস সাধারণ ধরনের জন্ডিস করে থাকে যা অল্প সময়ের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়ে যায়। তবে উ ভাইরাস গঠিত জন্ডিস অনেক সময়ই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং দীর্ঘ সময় বিদ্যমান থাকে। অনেক সময়ই উ ভাইরাস জটিল আকার ধারণ করে বিশেষ করে প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের বেলায়।

লেখক : চিফ কনসালট্যান্ট, শমশের হার্ট কেয়ার, শ্যামলী, ঢাকা।

নিউমোনিয়ার লক্ষণ ও প্রতিরোধে করণীয়

যাঁদের বয়স ৫০ বছর বা তার বেশি, যাদের ফুসফুস, হার্ট, কিডনির রোগ, ডায়াবেটিস রয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছে তাদের হওয়ার আশঙ্কা বেশি

অধ্যাপক ডা. ইকবাল হাসান মাহমুদ

নিউমোনিয়া হলো লাঙস বা ফুসফুসের জটিল সংক্রমণ। বুকে ঠান্ডা লেগে সর্দি হওয়া কিংবা সংক্রমণ হওয়া থেকে একটু বেশি গুরুতর সংক্রমণকেই নিউমোনিয়া বলে।

জ্যাকসন হাইটস-এ মিরিট কাবাব রেষ্টুরেন্ট-এর দ্বিতীয় শাখার উদ্বোধন

বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান মিরিট কাবাব রেষ্টুরেন্ট-এর দ্বিতীয় শাখার শুভ উদ্বোধন হয়েছে গত ১১ই অক্টোবর শুক্রবার। এর আগে বৃহস্পতিবার নতুন রেষ্টুরেন্টের ভেতর এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

এদিন দোয়া মাহফিল-এ কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তারপর শুক্রবার দিন রেষ্টুরেন্টের দরজা খোলা হয়। নতুন আঙ্গিকে নতুন পরিবেশে নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে খোলা হলো এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় শাখা।

মিরিট কাবাবের স্বত্বাধিকারী আবদুল আলিম জানান, তার নতুন রেষ্টুরেন্টের বৈশিষ্ট্য হলো নতুন কিছু দেয়া ভোজনরসিক মানুষকে। তিনি বলেন আগের মিরিট কাবাবের চেয়ে এই প্রতিষ্ঠান আরও বেশী নতুনত্ব ও পরিবেশবান্ধব। ক্রেতাদের সেবায় সার্বিক নজর রাখা সহ খাদ্য পরিবেশনে যত্ন পরিসেবা সহ তরতাজা খাবার ও পরিবেশনে চমক থাকবে। পাশাপাশি থাকছে বাংলাদেশী ও ভারতীয় রেসিপির মুখরোচক মিষ্টি, দই ও ড্রাই মিষ্টি। আবদুল আলিম সকল প্রবাসীদের তার নতুন প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান।

ট্রাম্প-কমলা কাউকেই ভোট না দেওয়ার ঘোষণা আরব

ট্রাম্প- কাউকেই সমর্থন না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে দ্য আরব আমেরিকান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি (অ্যাপ্যাক)। গাজা ও লেবানন যুদ্ধে 'অন্ধ সমর্থনে'র কারণে গতকাল সোমবার তাঁদের ভোট না দেওয়ার ঘোষণা দেয় ওই কমিটি।

আরব আমেরিকান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি এক বিবৃতিতে বলেছে, 'উভয় প্রার্থী গাজা ও লেবানন যুদ্ধে গণহত্যাকে সমর্থন দিয়েছেন। আমরা ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিস বা রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প-কাউকেই ভোট দিতে পারি না। তাঁরা অন্ধভাবে ইসরায়েলের অপরাধী সরকারকে সমর্থন দিচ্ছেন।'

আগামী ৫ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৯৮ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে এবারই প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কোনো প্রার্থীকে সমর্থন না দেওয়ার কথা জানাল গ্রুপটি। এটি সাধারণত ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থীকে সমর্থন দেয়।

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
সেবাসমূহ
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেস্ট
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

আপনার কথা, আপনার ব্যথা বাংলায় বলুন, বাংলায় শুনুন

Board Certified
Internal Medicine
Pulmonary Medicine
Critical Care Medicine
Also Specialized in Sleep Medicine
ডাঃ সমীর সরকার, এমডি
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন England & America তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Triple Board Certified বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Attending Physician - Jamaica Hospital
134-20 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11418
Tel: 718-206-6742

www.jonmobhumi.com

শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' নারীর নবনির্মাণ

আদিবা নুসরাত

সব শরীরেই সম্ভবত বাস করে বাস্তুসাপ। কোনো সাপ ঘর গিন্নির মতো আগলে রাখে চারপাশ, কোনো সাপ প্রবল বিষে ছারখার, কোনো সাপ বোধহয় দুইয়ের একও করে না; কেবল সময়ের সাক্ষী হয়ে বেঁচে থাকে। এসব নানা ভাবনা নিয়ে খেতে বসে দেরি হয়ে যায় বারবার। ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে উঠে যাই, পাতে পড়ে থাকে দুপুরের অবধারিত ডাল।

জানালায় দেখি মুখোমুখি বসে থাকে মেঘ আর রোদ্দুর-পরস্পরকে কোনোদিন ছুঁতে পারবে না জেনেও? তারপর শ্রাবণ পেরোয়, সুখ যায় দুঃখ আসে, দুঃখ যায় সুখ। এভাবে অনেক বর্ষা পেরিয়ে গেলেও থেকে যায় কিছু ব্যক্তিগত দীর্ঘশ্বাস যার স্বাদ লবণাক্ত, সেগুলো বহন করতে হয় একান্ত নিজেকেই। হৃদয়ে ক্রমশ জমা হতে থাকে মৃত্যুর মতো বিচ্ছেদের ওজন। ফুল ফোটানো হয়ে গেলে বৃক্ষের বুকেও জমা হয় ঝরিয়ে ফেলার তাগিদ। আকাশের দিকে চাইলে হঠাৎ বুঝতে পারি এখন শরৎকাল। শরৎ নানা কারণে ভালো লাগে। এ ঋতুতে অন্যতম এক প্রিয় লেখকের জন্মদিন, শরৎচন্দ্র। শরতে জন্ম বলেই কি উনার নাম শরৎচন্দ্র?

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬-১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮: ৩১ ভদ্র ১২৮৩-২ মাঘ ১৪৩৩) তুমুল জননন্দিত কথাসাহিত্যিক। চাকরির সুবাদে দীর্ঘসময় যিনি থেকেছেন রেঙ্গুন? তার বহু লেখায় সেই যাপনের গন্ধ টের পাই আমরা। সেসব পড়ে রেঙ্গুন যেতে ইচ্ছা করে। পাহাড়, সমুদ্র, সবুজ কিছুর টানে নয়। কয়েকটি শব্দের টানে, বাক্যের টানে, বিগত সময়কে ফিরে দেখার টানে। মনে হয় ওখানে গেলেই দেখা পাব সুমিত্রার। সাদা রঙের গাউন পড়ে, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে?

শরৎচন্দ্রের লেখায় প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠে এসেছে সমাজের নানা বাঁকবদল, সমাজ বিনির্মাণে তার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দর্শন, নারী, নারীর প্রেম-বিরহ, মনস্তত্ত্বের জটিলতা, প্রথাবাদ এবং প্রথার বিরোধিতা।

আজকের মূল আলাপের বিষয়ই শরৎ সাহিত্যে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ানো একজন নারী। প্রথাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে নিজেকে যে প্রশ্নেসিত করতে পেরেছে, পেরেছে সময়কেও? যে চিরাচরিত বাঙালি নারীর অবয়ব ভেঙেছে প্রবল প্রতাপে। সমাজের একপেশে চিন্তা যাকে কারারুদ্ধ করে রাখতে পারেনি।

শরৎচন্দ্রের লেখা মানেই জীবনব্যাপী কেবল চোখের জল মেনে নিয়েই সময় পার করে দেওয়া নয়। কেবল নয় অচলার দ্বিধাদ্বন্দ্ব, মনের তাড়না কিংবা প্রায়শ্চিত্ত করার ব্যাকুলতা। নয় পার্বতীর তীব্র প্রেম ও তীব্র প্রত্যাখ্যান। সব অতিক্রম করে গেছে আরও যেসব লেখা, যেসব নিয়ে প্রচুর আলোচনা করার কথা ছিল কিন্তু আলোচনা হয়নি?

শরৎচন্দ্র নারী মনকে ভীষণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন নারীর ওপর সমাজের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি। অথচ শরৎসাহিত্য আলোচনায় নারীর প্রেম ও বিরহ যতটা প্রাধান্য পেয়েছে নারীর বিদ্রোহ ততখানি পায়নি। শরৎচন্দ্রের নারী মানেই যেন চিরাচরিত বাংলার সেই নমনীয় চরিত্র হাতে চুড়ি, সিঁদুর, মমতাময়ী সজলচোখে ঐতিহ্য বহন করে চলা এক গড়ানো প্রতিমা। সেসব কিছুর ভিড়েও নারীর আত্মমর্যাদার যে দ্বন্দ্ব, নারীকে আধুনিক চিন্তা, লেখায় যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি সেদিকেই যাব আজ অল্প একটু।

প্রথমে তার দুটি প্রবন্ধ নিয়ে কথা বলব। নারীর আত্ম উন্নয়নে 'নারীর মূল্য' এবং 'স্বরাজ সাধনায় নারী' এ দুই প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকের মধ্যবর্তী সময়ে এ প্রবন্ধগুলো রচিত হয়েছে। ওই সময়ে ইউরোপে নারী আন্দোলন হলেও, উপ-মহাদেশে নারীবাদের সেই জোয়ার আসেনি। এখানে বেসিক্যালি উপ-মহাদেশের নারীবাদ এবং পশ্চিমা নারীবাদের যে ডিফাইডার সেই সম্পর্কেও একটা প্রাথমিক সচেতনতা তৈরি করা হয়েছে লেখাগুলোতে।

'যে জাতি যে পরিমাণে তার সংশয় ও অবিশ্বাস বর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, নারীর মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা যারা যে পরিমাণে মুক্ত করে দিয়েছে, নিজেদের অধীনতার শৃঙ্খলও তাদের তেমনি খরে গেছে।' (স্বরাজ সাধনায় নারী, ১৯২১)।

এরচেয়ে চমৎকার কশাঘাত লেখার মাধ্যমে আর করা যায় না বোধকরি। তৎকালীন সমাজে পুরুষতন্ত্রের যে হীনম্মন্যতা প্রত্যকটা শব্দ সেখানে গিয়ে আঘাত করেছে। এটাই নারীর অধিকারের প্রথম প্রশ্ন, চিন্তার স্বাধীনতা পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় রক্ষণশীলতার বাইরে গিয়ে চিন্তা করতে শেখা। চাপিয়ে দেওয়া মতবাদ দিনের পর দিন ধরে নিজের ঘাড়ে ও মগজে বহন না করা।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর রোহিণী সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখ রাঙানিতে তার মরণ চলে না'।

ব্যাপারটা তো আসলেই সঠিক। শুধু সে সময়ে হিন্দু সমাজের নীতিবোধ যেন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে না পড়ে সে কথা চিন্তা করে বঙ্কিম অন্তিম পরিণতিতে মেরে ফেলল রোহিণীকে! কোনো ধরনের পোয়েটিক জাস্টিসের ধারই ধারল না যেন। নীতির লড়াই জিতল। এই যে প্রথাবাদ, মনের সনাতন চিন্তাধারা অতিক্রম করতে না পারা, শরৎচন্দ্র এ নীতির পক্ষে ছিলেন না মোটেও।

শরতের সবচেয়ে তুখোড় নারী চরিত্র সম্ভবত 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের কমল। খুব ছোট বয়সে বইটি প্রথমবারের মতো পড়ি আমি, আমার মানস জগতে এক তীব্র আলোড়ন তোলে কমল! প্রশ্ন করতে শেখায়, মেনে নিতে শেখায়, তবে সেই মেনে নেওয়া আমি দুর্বল বলে নয় বরং এই মেনে নেওয়াই বড়ত্বের লড়াই। নিজেকে গ্রহণ করার এক চমৎকার শিক্ষা দেয় কমল। সমাজের সেকেলে চিন্তাকে কেবল প্রত্যাখ্যানই নয়, তার বিরোধিতাও এত সহজ ভাষায় করা যায় কী করে-এখনো কমলকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। কমল যেন উপন্যাসের চরিত্র নয়, যেন রক্ত চলাচল করছে কমলের শরীরে। এতই প্রাণবন্ত। এ মেলো বিয়েলিস্টিক চরিত্র বাংলাসাহিত্যের এক অমূল্য গৌরব।

'অজিত কহিল, না, তা নয় কিন্তু শেষ ফল যার দুঃখতেই শেষ তার গোড়ার দিকে যত আনন্দই থাক তাকে সত্যকার আনন্দভোগ বলে না এ তো আপনি নিশ্চয়ই মানেন?

কমল বলিল, না, আমি মানিনে। আমি মানি যখন যেটুকু পাই সেটুকুই যেন সত্য বলে মেনে নিতে পারি। দুঃখের দাহ যেন আমার বিগত সুখের শিশির বিন্দুগুলোকেও শুষে ফেলতে না পারে।'

জীবনে সহজ এবং গভীর এই বোধ, এসব কিছুই কমলকে বারবার জীবন্ত করে তোলে, বাস্তব করে তোলে। কমল বাবাহারা এক অনাথ মেয়ে যার প্রথম স্বামী ছিল ক্রিশ্চান। নানা ঘাত-প্রতিঘাত তাকে এক ফোঁটা মলিনও করতে পারেনি।

উপন্যাসের শুরুতে দেখি কমল শিবনাথের স্ত্রী। যদিও তাদের বিয়ে হয়েছে শৈবমতে(!) যেখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। তবে কমলের চেহারায় সেই প্রশ্নচিহ্ন খুঁজে পাই না আমরা। যদি ভালোবাসাই না থাকে তো কেবল থেকে যাওয়ার জন্য যে থেকে যাওয়া সেটুকু নিষ্প্রয়োজন। যদি চাও তো চলে যেতে পার। প্রকৃতই শিবনাথ প্রেমে পড়ে অন্য নারীর। তবুও অপ্রেমিককে পরম প্রেমেই যেন ক্ষমা করে দিল কমল। শিবনাথের সঙ্গে মনোরমার প্রেম ঘটার পর সবাই যখন শিবনাথের শাস্তির জন্য প্রস্তুত, কমলই তখন সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে গিয়ে দাঁড়ায়। কমলের সঙ্গে অন্যায় ঘটার ফলে শিবনাথকে ক্ষমা করতে পারল না কেউই। কিন্তু ক্ষমা করে দিল স্বয়ং কমল।

'দুঃখ যে পাইনি তা বলিনি কিন্তু তাকেই জীবনের শেষ সত্য বলে মেনে নিইনি। শিবনাথের যা দেওয়ার ছিল তা তিনি দিয়েছেন, আমার যা পাওয়ার ছিল তা আমি পেয়েছি। আপনারা তাকে ক্ষমা করুন।'

বন্ধন তো কেবল একপেশে নয় এবং সেক্ষেত্রে একজনই যদি বন্ধনের সুতা আগলে রাখে তা তো ছিড়বেই। তার চেয়ে বরং দুজন দুদিকে চলে যাওয়া ভালো। কমল বলার সাহস রাখে, 'একদিন যাকে ভালোবেসেছি কোনোমতেই তা আর পরিবর্তন হওয়ার জো নেই, মনের এ জড়ধর্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়।'

কমলের হাত ধরেই কত কিছু দেখি, সরু রাস্তা, চা বাগান; কত কিছু নতুন করে ভাবি, নারী-পুরুষে বন্ধুত্বও হয় বোধহয় প্রেম ছাপিয়ে। এক ঘরে রাত্রিযাপন মানেই কেবল সেখানে শরীরি উল্লাস নয়। কেবল কাগজে অঙ্কিত নীতিদর্শন, সমাজের হিপোক্রেসি যাকে একবিন্দু টলাতে পারেনি সে-ই কমল। যে ভাঙে এবং ভাঙতে শেখায় প্রাচীনে গেঁথে থাকা সনাতন বোধ।

মহানগর উত্তর বিএনপির কর্মিসভা অনুষ্ঠিত

শহীদ জিয়ার উত্তরসূরী তারেক রহমানের নেতৃত্বে খুবই সুসংগঠিত একটি রাজনৈতিক সংগঠন। এই দলের নেতা একজনই তারেক রহমান। আমরা সবাই তার কর্মী। ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার রাতে ব্রঙ্কসের একটি রেস্টুরেন্ট মিলনায়তনে নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি আয়োজিত কর্মিসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে যুক্তরাজ্যের লন্ডন থেকে দেওয়া ভার্চুয়াল বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

আনোয়ার হোসেন খোকন বলেন, আমরা কর্মীরা বিভিন্ন দায়িত্ব থেকে তারেক রহমানের নির্দেশে কাজ করছি। এই দলে থাকতে হলে আমাদের সকলকে দলীয় শৃঙ্খলা ও চেইন অব কমান্ড মানতে হবে। দলীয় কাউন্সিলে জিতলে এক কথা আর হারলে অন্য কথা, এটা এই দলে চলবে না। তিনি বলেন, যে বা যারা দলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন তাদের বহিষ্কার করা হবে। নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনকল্পে আয়োজিত এই কর্মিসভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন। সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত কর্মিসভায় বক্তব্য দেন সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ আনোয়ার জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিন চৌধুরী, এজিএম জাহাঙ্গীর হোসেইন, শরিফুল হক খাদিশদার, আব্দুর রহিম, সোহেব আহমদ, লিয়াকত আলী, সেবুল খান মাহবুব, বেলাল চৌধুরী।

অপটিমিস্টস'র ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠিত

অবহেলিত শিশু-কিশোর-কিশোরীদের মাঝে শিক্ষার আলো জ্বালাতে প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। গত ১৩ অক্টোবর রোববার দুপুরে নিউইয়র্কের উডহ্যাভেনের জয়া হলে ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন দা অপটিমিস্টস-এর চেয়ারম্যান মিনহাজ আহমেদ। এ অনুষ্ঠানে বোর্ড অব ডিরেক্টরসের সভাপতি শাহেদুল ইসলাম এবং জেনারেল সেক্রেটারি নিশাদ হক অপটিমিস্টসের কার্যক্রম তুলে ধরেন।

দা অপটিমিস্টস-এর চেয়ারম্যান মিনহাজ আহমেদ আগামীতে অপটিমিস্টসের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

শাহেদুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, অপটিমিস্ট সকলের প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের এক একটি ডলার কাউন্টেবল। আমরা স্বচ্ছতায় বিশ্বাস করি এবং এর সকল হিসাব নিকাষ সবার জন্য উন্মুক্ত। সংস্থার ওয়েবপেইজে গিয়ে যে কেউ যেকোন সময় সবকিছু জনতে পারবেন। তিনি এই মহৎ কাজে আরো ভূমিকা রাখার জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অপটিমিস্টস-এর কর্মকাণ্ড ভিডিও'র মাধ্যমে তুলে ধরা হয় এবং বাংলাদেশ সেবা গ্রহণকারী কয়েকজন কিশোর-কিশোরীর অভিমত ভিডিও'র মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে অপটিমিস্টস-এর ফান্ড রেইজ করতে প্রবাসের জনপ্রিয় কয়েকজন শিল্পীর শিল্পকর্ম নিলামে দেওয়া হয়।

অপটিমিস্টসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জনপ্রিয় টিভি উপস্থাপক ফাতেমা শাহাব রুমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে কি-নোট স্পিকার ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক জাকি হোসেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন রাহাত হোসেন, রফিক উদ্দিন চৌধুরী রানা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে নবাগত ১৫ স্বেচ্ছাসেবককে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

গোলাম মাওলা রনি

ডায়াবেটিস হয়েছে। যাও বারডেমে গিয়ে একটু চেকআপ করিয়ে নাও।
ঘটনার দিন আমি বারডেমে গেলাম। ডাক্তার বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন; কিন্তু কোনো সমস্যা দেখতে পেলেন না। উঠে আসার সময় বললেন, আসুন তো আপনার প্রেশারটা আবার একটু মাপি। তিনি আমার হাতে প্রেশার মাপার যন্ত্র লাগালেন। তারপর হাসিমুখে কিছু একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ চোখ কপালে তুললেন। প্রেশার মাপার সময় আমি অফিস থেকে একটি ফোন পেলাম। আমাকে জানানো হলো যে, যৌথ বাহিনী অফিসে ঢুকেছে। ফাইলপত্র ওলটপালট করছে। সবাইকে বকাঝকা করছে এবং আমাকে খুঁজছে। আমি শুধু শুনছিলাম এবং এসব শুনে আমার প্রেশার কততে উঠেছিল বলতে পারব না। তবে ডাক্তার ভয়ে হাত থেকে প্রেশার মাপার যন্ত্র খুলে জিজ্ঞাসা করলেন, এতক্ষণ তো সবই ভালো ছিল। হঠাৎ এমন কী হলো? আমি তাকে সবিস্তারে খুলে বললাম।
আমাকে ধরে নেওয়া হলো বেইলি রোডের একটি অফিসে। ড. কামাল হোসেন সাহেবের বাসার ঠিক উল্টো দিকের একটি দোতলা বাড়ি। পরে জেনেছিলাম সেটি এনএসআই-এর একটি অফিস। আমাকে নিচতলার একটি রুমে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখা হলো। তৃষ্ণা-ক্ষুধায় আমার প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত; কিন্তু কাউকে কিছু বলার সাহস হচ্ছিল না। যারা ঘোরাফেরা করছিল, তাদের চোখ দিয়ে মনে হয় আগুন বের হচ্ছিল। আর সেই চোখ যখন আমার দিকে পড়ছিল তখন মনে হচ্ছিল- দশ ব্যাটারি লাইটের আলো আমার চোখের ওপর ফেলা হচ্ছে। আমি বারবার চেষ্টা করে নিজের নাম আর বাবার নাম মনে করার চেষ্টা করলাম এবং ক্ষণে ক্ষণে দোয়া ইউনুস পড়ার চেষ্টা করলাম। আমি যখন দোয়া ইউনুস ভুলতে বসেছি ঠিক তখন দু-তিনজন লোক আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য এলো, তারা ইন্সপেক্টর পর্যায়ের কর্তা ছিলেন হয়তো। বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক বিষয়- হুমকি-ধমকি ইত্যাদি ছাড়া তারা কিছুই করতে পারল না। উল্টো আমার কথাবার্তা শুনে হতোদ্যম হয়ে আমাকে দোতলার বড় কর্তার রুমে নিয়ে গেলেন। বড় কর্তা সৌম্য দর্শন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে আমায় অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর বললেন, চা না কফি। আমি বললাম, একটা বিস্কুট এবং এক গ্লাস পানি। তিনি সবকিছু বুঝলেন এবং আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বন্ধুত্বের ছলে আলাপ-আলোচনা করেও তিনি কিছুই বের করতে পারলেন না। এরপর তিনি সত্যিই আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইলেন এবং তার উত্তরায় বাসায় আমাকে দাওয়াত দিলেন। ঘরোয়া পরিবেশে ভদ্রলোক আমাকে যা বললেন, তা শুনে আমার চক্ষু চড়ক গাছ হওয়ার উপক্রম। প্রথমত, তিনি বললেন, আমার জনৈক রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকটাত্মীয় সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। সুতরাং তাদের কথা মতোই আমার বিরুদ্ধে তৎপরতা চালানো হয়েছে।
দ্বিতীয়ত, তাদের মনে হয়েছে আমি তুলনামূলক সৎ এবং ব্যবসাবাণিজ্য বুঝি। তারা আমার কাছে কয়েকজন অসৎ ব্যবসায়ীর ঠিকানা চাইল এবং কীভাবে ওইসব ব্যবসায়ীকে কাবু করা যায় সেই পরামর্শ চাইল। তারা খুব আক্ষেপ করে বলল যে, গত কয়েক মাসে অনেকেই বড় বড় রুই-কাতলা শিকার করতে পারেনি। তাদের সন্দেহ- সময় হয়তো বেশি নেই। সুতরাং তারা কটপট কিছু করতে চায়। তাদের কথা শুনে আমার হৃদকম্পন বেড়ে গেল। আমি আমার সম্ভাব্য বিপদ টের পেলাম। ফলে সর্বোচ্চ মেধা-যোগ্যতা-বাকপটুতা ও কৌশল ব্যবহার করে সে রাতে উত্তরা থেকে অক্ষত ফিরলাম এবং পরবর্তী কয়েক মাসে পাতায় পাতায় হেঁটে পরিস্থিতি সামাল দিলাম। উল্লিখিত ঘটনার পর বহু বছর চলে গেছে। ১/১১ নিয়ে বহুজনে বহু কথা বলেছেন এবং আগামীতে আরও একটি ১/১১-এর ভয় অনেকেই দেখাচ্ছেন। আমি যখন ওইসব কথা শুনি তখন অন্যসব আশঙ্কা বাদ দিয়ে আমার কেবল সেই ১/১১-এর কথা মনে পড়ে। চলমান সময় আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি, ব্যবসাবাণিজ্যের বারোটা বাজাসহ অর্থনীতিতে যে কান্নার রোল শুরু হয়েছে তা শুনে আপনারা কী মনে করেন জানি না- তবে আমি ঘরপোড়া গরুর মতো সিঁদুরে মেঘ দেখেই আতঙ্কে কাঁপছি।
লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য

আদিত্য আরাফাত

সরিষার ভেতর ভূত। অন্যথায় আজকে যারা হঠাৎ সক্রিয়, এতদিন তারা চুপ ছিলেন কেন?
আশার কথা, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়েই টাকা পাচার ঠেকানো এবং পাচার করা টাকা ফেরাতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। এরই মধ্যে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এ টাস্কফোর্স টেকসই পদক্ষেপ নেবে, আশা করা যায়। কিন্তু আগের মতোই যদি কেবল ক্ষমতাচ্যুতদের দিকে নজর থাকে; ক্ষমতাসীনরা নজরদারির বাইরে থেকে যায়, তাহলে তো পরিস্থিতি আগের মতোই থেকে যাবে!
আদিত্য আরাফাত: সাংবাদিক

মইনুল ইসলাম

সরকারি খাতের প্রকল্প থেকে লাখ লাখ কোটি টাকা লুণ্ঠনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। এসবের ভয়াবহ কাহিনি তাঁর পতনের পর উদ্ঘাটিত হতে শুরু করেছে।
এখন দেখা যাচ্ছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট তারিখে বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৮ লাখ ৩৫ হাজার কোটি টাকার বেশি। অথচ ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার দিনে বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ছিল মাত্র ২ লাখ ৭৬ হাজার ৮৩০ কোটি টাকা। এর মানে, এই দুই ঋণের স্থিতির অঙ্কের পার্থক্য দাঁড়িয়েছে ১৫ লাখ ৫৮ হাজার ২০৬ কোটি টাকা। অথচ গত ৫ আগস্ট পালিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত শেখ হাসিনা প্রতিবছর মাথাপিছু জিডিপির উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেখিয়ে চলেছিলেন। যাকে এক কথায় বলা চলে 'নিকৃষ্টতম শুভংকরের ফাঁকি' ও জনগণের সঙ্গে ভয়ানক প্রতারণা। ফলে ২০২৪ সালের অক্টোবরে প্রত্যেক বাংলাদেশির মাথার ওপর এক লাখ টাকার বেশি ঋণ নিজেদের অজান্তেই চেপে বসে গেছে।
এই গণতন্ত্রহীন লুটপাটতন্ত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্থান কোথায়? তিনটি একতরফা নির্বাচনী প্রহসন কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হতে পারে? হাসিনা পরিবার ছাড়াও শত শত দুর্নীতিবাজ আমলা, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট ও পুঁজি পাচার কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা নয়?
এই প্রেক্ষাপটে 'প্রকৃত রিসেট বাটন' পুশ করার বিকল্প নেই। এর মাধ্যমে পচা-গলা ও গণতন্ত্রহীন লুটপাটতন্ত্রকে মুছে ফেলে নতুনভাবে জাতিকে পথ চলতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সম্ভবত সেই রিসেট বাটন পুশ করার কথাই বলেছেন। তাঁর প্রেস উইংয়ের ব্যাখ্যাও সেটা বলছে। প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি কি তাতে সফল হবেন? মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা যদি সমুন্নত রাখা যায়, তাহলে সেটা সম্ভব। কারণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই এ দেশের মানুষের মধ্যে যুগ যুগ ধরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জ্বালিয়ে রেখেছে।
অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম: একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ; সাবেক সভাপতি,
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

সাঈদ তারেক

একজন নেতা পাওয়া গেল না!
এই দলের লোকেরা এখনও বিশ্বাস করে কোন মেকানিজম করে শেখ হাসিনা টুপ করে যে কোন মুহূর্তে ক্ষমতায় ফিরে আসবে। সোস্যাল মিডিয়ায় কোন কোন গর্দভ এমন ধারনা দেওয়ার চেষ্টা করছে সেনাবাহিনী পাল্টা ক্যু করে ইউনুসকে হঠিয়ে দেবে! বা ভারত সৈন্য পাঠিয়ে দেশটা দখল করে শেখ হাসিনাকে গদীতে বসিয়ে দিয়ে যাবে! কেউ কেউ এমন দিবাস্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে আছে! দিবানিশি ক্ষণ গুনে চলেছে। জেদ আত্মম্ভরীতা অহমিকা কঠোরতা নিষ্ঠুরতা নৃশংসতার কারনে শেখ হাসিনা পশ্চিমাদের ভাষায় বিশ্বে একজন 'আয়রন লেডি' হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আমেরিকাকে কেয়ার করতেন না ইউরোপকে পাত্তা দিতেন না জাতিসংঘের ধার ধারতেন না। তার শাসনকালে আইনের শাসন নীতি-নৈতিকতা গনতন্ত্র মানবাধিকার জনগনের মৌলিক অধিকারের বালাই ছিল না। পনের বছর সমস্ত গনতান্ত্রিক দুনিয়াকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভোটার ছাড়া তিনতিনটা ভুয়া নির্বাচন করে দেখিয়েছেন শেখ হাসিনা কারও পরোয়া করে না। এটাকে মনে করতেন বাহাদুরি। কোমড়ে গোজা রাশিয়া আঁচলের গিটঠুতে বাধা চায়না আর মাথার ওপর ভারত-ছায়ার শক্তিতে বলীয়ান শেখ হাসিনা এতটাই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিলেন, দলের তাবৎ নেতা কর্মীরা মনে করতেন তাদের নেত্রী অবিনশ্বর। তার ক্ষয় নাই লয় নাই পতন নাই। যে কোন বালা মুসিবত সামাল দিয়ে যে কোন পরিস্থিতিতেই টিকে যাওয়ার ঐশী শক্তিতে বলীয়ান এক মহা নারী। শেখ হাসিনা কোনদিন সরকার থেকে চলে যেতে পারে এ কথা দলের কেউ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতো না!
ফলে বাচ্চাদের আন্দোলনে পপাত ধরনীতল হওয়ায় সবাই সম্বিৎহারা। সোস্যাল মিডিয়ায় কিছু গুজববাজ ছাড়া দলের কারও মুখে কোন রা' নাই। যাদের হুঁশ ফিরে আসছে, রাজনীতির কথা চিন্তা না করে, দল গোছানোর পথে না গিয়ে, রাজনৈতিকভাবে দলের পুন:প্রতিষ্ঠার ভাবনা না ভেবে ষড়যন্ত্র চক্রান্তের মাধ্যমে বা ভারত করে আবার বসিয়ে দেবে সেই অপেক্ষায় দিন গুনে চলেছে। হায়, একটা ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলের এইরকম দেউলিয়াত্ব। দ৭৫ এর ক্ষমতায় আসতে একুশ বছর লেগেছিল, এবার কত বছর!

একেএম শামসুদ্দিন

জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তখন তিনি সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। তিনি করেননি, কারণ তিনিও জানতেন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার ডিজিটাল আইনে তার চাকরিটাই শুধু খেত না, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে চিরতরে তার মুখ বন্ধ করে দিত।
কে জানে, শেখ হাসিনার পতনের পর তার রেখে যাওয়া অশুভ শক্তি অন্তর্বর্তী সরকারকে অজনপ্রিয় করার জন্য যতগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে, উর্মির এ ঘটনা তারই অংশ কিনা। দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য দেশ ও বিদেশে বসে গোপনে যারা কাজ করে যাচ্ছেন, তাবাসসুম উর্মি না বুঝেই তাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছেন কিনা। একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়ে সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা সম্পর্কে তিনি নিশ্চয় ভালোভাবেই অবগত আছেন। তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে, বিভাগীয় তদন্ত চলবে বলে। তদন্তের মাধ্যমেই জানা যাবে তার এমন আচরণের আসল কারণ। তিনি সত্যিই কি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই প্রতিবাদী হয়েছেন, নাকি অন্য কিছু? অবশ্য তদন্তে যদি তার এ আচরণের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনের সুযোগ রাখা হয়। তবে আমরা যারা দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে গেলে উৎসাহিত হয়ে উঠি, তারা আরও একবার দেশপ্রেমের আয়নায় নিজেদের মুখ দেখে নেই, উর্মির ভাষায়, আমরাও হিপোক্রেট বা ভন্ডের মতো আচরণ করছি কিনা!
একেএম শামসুদ্দিন : অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, কলাম লেখক

আন্তর্জাতিক
ফিলিস্তিন একদিন স্বাধীন হবেই
অরুন্ধতী রায়
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েল ফিলিস্তিনের হাজার হাজার লোক হত্যা করেছে। এ ছাড়া দেশটি গাজার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে বহুবার বাস্তুচ্যুত করেছে এবং হাসপাতালগুলোতে বোমা মেরেছে। তারা পরিকল্পিতভাবে ডাক্তার, সেবাকর্মী ও সাংবাদিকদের নিশানা বানিয়ে হত্যা করেছে। পুরো জনগোষ্ঠী অনাহারে রয়েছে এবং তাদের ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও শক্তিশালী সরকার এবং তাদের মিডিয়া এসব আগ্রাসনে নৈতিক ও বস্তুগত সমর্থন দিচ্ছে। এসব দেশ ও ইসরায়েলের অবস্থানের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। শুধু গত বছর যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা দিতে ১৭.৯ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। সুতরাং আসুন, আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যস্থতাকারী, নিয়ন্ত্রণকারী বা প্রভাবক হিসেবে তুলে ধরে যে মিথ্যা প্রচারণা চলছে বা আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্তেজ (যাকে মূলধারার মার্কিন রাজনীতিতে চরম বামপন্থি বলে মনে করা হয়) বলছে, যুক্তরাষ্ট্র 'যুদ্ধবিরতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছে'– এই মিথ্যা বাণী পরিহার করি। গণহত্যার পক্ষে অবস্থানকারী কোনোভাবে মধ্যস্থতাকারী হতে পারে না।
কোনো শক্তি ও অর্থ, পৃথিবীর সব অস্ত্র ও প্রপাগান্ডা ফিলিস্তিনের ক্ষত আর আড়াল করতে পারছে না। যে ক্ষতের কারণে ইসরায়েলসহ সারাবিশ্বে রক্ত ঝরছে। জরিপে দেখা যাচ্ছে, যেসব দেশের সরকার ইসরায়েলি গণহত্যায় সহযোগিতা করছে, সেগুলোর বেশির ভাগ নাগরিকই স্পষ্ট করেছে– তারা সরকারের সঙ্গে একমত নয়। আমরা হাজার হাজার মানুষের সেই মিছিল দেখেছি। এতে ইহুদিদের তরুণ প্রজন্মও রয়েছে, যারা সুকৌশলে ব্যবহৃত ও মিথ্যার মুখোমুখি হতে হতে ক্লান্ত। কে কল্পনা করেছিল, আমরা সেই দিনটি দেখতে বেঁচে থাকব, যেদিন জার্মান পুলিশ ইহুদি নাগরিকদের ইসরায়েল ও ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য আটক করবে এবং তাদের ইহুদি-বিরোধিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করবে? কে ভেবেছিল, মার্কিন সরকার ইসরায়েলি রাষ্ট্রের সেবায় ফিলিস্তিনপন্থি স্লোগান নিষিদ্ধ করে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি বাকস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করবে? পশ্চিমা গণতন্ত্রের তথাকথিত নৈতিক কাঠামো বিশ্বের বাকি অংশে কিছু ক্ষেত্রে সম্মান পেলেও মারাত্মক হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছে। নেতানিয়াহু যখন মধ্যপ্রাচ্যের এমন একটি মানচিত্র তুলে ধরেন, যেখানে ফিলিস্তিন নেই এবং ইসরায়েল নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, তখন তিনি একজন স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে প্রশংসিত হন বলা হয়, তিনি ইহুদিদের স্বদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করছেন। কিন্তু যখন ফিলিস্তিনবাসী ও তাদের সমর্থকরা 'নদী থেকে সমুদ্র, ফিলিস্তিন স্বাধীন হবে' স্লোগান দেয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের গণহত্যার পক্ষে স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়।এ অভিযোগ কি বাস্তব? নাকি এটি একটি অসুস্থ কল্পনা, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের অন্ধকার অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে? এটি এমন এক কল্পনা, যা বৈচিত্র্য সমর্থন করে না। একইভাবে তা অন্যদের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করে একটি দেশে বসবাসের ধারণাও গ্রহণ করে না। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অন্য সবাই যেমন করে। এটি এমন এক কল্পনা, যা স্বীকার করতে পারে না– ফিলিস্তিনিরা স্বাধীন হতে চায়, যেভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত ও অন্যান্য দেশের মানুষ ঔপনিবেশিকতার জোয়াল ছুড়ে ফেলেছে। এসব দেশ বৈচিত্র্যময়, এমনকি অত্যন্ত মারাত্মক ও ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তারা মুক্ত। দক্ষিণ আফ্রিকানরা যখন তাদের জনপ্রিয় সমাবেশে চিৎকার করছিল, ক্ষমতা! জনগণের কাছে ক্ষমতা, তারা কি শ্বেতাঙ্গদের গণহত্যার জন্য ডাক দিচ্ছিল? না। তারা বর্ণবাদী রাষ্ট্র ভেঙে ফেলার আহ্বান জানিয়েছিল, এখন যেমন ফিলিস্তিনিরা করছে।
এখন যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তা হবে ভয়াবহ। তবে এটি শেষ পর্যন্ত ইসরায়েলি বর্ণবাদকে ভেঙে ফেলবে। পুরো বিশ্ব ইহুদিসহ সবার জন্য অনেক বেশি নিরাপদ হবে, যা হবে অনেক বেশি ন্যায়সংগত। এটা হবে আমাদের আহত হৃদয় থেকে একটি তীর টেনে নেওয়ার মতো। যদি মার্কিন সরকার ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে, তাহলে যুদ্ধ আজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ACCIDENT CASES
Many years of experience in ladder, scaffolding, and construction accident case

PERRY D. SILVER
Attorny at Low
Call: 917-533-1033
Faithfully serving the Bangladeshi Community
আমরা বাংলায় কথা বলি
All conversations are strictly confidential
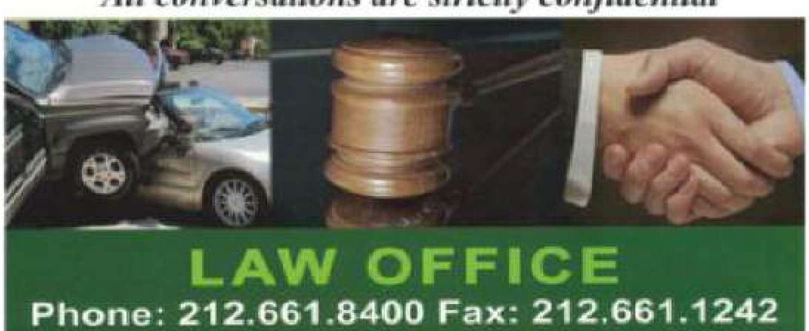
LAW OFFICE
Phone: 212.661.8400 Fax: 212.661.1242
11 Park Place, Suite 1214, New York, NY 10007

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

সবচেয়ে সুন্দর নিরামিষাশী তারকা জ্যাকলিন ও রীতেশ

মুম্বাই ডেস্কঃ প্রাণিদের জন্য কাজের স্বীকৃতি পেয়েছেন বলিউড সেনসেশন জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ ও রীতেশ দেশমুখ। পিপল ফর দ্য এথিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ অ্যানিম্যালস (পেটা) ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে ২০২৪ সালের ভারতের 'সবচেয়ে সুন্দর নিরামিষাশী তারকা' হিসেবে মনোনীত হয়েছেন তারা। এই সম্মাননাটি প্রাণিদের কল্যাণে তাদের উৎসর্গ এবং সহানুভূতিশীল জীবনযাত্রার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

২০২০ সাল পর্যন্ত 'হটেস্ট ভেজিটেরিয়ান সেলিব্রিটি অ্যাওয়ার্ড' নামের এই খেতাব বিজয়ীদের মধ্যে রয়েছেন জিনাত আমান, জ্যাকি শ্রফ, ফাতিমা সানা শেখ, রাজকুমার রাও, আলিয়া ভাট, অক্ষয় কুমার, ভূমি পেডনেকর, শ্রদ্ধা কাপুর, সোনু সুদ, মানুষী চিল্লার, সুনীল ছেত্রী, অনুষ্কা শর্মা, কার্তিক আরিয়ান, বিদ্যুৎ জামওয়াল, শহীদ কাপুর, রেখা এবং অমিতাভ বচ্চন।

জ্যাকলিন সমস্ত প্রাণীর সুরক্ষার জন্য সবরকমভাবেই চেষ্টা করেছেন। পেটা ইন্ডিয়ার কাজকে বিভিন্নভাবে সমর্থন করার জন্য তার অনুরাগীদেরও এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে জ্যাকলিনের ঋৎববঞধলধহঃধ ক্যাম্পেনিং। এই ক্যাম্পেনিং এ ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে শিকলে বেঁধে রাখা একটি হাতিকে উদ্ধার করা হয়।

তিনি মানুষকে কুকুর দত্তক নেওয়ার জন্য উৎসাহ দেন। নিরামিষ খাবার খেতে উৎসাহিত করেছেন, অ্যাঙ্গোরা উলের ব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেছেন এবং লোকজনকে ঘোড়ায় টানা গাড়ি এড়াতে বলেছেন।

এদিকে, রিতেশ নিরামিষ খাওয়ার প্রচার করেন এবং এমনকি তার স্ত্রী জেনেলিয়ার সঙ্গে একটি নিরামিষ মাংসের সংস্থাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

যিশুর সঙ্গ ছাড়ার পর দুই মেয়েকে কোন উপদেশ দিলেন নীলাঞ্জনা

মুম্বাই ডেস্কঃ টালিউড অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তকে বিয়ে করে প্রচারের আলো থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন টালিউড প্রযোজক ও অভিনেত্রী নীলাঞ্জনা। এবার দুই মেয়েকে ভবিষ্যৎ

জীবনের কোন উপদেশ দিলেন এ অভিনেত্রী?

একসময় নিজে অভিনেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ভালোই নামডাক হয়েছিল নীলাঞ্জনার। আচমকা যিশুকে বিয়ে করে সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন তিনি। সংসার ও দুই মেয়েকে নিয়ে কাটে একটা সময় পর্যন্ত। তার পর নিজের প্রযোজনা সংস্থার কাজ শুরু করেন এ অভিনেত্রী। জানা গেছে, অভিনেতাকে নেপথ্যে থেকে সর্বদা শক্তি জুগিয়ে গেছেন নীলাঞ্জনাই। তবে সেই সম্পর্কই নাকি এখন টালমাটাল! সদ্য এক সাক্ষাৎকারে নীলাঞ্জনা বলেছেন, আমি এটা সব নারীকেই বলি– আমার মেয়েদেরও বলি। তুমি স্বেচ্ছায় কাজ করা বন্ধ করতেই পার, কিন্তু সব সময় এমন কিছু করবে, যা শুধু তোমার জন্য হবে।

এমনিতেই দুই মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই সচেতন নীলাঞ্জনা। বড় মেয়ে সারা মডেলিং করছেন। আন্তর্জাতিক বিপণন সংস্থার হয়ে ইতোমধ্যে মার্জার সরণিতে হেঁটেছেন। ছোট মেয়ে স্কুলে পড়ছে, পাশাপাশি বাড়িতে ছোটখাটো ব্যবসাও শুরু করেছেন এ অভিনেত্রী।

একটা সময় টালিউডে 'পাওয়ার কাপল' হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সেনগুপ্ত দম্পতিও যে বিচ্ছেদের পথে হাঁটবেন, তা ভাবতে পারেননি তাদের ভক্ত-অনুরাগীরা, ভাবেননি সহকর্মীরাও। তাই খবর প্রকাশ্যে আসতেই বিস্মিত সবাই। তার পর থেকেই যিশু-নীলাঞ্জনার শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাদের বিচ্ছেদ আটকানোর নানা চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ মুহূর্তে সেনগুপ্ত পরিবারের অন্দরের সমীকরণ নিয়ে কুলুপ এঁটেছেন দুপক্ষই। যদিও এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকে নীলাঞ্জনা একাই যে সবদিক সামলাচ্ছেন, তা আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে প্রচারের আলো থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন যিশু।

যিশু ও নীলাঞ্জনা দম্পতির বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তারা কোনো ঘোষণা দেননি। তবে জানা গেছে, যিশু-নীলাঞ্জনার সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি রয়েছে। মুম্বাই ফ্লিম ইন্ডাস্টিতে গিয়েই নাকি শিনাল সুর্তির সঙ্গে যিশুর সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। তিনি অভিনেতার আপ্তসহায়ক। যার ফলেই নাকি ছাদ আলাদা হয়েছে যিশু-নীলাঞ্জনার। যদিও দুই মেয়ে রয়েছেন মায়ের সঙ্গে।

সম্প্রতি দুই মেয়ের নামে প্রযোজনা সংস্থা খুলেছেন নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত। পূজার সময়েও দুই মেয়ে– সারা ও জারাকে নিয়ে কলকাতা ছেড়ে মুম্বাইয়ে ছিলেন। যিশু যদিও কলকাতায় ছিলেন বলে শোনা যায়। এসবের মাঝে মা হয়ে দুই মেয়েকে ভবিষ্যৎ জীবনের কোন উপদেশটি দিলেন প্রযোজক নীলাঞ্জনা?

সালমানের শত্রুর প্রশংসায় ঐশ্বর্যের সাবেক প্রেমিক বিবেক

মুম্বাই ডেস্কঃ বাবা সিদ্দিকিকে হত্যার দায় স্বীকার করেছে ভারতের প্রভাবশালী গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই গোষ্ঠীর সদস্যরা। গোষ্ঠীটির এখন মূল নিশানায় রয়েছে বলিউড ভাইজান সালমান খান। বারবার ভাইজানকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এমনকি অভিনেতার ঘনিষ্ঠদের ওপরেও হামলা হতে পারে বলে হুমকি এসেছিল। তাই সালমান ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণেই বাবা সিদ্দিকির এই পরিণতি বলে মনে করা হচ্ছে।

শোনা যাচ্ছে, বাবা সিদ্দিকির মৃত্যুর পর আরও আঁটসাঁট করা হয়েছে সালমানের নিরাপত্তা। সালমানের নিরাপত্তা নিয়ে সবাই যখন উদ্বিগ্ন তখন বিষ্ণোই গোষ্ঠীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ বিবেক ওবেরয়ের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

২০০২ সালে সালমান-ঐশ্বরিয়ার সম্পর্ক ভাঙে যায়। শোনা যায়, তারপরেই অভিনেতা বিবেক ওবেরয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান অভিনেত্রী। এরপরই নাকি সালমানের রোষের মুখে পড়তে হয় বিবেককে।

ঐশ্বরিয়াকে নিয়েই বিবেকের সঙ্গে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কথা কাটাকাটি হয় সালমানের। সে সময় বিবেক জানিয়েছিলেন, সালমান নাকি তাকে হুমকিও দিয়েছিলেন। যদিও বিবেকের সঙ্গেও ঐশ্বরিয়ার সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি। ২০০৭ সালে অভিনেতা অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে বিয়ে হয় ঐশ্বরিয়ার। কিন্তু বিবেকের সঙ্গে সালমানের কলহ প্রায় সর্বজনবিদিত। মাঝে অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেছে।

সালমানের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন বিবেক। তবে এসব ঘটনার পর বেশ কয়েক বছর আগে বিষ্ণোই গোষ্ঠীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন বিবেক। এবার সমাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হল সেই ভিডিওটি।

সেখানে বিবেক বলেছেন, গোটা পৃথিবীতে বিষ্ণোই গোষ্ঠীর মতো মানুষ পাওয়া যাবে না। আমরা আমাদের সন্তানকে গরুর দুধ খাওয়াই। তারা হরিণ মারা গেলে তার সন্তানকে বুকে করে আগলে রেখে দুধ পান করান।

বিবেকের এই ভিডিও ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে নেট দুনিয়ায়। কেউ মন্তব্য করেছেন, শত্রুর শত্রু হল বন্ধু। কেউ লিখেছেন, ভালই সুযোগ নিয়ে আগুনে ঘি ঢালছেন।

এবার আসামি শমী কায়সার

ঢাকা ডেস্ক, জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কারণে একাধিক শিল্পীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এবার সে তালিকায় যুক্ত হলেন অভিনেত্রী শমী কায়সার।

সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে কটূক্তি করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মাগুরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১০০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করেছেন জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতা।

এ মামলার আইনজীবী কাজী মিনহাজ উদ্দিন বলেন, 'নানা সময়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে জাতিকে বিভক্ত করেছেন শমী কায়সার। এজন্য বাদী এ মামলাটি দায়ের করেছেন। আদালত এটি তদন্তের জন্য ঝিনাইদহের পিবিআইকে নির্দেশের পাশাপাশি ভবিষ্যতে কথাবার্তায় সতর্ক থাকতে বলেছেন।' ছাত্রদের আন্দোলনে আওয়ামী সরকারের পক্ষে শমী কায়সারের অবস্থান ছিল চোখে পড়ার মতো। ৫ আগস্টের পর থেকেই অবশ্য এ অভিনেত্রী রয়েছেন আত্মগোপনে।

শাশুড়ি জয়ার মতো হতে চাইতেন ঐশ্বরিয়া

মুম্বাই ডেস্কঃ গত কয়েক মাস ধরেই অভিষেক বচ্চন এবং ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের বিচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। মাস কয়েক আগে ঐশ্বরিয়া তার মেয়ে আরাধ্যাকে নিয়ে বচ্চনদের বাড়ি ছেড়ে চলে যান, ওঠেন নিজের মায়ের কাছে। জুলাই মাসের শুরুতে অনন্ত আম্বানী-রাধিকা মার্চেন্টের বিয়েতে নিমন্ত্রিত ছিল গোটা বচ্চন পরিবার। ছেলে-মেয়ে, জামাই, নাতি-নাতনিকে নিয়ে বিয়ে বাড়িতে পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় ধরা দেন জয়া-অমিতাভ। পারিবারিক সেই ছবিতে ছিল না শুধু অভিষেক-কন্যা আরাধ্যা ও তার মা। খানিক পরে অবশ্য ঐশ্বরিয়া-আরাধ্যা অনুষ্ঠানে যোগ দেন, পাপরাজ্জিদের জন্য মিষ্টি হেসে দাঁড়ান। ফলে বচ্চনদের সঙ্গে ঐশ্বরিয়া দূরত্বের জল্পনা যেন আরও কিছুটা ঘনীভূত হল।

শোনা যায়, শাশুড়ি ও ননদের সঙ্গে কয়েক বছর ধরেই আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক ঐশ্বরিয়ার। বাইরে মুখ ফুটে কখনও সে সব কথা বলেন না অভিনেত্রী। একটা সময় ছিল ঐশ্বরিয়া নাকি অনুপ্রেরণা ছিল তার শাশুড়ি জয়াই!

'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল' ছবিতে যখন তার ও রণবীর কাপুরের ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়, সেই সময় ঐশ্বরিয়া জানান, আমাদের জীবনে কিছু জিনিস ব্যক্তিগত হয়। মাথায় রাখতে হবে কর্মজগতের বাইরে তুমি

কারও পুত্রবধূ, কারও মা। এমন কিছু করো না যাতে তারা লজ্জিত হন। আমার খ্যাতি হয়ত কয়েক বছর থাকবে। পরিবার সারাজীবন পাশে থাকবে। আমি চাই আমাকে এমন অভিনেত্রী হিসেবে মানুষ মনে রাখুক যেমনভাবে জয়াজী (জয়া বচ্চন) ও হেমাজীর (হেমা মালিনী) ক্ষেত্রে দর্শক মনে রেখেছেন।

আলিয়াকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য, অ্যানিমেল করবেন রণবীর?

মুম্বাই ডেস্কঃ বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলতি বছরের শুরুতেই বলিউডে ঝড় তুলেছিল রণবীর কাপুরের 'অ্যানিম্যাল'। প্রথম কিস্তির সফলতায় তৈরি হচ্ছে এই সিনেমার দ্বিতীয় কিস্তি।

তবে 'অ্যানিম্যাল পার্ক' নামে ওই সিনেমার শুটিং শুরুর আগেই নতুন করে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে রণবীর কাপুরের স্ত্রী আলিয়া ভাট ও অভিনেত্রী, টি সিরিজের মালকিন দিব্যা খোসলা কুমারের মাঝে।

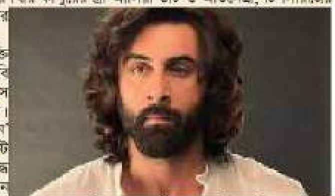

সম্প্রতি ভারতীয় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে আলিয়া ভাটের নতুন ছবি 'জিগরা'। যেই ছবির বক্স অফিস কারচুপির অভিযোগ এনেছেন দিব্যা। তার দাবি, আলিয়া 'ভুয়া কালেকশন' দেখানোর জন্য নিজেই টিকিট কিনেছেন।আর আলিয়ার বিরুদ্ধে দিব্যার এমন অভিযোগ তুলতেই গুঞ্জন উঠেছে দিব্যার প্রযোজক স্বামী ভূষণ কুমারের 'অ্যানিম্যাল পার্ক' থেকে নাকি বেরিয়ে আসতে পারেন রণবীর কাপুর। 'জিগরা' ছবির যৌথ প্রযোজক করণ জোহর এবং আলিয়া। তাদের দাবি, ছবিটি নাকি হলভর্তি দর্শক পাচ্ছে। নিমেষে টিকিট বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এরপরেই সামাজিক মাধ্যমে দর্শকশূন্য প্রেক্ষাগৃহের ছবি ভাগ করে নেন দিব্যা। ক্যাপশনে লেখেন, "নতুন ছবি 'জিগরা' দেখতে মাল্টিপ্লেক্সগিয়েছিলাম। প্রেক্ষাগৃহ ফাঁকা। বাকি প্রেক্ষাগৃহও ফাঁকা থাকছে। আলিয়া ভাটের সত্যিই সাহস আছে। নিজেই সব টিকিট কেটে নকল বক্স অফিস সংগ্রহ ঘোষণা করে দিলেন!"

এদিকে ছবির মুখ্য অভিনেত্রী আলিয়া ভাট এখনও দিব্যা মন্তব্যের কোনো জবাব দেননি। তবে উত্তর দিয়েছেন করণ জোহর।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রান্নাবান্না

নারকেলের নাড়ু

এবারের পুজোয় এখনো যারা নাড়ু বানাননি, তারা আজই বানিয়ে নিন। সনাতন ধর্মালম্বী ছাড়াও অন্যরা ছুটিতে বাসায় নাড়ু বানাতে পারেন। রেসিপি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ: নারকেল ১ টি, গুড় বা চিনি ১ কাপ, এলাচ ও দারুচিনি ২/৩ পিস করে, গুড়া দুধ ২ টেবিল চামচ, মুড়ি ১ কাপ।

প্রস্তুত প্রণালি: প্রথমে নারকেল কুড়িয়ে নিতে হবে। কুড়ানো নারকেল, গুড়, চিনি, এলাচ ও দারুচিনি একসাথে ভালোভাবে মেখে প্রায় ঘন্টাখানেক রেখে দিন। চুলায় পাত্র বসিয়ে নারকেলের মিশ্রণ দিয়ে নাড়াচাড়া করে এমন অবস্থায় নামাতে হবে যেন নারকেল ও গুড় বা চিনি আঠালো হয়ে আসে। গুড়া দুধ ও মুড়ি গুড়ো দিয়ে আবারো নাড়তে হবে। ঠান্ডা হলে গোল গোল করে নাড়ু বানিয়ে মুড়ির গুড়োয় গড়িয়ে পরিবেশন করুন।

পুজোর তিন খাবার

রুই মাছের কালিয়া, পেশোয়ারি মাটন ও বাসন্তী পোলাও।

পুজোতে পাতে মাছ, মাংস ও বাহারি খাবার থাকা চাই। এ দিনে বাসায় রান্না করতে পারেন বাসন্তী পোলাও, ঝাল মিষ্টি পেশোয়ারি মাটন ও রুই মাছের কালিয়া। রেসিপি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

বাসন্তী পোলাও

উপকরণ : পোলাও চাল ৫০০গ্রাম, গাজর ১ টি, বুটের ডাল সেদ্ধ আধা কাপ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল আধা কাপ, গুঁড়া দুধ ২ টেবিল চামচ, এলাচ ও দারুচিনি ২ পিস করে, ঘি ২ টেবিল চামচ।

প্রস্তুত প্রণালি: হাড়িতে সয়াবিন তেল গরম করে এলাচ ও দারুচিনি দিয়ে ফোড়ন দিন। এবার আদা বাটা, লবণ ও পানি দিন। পানি পানি ফুটে উঠলে গুড়া দুধ, ঘি দিন। এবার ধুয়ে রাখা চাল দিন। ঢাকনাসহ রান্না করুন। তারপর কিউব করে কাটা গাজর, বুটের ডাল সিদ্ধ দিয়ে নেড়ে ঢাকনাসহ ১০ মিনিট রান্না করুন। নেড়ে নামিয়ে নিন।

ঝাল মিষ্টি পেশোয়ারি মাটন

উপকরণ: মাটন ১ কেজি, টকদই ১ কাপ, আদা ও রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, জিরা গুড়া ১ চা চামচ, শাহী জিরাগুড়া আধা চা-চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, গরম মসলা গুঁড়া ১ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, কাজুবাদাম বাটা ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ১০/১২ টি, টমেটো সস ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল আধা কাপ এবং ঘি ১ টেবিল চামচ।

প্রস্তুত প্রণালি: মাটন, টকদই ও সব গুড়া মসলা দিয়ে মাখিয়ে ঢেকে রাখুন ২/৩ ঘন্টা। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি হালকা বাদামি করে ভেজে নিন। মাখানো মাংস দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে ঢাকনা খুলে অল্প আঁচে রান্না করুন। কষানো হলে যদি মাংস সিদ্ধ না হয়, তাহলে সামান্য পানি দিয়ে ঢেকে মাংস সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। মাংসের ওপর তেল ভেসে উঠলে কাঁচা মরিচ, টমেটো সস দিয়ে দমে রাখুন ১০ মিনিট। হয়ে গেলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

রুই মাছের কালিয়া

উপকরণ: রুই মাছ ৬ পিস, লবণ স্বাদমতো, সরিষার তেল আধা কাপ, এলাচ ও দারুচিনি, তেজপাতা, গোটা জিরা (ফোড়নের জন্য), শুকনো মরিচ ২ টি, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদ-মরিচ-ধনিয়া গুড়া আধা চা-চামচ করে, টমেটো পেষ্ট আধা কাপ, কাজুবাদাম বাটা ১ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি ৫/৬ টি, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, গরম মসলা গুঁড়া আধা চা-চামচ।

প্রস্তুত প্রণালি: মাছ ধুয়ে লবণ ও হলুদ মাখিয়ে হালকা বাদামি করে ভেজে নিন। পাত্রে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি সামান্য ভেজে নিন। পেঁয়াজ বাটা, এলাচ ও দারুচিনি, তেজপাতা, গোটা জিরা সব নেড়ে ২ মিনিট ভাজুন। অল্প পানি দিয়ে টমেটো পেস্ট, আদা ও রসুন বাটা, হলুদ-মরিচ-ধনিয়া গুড়া দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার আধা কাপ পানি দিয়ে ফুটে উঠলে বাদাম বাটা, মাছ ভাজা, কাঁচা মরিচ, গরম মসলা গুঁড়া, ধনেপাতা কুচি দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন।

সবজির লাবড়া

পুজোতে নিরামিষে অন্যতম আকর্ষণ সবজির লাবড়া। সঠিক রেসিপিতে লাবড়া রান্না করলে খেতে অসাধারণ লাগে। এবারের পুজোয় বিভিন্ন ধরনের সবজি নিয়ে লাবড়া রান্না করুন। লুচি কিংবা ভাতের সাথে খেতে বেশ ভালো লাগবে। রেসিপি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী স্মৃতি সাহা।

উপকরণ: পেঁপে কিউব ১ কাপ, বরবটি ১ কাপ, পটল কিউব ১ কাপ, কুমড়ো কিউব ১ কাপ, লাউ কিউব ১ কাপ, ধনেপাতা কুচি অল্প পরিমাণে, কাঁচামরিচ ৩/৪টি, বাঁধাকপি কুচি ১ কাপ, বেগুন কুচি আধাকাপ, আলু কিউব আধা কাপ, তেল ১ কাপ, শুকনা মরিচ, তেজপাতা।

প্রস্তুত প্রণালি: পাত্রে তেল দিয়ে শুকনা মরিচ, তেজপাতা, পাঁচফোড়ন দিয়ে সব সবজি দিতে হবে। লবণ, হলুদ দিতে হবে। কাঁচামরিচ ও আধা কাপ পানি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সবজি নরম হয়ে এলে ১ চামচ চিনি দিয়ে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিতে হবে।

পাট পাতার বড়া ও আমড়ার অম্বল

দুর্গাপূজা চলছে। পূজার দিনগুলোতে নতুন নতুন খাবার রান্না করুন। অন্যান্য নিরামিষের সঙ্গে রাখতে পারেন পাট পাতার বড়া ও আমড়ার অম্বল। রেসিপি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আলিফ রিফাত।

পাট পাতার বড়া

উপকরণ: পাট পাতা ৩০-৪০টি, চালের গুঁড়া ১/৪ কাপ, ময়দা ১/৪ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ১/৪ কাপ, বেসন ১/৪ কাপ, চিলি ফ্লেক্স ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া ১/২ চা চামচ, কালিজিরা ১/২ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, পানি পরিমাণমতো, বেকিং পাউডার ১/২ চা চামচ, ভাজার জন্য তেল।

প্রস্তুত প্রণালি: পাট পাতা ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। তেল বাদে বাকি সব উপকরণ ও পানি দিয়ে গোলা তৈরি করুন। গোলা খুব পাতলা কিংবা বেশি ঘন করা যাবে না। দু-তিনটি পাট পাতা একসঙ্গে নিয়ে গোলায় চুবিয়ে ডুবো তেলে মুচমুচে করে ভেজে নিতে হবে।

আমড়ার অম্বল

উপকরণ: আমড়া ৪টি, চিনি বা গুড় ২ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, জিরা, ধনিয়া, শুকনা মরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ।

প্রস্তুত প্রণালি: আমড়া লম্বা করে টুকরা করে নিতে হবে। একটা প্যানে পরিমাণমতো লবণ দিয়ে আমড়া সেদ্ধ করে নিতে হবে। আমড়া সেদ্ধ হয়ে গেলে চিনি বা গুড় দিতে হবে। চিনি গলে মাখা মাখা হলে গুঁড়া মসলা দিয়ে নামিয়ে ফেলতে হবে।

ঘরেই ফুলকো লুচি বানাবেন যেভাবে

লুচি ছাড়া দুর্গাপূজার কথা ভাবাই যায় না। পুজোর পাঁচদিন নিরামিষ ও মিষ্টি জাতীয় খাবারের সঙ্গে লুচি বেশ জমে ওঠে। তবে, অনেকের লুচি ঠিকঠাক ফুলে না। ঘরে বসে ফুলকো লুচি বানাতে সঠিক রেসিপি জেনে নিন। রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ: ময়দা ২ কাপ, বেকিং পাউডার ১/২ চা চামচ, লবণ পরিমাণ মতো, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ, পানি পরিমাণ মতো, সয়াবিন তেল ভাজার জন্য।

প্রস্তুত প্রণালি: ময়দা, লবণ, বেকিং পাউডার, ঘি, সয়াবিন তেল দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে ময়ান দিয়ে খামির তৈরি করুন। ঢাকনা দিয়ে রেখে দিন ১ ঘন্টা। ছোট ছোট লেচি কেটে গোল ও হালকা মোটা করে বেল নিন। পাত্রে তেল গরম করে হালকা বাদামি করে ভেজে তুলুন। তৈরি হলে পরিবেশন করুন।

ঘরে বানান ব্রিনজাল কিমা চিজ মোসাকা

মাঝে মাঝে পরিবারের সবার জন্য ভিন্ন খাবার রান্না করুন। সন্তানদের টিফিনেও দিন মজাদার ও সুস্বাদু খাবার। এতে একই খাবার খেতে খেতে তাদের মধ্যে একঘেয়েমি চলে আসবে না। কোনো একদিন মজাদার ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পদ ব্রিনজাল কিমা চিজ মোসাকা তৈরি করে সবাইকে চমকে দিতে পারেন। রেসিপি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী সীমা শওকত।

উপকরণ: মাটন, চিকেন কিংবা বিফ কিমা আধা কেজি, পেঁয়াজ কিমা আধাকাপ, রসুনকুচি ১ টেবিল চামচ, জিরাবাটা ১ চা চামচ, আদা কুচি ১ চামচ, গরম মশলার গুড়া ১ চামচ, তেল ৪ টেবিল চামচ, গোলমরিচের গুড়া ১ চামচ, লবণ পরিমাণমতো, মরিচ গুড়া ১ চামচ, ওয়েষ্টার সস ১ টেবিল চামচ, টমেটোর সস আধাকাপ, বেগুন ২ টি, আলু আধাকেজি, ময়দা ও কর্নফ্লাওয়ার আধা কাপ, সরিষাবাটা ১ চামচ, মোজরেলা চিজ ১ কাপ

প্রস্তুত প্রণালি: প্রথমে কিমা শুধু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করুন। পাত্রে তেল দিয়ে রসুনকুচি ও পেঁয়াজ দিন। বাদামি হলে বাকি সব মশলা ও কিমা দিয়ে নাড়ুন। টমেটোর সস, ওয়েস্টার সস, পরিমাণমতো লবণ দিয়ে নেড়ে নামান। ময়দা ও কর্নফ্লাওয়ার, গোলমরিচের গুড়া, সরিষাবাটা, লবণ পানি দিয়ে সুন্দর গোলা তেরি করুন। বেগুন গোল করে পাতলা করে কেটে নিন। ওই মিশ্রণে বেগুন ডুবিয়ে ডুবো তেলে বাদামি করে ভাজুন।

আলু সিদ্ধ করে চটকিয়ে তাতে ভাজা পেঁয়াজ, শুকনো মরিচ ভাজা, গোলমরিচের গুড়া, লবণ, ২ চামচ ঘি দিয়ে মেখে নিন। যে পাত্রে মোসাকা দেবেন সেখানে বাটার ব্রাস করুন। নিচে আলু লেয়ার করে তার উপর বেগুন ভাজা দিন। তার উপর কিমা, বেগুন, আবার কিমা দিন। উপরে মোজরেলা চিজ সাজিয়ে দিন। ওভেন ৫ মিনিট প্রিহিট করুন। ২৫০ ডিগ্রি তাপে ১০ /১৫ মিনিট বেক করুন।

সবজির ললিপপ

এই আশ্বিনের রোদবৃষ্টির মাখামাখিতে মন চায় ভিন্ন স্বাদের কিছু খেতে। তাই সবজির ললিপপের এক অন্যরকম খাবারের রেসিপি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী - সোনিয়া রহমান

উপকরণ : শাপলা ১ আঁটি, ডিম ১টি, টোস্ট বিস্কুটের গুঁড়া ১ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, হলুদ আধা চা-চামচ, মরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, জিরার গুঁড়া আধা চা-চামচ, ধনেগুঁড়া সিকি চা-চামচ, লবণ পরিমাণ মতো।

প্রণালি : সব উপকরণ আধা কাপ পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে ফেটিয়ে নিতে হবে। শাপলা ডাঁটা ছিলে ফুটন্ত পানিতে লবণ দিয়ে

যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিন, আঞ্চলিকতাকে নয়: রুহুল-জাহিদ

সোসাইটিকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্টজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা। গত ১৪ অক্টোবর সোমবার রাতে নিউইয়র্কে ব্রুকলিন ও কুইন্সের সীমারেখায় অবস্থিত ওজোনপার্কে একটি পার্টি রুহুল-জাহিদ প্রথম প্যানেলের পরিচিতি ও নির্বাচনী জনসভায় এ আহবান জানান তারা।

রুহুল-জাহিদ প্যানেলের ওজোন পার্ক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মাহি উদ্দিনের সভাপতিত্বে জনসভায় বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি ও রুহুল-জাহিদ প্যানেলের কার্যকরী সদস্য প্রার্থী মোহাম্মদ রব মিয়া, রুহুল-জাহিদ প্যানেলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক বোরহান উদ্দিন কফিল, যুগ্ম আহ্বায়ক এম. বাসেত রহমান, সদস্য সচিব জে মোল্লা সানি, প্রধান সমন্বয়কারী আনোয়ারুল ইসলাম আনোয়ার, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের একাংশের সভাপতি মইনুল ইসলাম, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক শাহাদাত হোসেন, বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতির সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, রুহুল-জাহিদ প্যানেলের জ্যামাইকার নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব আবু নাসের, ওজোনপার্কের সদস্য সচিব গৌছ খান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিলাল চৌধুরী, সাংবাদিক আব্দুল করিম প্রমুখ।

জনসভায় রুহুল-জাহিদ প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী রুহুল আমিন সিদ্দিকী এবং সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী জাহিদ মিন্টুসহ কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য প্রার্থীরা বক্তব্য দেন। সভায় কানায় কানায় পূর্ণ ছিল পার্টি হলটি। বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

অনিয়ম ও দুর্নীতিমুক্ত সোসাইটি গড়বো: সেলিম-আলী

জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সেলিম-আলী প্যানেলের নির্বাচনী সমাবেশ। নির্বাচিত হলে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি, মূলধারায় শক্ত অবস্থান, বাংলাদেশ সেন্টার প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়ন, নতুন প্রজন্মের সঙ্গে সেতুবন্ধন সুদৃঢ় করে সোসাইটিকে আরো গণমুখি, কল্যাণকর ও জবাবদিহিতামূলক সর্বজনীন সংগঠনে রূপান্তরের প্রতিশ্রুতিও পুনর্ব্যক্ত করা হয় এই সমাবেশ থেকে।

গত ১৩ অক্টোবর রোববার রাতে জ্যামাইকার সাটফিনের হিলসাইডে একটি পার্টি হলে 'সেলিম-আলী' প্যানেলের জ্যামাইকা নির্বাচন পরিচালনা কমিটি আয়োজিত সমাবেশে এসব প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে প্যানেলটির প্রার্থীদের নির্বাচিত করতে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সেলিম-আলী প্যানেলের জ্যামাইকা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আহ্বায়ক আহসান হাবীব ও সদস্য সচিব রেজাউল আলম অপুর যৌথ পরিচালনায় এবং জ্যামাইকা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তা এবিএম ওসমান গণির সভাপতিত্বে এ সমাবেশে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহনেওয়াজ, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হোসেন খান, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী সোসাইটির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আজহারুল হক মিলন, যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম ও সদস্য সচিব কাজী তোফায়েল ইসলাম, কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির উপদেষ্টা জহুরুল নুর, সরাফ সরকার, তৈয়বুর রহমান হারুন, শাহ শহীদুল হক, সভাপতি প্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি প্রার্থী মহিউদ্দিন দেওয়ান সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক
CHITTAGONG ASSOCIATION OF NORTH AMERICA INC.

545 MCDONALD AVE BROOKLYN, NY 11218

নির্বাচন কমিশন | ELECTION COMMISSION

ELECTION 2024 RULES AND VOTING CENTER

ELECTION DATE: SUNDAY, 20 OCTOBER 2024

CENTER	NAME AND ADDRESS	HOURS	AREAS
BROOKLYN CENTER:	PS 179 202 Ave C Brooklyn, NY 11218.	9 AM - 7PM	New York: All of Brooklyn, Ozone Park, Staten Island, Manhattan, Buffalo, Florida, and Allthe voters with missing addresses from the Voter List. New Jersey: Iselin, Elizabeth, Edison.
QUEENS CENTER	IKRA PARTY CENTER 89-16 175th St, Jamaica, NY 11432.	9 AM - 7PM	New York: Queens, Bronx, All City's in Long Island. New Jersey: Jersey City, Paterson, Haledon, Detroit, Wharton, Wayne, Clifton, Cranford.
CONNECTICUT CENTER	SUPER 8 STAMFORD 32 Grenhart Rd, Stamford CT 06902.	10 AM - 6PM	CT: All Connecticut City
PENNSYLVANIA CENTER	Masjid Al-Madinah - Upper Darby Islamic Center 201 S 69th Street, Upper Darby, PA 19082.	10 AM - 6PM	Pennsylvania: All cities of Pennsylvania Other States: Delaware, Maryland, and Virginia NJ: Atlantic City, Maysland, Ventnor, Northfield, Brivantine (Brigantine,Clementon, Cherry Hill, Hamilton, WEST Berlin, Blackwoods, Roebling, Marlton, Westville, Lumberton, Borden Town, Gloucester City, Voorhees, Collings Ave, Port Monmorly, Burlington, Sickiville, Wenorah, Bellmawr, Woodbury, Runnimade, Burlington,Mount holly, Yard vill, Hamilton, Kenilworth, Old Bridge, South Amboy, New Jersey (Howell).

ELECTION RULES 2024

1. The vote will be conducted based on the voter list provided by the executive committee.
2. Name must be on the list to run for an Executive Position in the upcoming election
3. Voters must show proper identification to cast their ballot (no exceptions). The acceptable IDs will be Driver's Licenses (US Only), Non-Driver IDs (US Only), Passports (US or Bangladeshi), Green Cards with proof of address (Utility Bills or any other form of documentation), USCIS issued Works Authorizations, and any other acceptable IDs. Student IDs, employment IDs, and Social Security will not be accepted as valid identifications.
4. Only one candidate should be allowed to run for one position. If the same candidate decides to submit nominations for multiple positions, all submitted nominations will be rejected, and no appeal will be allowed in this case.
5. The voting will be conducted using secret balloting, and voters must physically be present at the voting centers to cast their ballots. The ballot should be deposited in the ballot box before the presiding officer.
6. The decision made by the election commission should be considered final in all cases.
7. The fee for the nomination form is $100(nonrefundable).
8. The candidate(s) should be able to run individually or as part of a panel. The candidate(s) must be present before the election commission to submit the nomination. The election commission will decide how the names on the ballot are arranged.
9. The final candidates list will be published in new media and on the association's notice board.
10. The Candidate(s) must submit a written complaint with the following fee to request a recount.
   a. $2500 for 1000+ voters
   b. $2000 for 500-999 Voters
   c. $1500 for 1-499 voters
11. The nomination form must be filled out clearly. If the information is not correct and readable, the nomination might be rejected. The candidate must submit the original nomination form that the commission has sealed and signed.
12. Each panel and independent candidate will be able to nominate agent(s) based on the rules set by the election commission.
13. The panels should be able to collect rules and regulations for casting ballots and will be able to provide them to voters for educational purposes.
14. Using sound enhancers, speakers, and any other instrument to produce loud sounds is strictly prohibited near polling places.
15. To maintain law and order, the law enforcement agency will be notified in case of disturbances by any candidate (s) or their supporter(s).
16. No signs will be allowed for the election, but pictures will be allowed. If manual ballots are used, the voters will use either a (√) or (X) to cast their votes. Specific procedures will be provided if Electronic Voting Machines are used.
17. The election commission may appoint observers to each center to ensure the election is run correctly. The observers will only be able to observe the election as a neutral body. They will be prohibited from campaigning for any candidate(s)/panel(s), giving any opinion, criticizing, and/or directing election staff to do anything.
18. If the result cannot be declared at the center, the remaining work will be completed at the Association's office. The Election Commission will inform all the parties about this.
19. The Election Commission will appoint Presiding and Polling Officers. They could be members or non-members of the Association.

NB: If you have requested a center change, please make sure to go to that center, as you will not be able to vote at your primary center. If you're unsure about your assigned center, please check with the Election Commission.

Sheikh M Khalid
Chife Election Commissioner
718-316-1374

Shahab Uddin Sagor *Election Commissioner* *917-353-9321*	*Mohammed A Hannan Chowdhury* *Election Commissioner* *917-669-4034*	*Mohammed Salim* *Election Commissioner* *917-691-7721*	*Ruhul Amin* *Election Commissioner* *347-633-8625*

ELECTION DAY RULES

1. **Presiding Officer's Authority**
   The Presiding Officer at each center will have the primary decision-making authority. For complex cases, the Election Commission will be available for assistance.
2. **Instantaneous Rule Creation**
   The Presiding Officer may establish immediate rules to maintain a proper election environment. All candidates and voters are required to comply with these rules.
3. **ID Verification**
   Multiple checkpoints will verify voter IDs.
   a. Security Checkpoint: Ensures everyone has their ID ready in hand.
   b. Polling Officer: Verifies the ID against the voter list to confirm eligibility.
   c. Voting Company: A secondary ID check may be conducted based on the voting collection process.
4. **Candidates' Presence Inside the Voting Center**
   Once candidates cast their vote, they are not permitted to remain inside the voting center unless the Presiding Officer grants permission for a valid reason.
5. **Agent Nomination Restriction**
   Candidates cannot nominate themselves to act as an agent.
6. **Ballot Counting Observation**
   Only the Presiding Officer, Polling Officer, Election Commissioners, and designated Agents can observe the vote-counting process. Only authorized Election Commission personnel will be permitted to handle the ballots.
7. **Communication Device Prohibition**
   Cell phone use or other communication devices during the vote-counting process is strictly prohibited. Violators will be asked to leave the premises and not be allowed to return.
8. **Rule Adjustments**
   The Election Commission may adopt and publish new rules to ensure the smooth running of the election process.
9. **Authorized Persons for Election Day**
   Authorized individuals for each panel and independent candidate may be nominated as follows:
   a. Panel:
   i. Agents:
   o Queens and Brooklyn: 3 agents per center (2 allowed at a time).
   o PA and CT: 2 agents per center (1 allowed at a time).
   ii. Authorized Person (for communication with EC personnel):
   o Queens and Brooklyn: 2 percenter (1 allowed at a time).
   o PA and CT: 1 per center.
   b. Independent Candidate:
   o one agent and one authorized person for each center.
10. **Agent and Authorized Person Presence**
    Agents may remain inside the voting center during election hours. Authorized people, however, may stay up to 30 minutes or the time needed to complete their interaction with EC personnel.
11. **Voter Interference**
    Any form of voter interference, including solicitation of votes or promotion of candidates, is strictly prohibited inside the voting center. Violators will be removed and will not be allowed to return. The Presiding Officer's decision in these matters is final.
12. **Challenging Voter Identity**
    Agents may challenge voters' identities but cannot request physical IDs directly. Only Election Commission authorized personnel are allowed to handle ID verification.
13. **Challenge Protests and Fines**
    Agents must carefully evaluate before challenging a voter. Agents found to be making excessive, unsuccessful challenges will face penalties. After the first three failed challenges, a fine of $50 (paid in cash to the Presiding Officer) will be imposed. Subsequent unsuccessful challenges will incur a $50 fine each time.
14. **Priority Access:**
    a. Voters with visible or declared disabilities will be given priority access to the voting process. This includes the option to avoid waiting in line.
    b. Presiding officers at each voting center will ensure that priority lanes or seating arrangements are available to accommodate these voters.
    c. Voters needing priority access should make their needs known to the presiding officer or staff upon arrival.
15. **Assistance for Voters:**
    o If a voter requires assistance due to physical limitations, lack of computer knowledge, or other challenges that impact their ability to vote independently, the voting company's support people will be there to help. They may be allowed to bring an assistant into the voting area if they still need assistance.
    o The presiding officer can approve such assistance on a case-by-case basis.
    o The assistant's role is strictly to aid the voter in understanding and operating the voting equipment or process. They are not permitted to influence the voter's decision in any way.
    o The voter and assistant will be asked to sign a declaration form confirming the need for assistance and acknowledging that no coercion is involved.

PUBLISHED BY: ELECTION COMMISSION

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউ ইয়র্কে মিরিট কাবারের আরও একটি নতুন শাখার শুভ উদ্বোধন হয়েছে ৭৪স্টিটের কর্নার ও ৩৭ এভিনিউ-তে

আপনাদের সেবায় আমরা-

১. গরম-গরম ধোঁয়া ওঠা কাচ্চি বিরিয়ানি, পাশে এক গ্লাস ঠান্ডা বোরহানি আর সামনে এক বাটি ফিরনি।

২.কাবাব,পোলাওয়ের প্লেটে একটুকরা কাবাব না থাকলে পূর্ণতা পায় না।

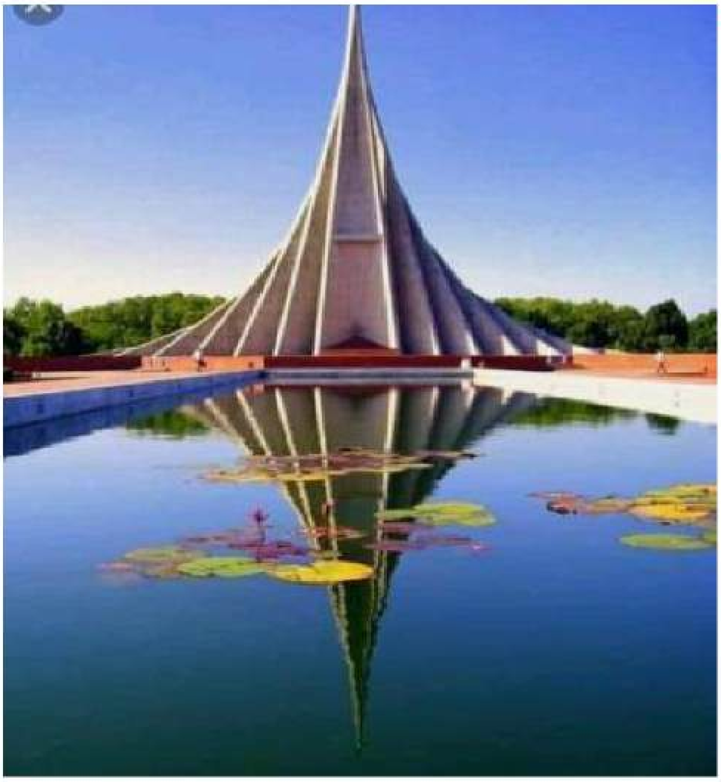

রসনাতৃপ্তিতে আমরা আপনাদের পাশে

৩. শিঙাড়া, সমুচা,চায়ের সঙ্গে স্ন্যাকস বা হালকা নাশতায় সমুচার বিকল্প পাওয়া দায়।

৪. পরোটা,সাদা পরোটা থেকে পনির বা কিমা পরোটা এবং সবার চেয়ে জনপ্রিয় মোগলাই পরোটা মোগলদের আবিষ্কার।

৫. জিলাপি

MERIT KABAB PALACE

We specialized in Indoor & Outdoor Catering

Owner: Abdul Alim

37-67 74th St. Jackson Heights, NY 11372

Tel: 718-396-5827

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

ELECTION COMMISSION 2024

BANGLADESH SOCIETY INC.

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547
info@electioncommissionbds.com • www.bangladeshsocietyinc.com

A Not-For Profit, Tax Exempt 501(c)(3) Socio-Cultural Organization. Established: 1976 * Tax ID: 80-0508683

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ সোসাইটির সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাহী কমিটির ২০২৫-২৬ মেয়াদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নিম্নে বর্ণিত সময়সূচী ও ৫টি কেন্দ্রের নির্ধারিত জিপকোড অনুযায়ী ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

POLLING CENTERS WITH ZIP CODE

- **QUEENS: Gulshan Terrace (Dhaka Club), 59-15 37th Ave. Woodside, NY 11377**

10001, 10002, 10003, 10009, 10010, 10011, 10013, 10016, 10017, 10018, 10019, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10027, 10029, 10030, 10032, 10034, 10035, 10036, 10037, 10038, 10039, 10069, 10118, 10128, 10280, 11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11322, 11347, 11354, 11355, 11356, 11357, 11358, 11363, 11366, 11367, 11368, 11369, 11370, 11371, 11372, 11373, 11374, 11377, 11378, 11379, 11396, 11473, 91020, 20155, 14220, 14210, 06890, 06040, 20121, 14221, 14225, 10550, 12209, 13850, 11783, 07631, 14206, 10520, 11724, 11738, 78665, 48015, 14208, 14218, 10099, 10552, 14216

- **OZONE PARK: Muna Center of New York, 8050 Pitkin Ave., Ozone Park, NY 11417**

11417, 11416, 11420, 11208, 11207, 11415, 11419, 11421, 11418, 11414, 14116, 11471, 14115, 11239, 11692, 11385, 22414

- **BROOKLYN: P.S. 179 - 202 Avenue C Brooklyn, NY 11218**

11216, 11204, 11218, 11230, 11236, 10314, 11203, 11691, 11219, 11214, 11234, 11224, 11226, 10310, 11232, 11228, 11238, 11213, 11210 11206, 11209, 10303, 11221, 11215, 11212, 11211, 10312, 11205, 11672, 11235, 11233, 11201, 14221, 11217, 11298, 14208, 2121, 11248 11220, 21207, 11321, 11229, 11270, 12218, 10301, 11231, 11693, 11223, 10305, 12208, 1126, 11818, 112226, 11318, 112219, 111208

- **BRONX: Golden Palace, 14-51 Union Port Road, Bronx, NY 10462**

10460, 10462, 10458, 10468, 10467, 10461, 10470, 12603, 06033, 10954, 07055, 10453, 10473, 10707, 10962, 10485, 10472, 10605, 10465 10583, 10451, 11803, 10543, 10452, 10469, 06605, 10640, 1046, 19115, 10459, 07508, 07666, 10457, 07522, 07604, 10463, 07631, 08807, 11462, 06902, 02140, 10466, 10455, 467, 06401, 07424, 16462, 08879, 10456, 10642, 07502, 10704, 06461, 06040, 10705, 10801, 10708, 10701, 08043, 08554, 19152, 08401, 11510, 06810, 11467, 10416, 11472, 10065, 07072, 07013, 10672, 06769, 10743, 10482, 11452, 08081, 06759, 10474, 10552, 07513, 07524, 14215, 08854, 07410, 10488, 06042, 19111, 07470, 10454, 10471, 07306, 17882, 10710, 1976, 10742, 10400, 10432, 10762, 10475, 08406, 10700, 06095, 1979, 07501, 060462, 1060, 10470

- **JAMAICA: Ikra Party Center, 89-16 175th Street, Jamaica, NY 11432**

11432, 11423, 11542, 11365, 11040, 11412, 11433, 11435, 11767, 11428, 11598, 11746, 11753, 11784, 11411, 11426 ,11429, 11175, 11590, 11553, 11756, 11436, 11714, 11791, 11566, 11801, 11545, 11001, 11729, 11576, 11747, 11003, 11366, 11596, 11153, 11710, 11554, 11568, 11364, 11434, 11375, 11427, 11361, 11720, 11550, 11530, 11004, 11706, 11580, 11520, 11422, 11581, 11432, 11510, 11430, 11343, 11741, 11565, 11412, 11342, 11010, 11779, 11738, 11776, 11752, 11413, 11113, 10435, 11572, 11733, 11735, 2055, 11501, 11788, 11433, 11424, 11437, 114434, 11432, 22040, 11716, 14433, 11345, 11744, 11798, 11081, 11763, 11425, 11333, 11562, 11704, 11766, 114133, 11406, 11471, 1186, 11575, 11536, 11731

1. **No voter will be allowed to cast his or her vote without photo ID. The following forms of identification may be accepted: Driver's License, State ID, NYC ID, Green Card, Work Authorization Card and Passport.**
2. **Campaigning, placement of posters, banners or distribution of flyers etc. are prohibited within 200 ft. of the polling area. Commission will remove poster/banner within this area and may back charge to the related candidate(s).**
3. **No radio speaker or any noise-making devices will be allowed in the vicinity of the polling area.**
4. **In the event of any unauthorized and unlawful conduct by any candidate or any other person in the election center on the Election Day, the local law enforcement agency will be notified immediately.**
5. **Only Disabled with wheelchair voter may nominate one assistant to cast his/her vote.**
6. **No candidate will enter to the center without Commission's permission. Candidate may check the center one time for a period of max.10 minutes. If malfunction of voting machine is detected the candidate will be allowed to check.**
7. **Life members may get access to voting center directly by showing LM CARD to cast their vote.**
8. **Voters of one center cannot cast vote in another center (including candidates/life members/polling agent). Only presiding officer, polling officer will be allowed to cast their votes at their working center.**
9. **Each Voter's Name & Year of Birth on the Photo ID must match with the Name & Year of Birth on the voter list.**
10. **The Election Commission shall decide any matter that is undefined, unclear and contradict in either part of the election by-laws or the constitution. Commission reserves all rights to make any necessary modifications to these clauses and add additional clauses if necessary.**

নির্বাচনের তারিখ: ২৭শে অক্টোবর, ২০২৪ রবিবার (সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা)

নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে

Election Commission 2024 / নির্বাচন কমিশন ২০২৪

S.M. Jamal U. Ahamed (Jony)	Mohammed A. Hakim Miah	Mohammed Anwar Hussain	Mohammed A. Mannan	Mohammed Helal Uddin	Mehboobur Rahman (Badal)	Ahbab Chowdhury
Chief Election Commissioner	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*
718-288-3838	*347-332-3653*	*347-429-5932*	*646-752-5305*	*917-669-4668*	*347-993-6461*	*917-969-1991*

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

মনজুর আহমদ ও রেখা আহমদের

সাংবাদিকতা শেষে সম্প্রতি অবসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ৮১ বছর বয়সী মনজুর আহমদ প্রায় আড়াই যুগ নিউইয়র্ক প্রবাসী জীবনের দশ বছর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ ছাড়লেন।

সাংবাদিক মনজুর আহমদ-এর অবসরগ্রহণ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার (৩ অক্টোবর) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেঁস্তোরায় তাঁর স্নেহস্পদ সাংবাদিক অকবর হায়দার কিরণ ও ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী আয়োজন করেন এক প্রীতি সম্মিলনের। অনুষ্ঠানের আরেক মধ্যমনি ছিলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রেখা আহমদ। 'শ্রদ্ধেয় মনজুর আহমদ-এর সাথে কিছুক্ষণ' শিরোনামের এই আড্ডা অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিলো ইউটিউব চ্যানেল 'কিরণ টিভি' এবং রূপা খানম ও সিমু আফরোজা। বিশেষ এই অনুষ্ঠানে মূল উদ্দেশ্য ছিলো সাংবাদিক মনজুর আহমদ ও রেখা আহমদ দম্পতির 'অসাধারণ দাম্পত্য' জীবনের গল্প জানা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন তাঁর চারযুগের একান্ত পরিচিত ও স্নেহধন্য সাংবাদিক-লেখক আকবর হায়দার কিরন। খবর ইউএনএ'র। অনুষ্ঠানে 'মনজুর আহমদ-রেখা আহমদ' দম্পতিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। অন্তডার ফাঁকে ফাঁকে প্রবাসের জনপ্রিয় এই দম্পতি নিয়ে কথা বলেন- বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, প্রবীণ সাংবাদিক সাঈদ তারেক, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, শিল্পী রাগিব আহসান, বাংলাদেশ ফাইন আর্টস একাডেমী (বাপা)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ফরিদা ইয়াসমীন, সাংবাদিক-লেখক মনিজা রহমান, গ্লোব বাংলা'র সম্পাদক আবু নছর মিনার, শাহ গ্রুপ-এর কর্ণধার শাহ জে চৌধুরী, কবি রওশন হাসান, লেখক রাজিয়া নাজমী, এইচ বি রিতা, শেলী জামান খান ও ভায়লা সালিনা লিজা, শিল্পী শহীদ উদ্দিন, বিশিষ্ট অভিনেত্রী প্রতিমা সুমী, সফি মাহমুদ, আহমেদ হায়দার সহ আরো অনেকে।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের

অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো শুভেচ্ছা বিনিময়, ক্লাবের নতুন সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণ, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, সঙ্গীত আর নৈশভোজ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মু. ফখরুল ইসলাম মাসুম। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর বিশ্বে নিহত সকল সাংবাদিকদের স্মরণে

এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ডা. ওয়াজেদ এ খান। পরবর্তীতে ক্লাবের নতুন উপদেষ্টামন্ডলী ও নতুন সদস্যদেরকে পরিচয় করিয়ে দেন ক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম। তাদের ফুল দিয়ে বরণ করেন সাবেক সভাপতি আবু তাহের ও ডা. ওয়াজেদ এ খান, সিনিয়র সাংবাদিক জয়নাল আবেদীন, ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদারসহ কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ।

এরপর ক্লাবের উপদেষ্টা, কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্য থেকে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা মনজুর আহমেদ, মাঈনুদ্দীন নাসের, মাহমুদ খান তাসের ও এবিএম সালেউদ্দিন, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাবেক সভাপতি আবু তাহের, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাবেক সহ সভাপতি রিমন ইসলাম, ক্লাব সদস্য ড. কনক সারোয়ার, ইমরান আনসারী, ফরিদ আলম ও শেখ খোরাশান এবং নতুন সদস্যদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন ইলিয়াস হোসেন।

এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্য থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. আবু জাফর মাহমুদ, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ, কুইন্স ডেমোক্রাট পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, অ্যাসাল-এর ন্যাশনাল সভাপতি মাফ মিসবাহ উদ্দিন, 'ব্লাক ডায়মন্ড' খ্যাত জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী বেবী নাজনীন, যমুনা টিভি'র বিশেষ প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ তুহিন, বিশিষ্ট রাজনীতিক এএসএম রহমতউল্লাহ ভূইয়া, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী রুহুল আমীন ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী জাহিদ মিন্টু। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব আলমগীর হোসেন সরকার ও কার্যকরী পরিষদ সদস্য রওশন হক।

স্বাগত বক্তব্যে ডা. ওয়াজেদ এ খান ক্লাব প্রতিষ্ঠার অন্যতম পুরধা, ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মরহুম ফাজলে রশীদকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে ক্লাব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক নিউইয়র্ক সময় সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ জিকো, সাপ্তাহিক রানা'র সম্পাদক জয়নাল আবেদীন ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য সাঈদ তারেক, জয়বাংলা টিভি'র আদিত্য শাহীন, সাপ্তাহিক সাদা-কালো'র নির্বাহী সম্পাদক আবুল কাশেম, সাংবাদিক সৌরভ ইমাম, বাংলাদেশী-আমেরিকান এডভোকেসী গ্রুপ (বাগ)-এর সভাপতি জয়নাল আবেদীন ছাড়াও আজিজুল হক, আব্দুল হামিদ সোহেল, আব্দুস সাত্তার, আমিন খান মেহেদী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রকি আলিয়ান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট দেলোয়ার হোসেন শিপন, দেওয়ান কাউসার, মনির হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও প্রেসক্লাবের সদস্যরা সপরিবারে অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

পররাষ্ট্র সচিবের সাথে বৈঠকে বাংলাদেশের সংস্কার

বিষয়সমূহ উঠে আসে। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের আকাঙ্খা বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সমর্থনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিহিত করে, এ সমর্থনের জন্য তিকার্লোকে ধন্যবাদ জানান পররাষ্ট্র সচিব মোঃ জসিম উদ্দিন।

বৈঠকে তাঁরা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা ও শান্তি বিনির্মাণ কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবদান এবং দীর্ঘস্থায়ী রোহিঙ্গা সংকট বিষয়েও আলোচনা করেন। এসময় পররাষ্ট্র সচিব জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের উর্ধ্বতন নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য আন্ডার সেক্রেটারি-জেনারেলকে অনুরোধ জানান। রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আলোচনায়, পররাষ্ট্র সচিব রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বৈশ্বিক মনোযোগের পাশাপাশি বৈশ্বিক পদক্ষেপের ওপর জোর দেন। তিনি মিয়ানমারের বর্তমান সংঘাতময় পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন, যা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে নতুন করে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশের ক্ষেত্র তৈরি করছে। সমগ্র অঞ্চলে এই সংকট ছড়িয়ে পড়ার আশংকা প্রকাশ করে, মিয়ানমারের চলমান সঙ্কট নিরসন এবং রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান পররাষ্ট্র সচিব।

তিনি জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূতের প্রতি বাংলাদেশের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তাবটি উল্লেখ করে, পররাষ্ট্র সচিব এ সম্মেলন আয়োজনে জাতিসংঘের সহযোগিতা কামনা করেন।

আলোচনার সময়, আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এবং জাতিসংঘে মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের অফিসের মধ্যে চলমান সহযোগিতার প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশের সংস্কার উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেন। রোহিঙ্গা ইস্যুতে, তিনি আশা প্রকাশ করেন যে জাতিসংঘ মহাসচিবের নতুন বিশেষ দূত মিস জুলি বিশপ সামগ্রিকভাবে এই সমস্যা মোকাবেলায় সকল অংশীজনের সাথে কাজ করে যাবেন।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন

নিউইয়র্ক : বৈঠকের পূর্বে পররাষ্ট্র সচিব জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে 'নারীর অগ্রগতি' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করে। প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি নারী শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগের গুরুত্ব এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি নারী শিক্ষা, জেন্ডার সমতা, ডিজিটাল বিভাজন দূরীকরণ, এবং নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে তাদের সুস্থতা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগসমূহের উপর আলোকপাত করেন। পররাষ্ট্র সচিব, ১৯৯৫ সালের বেইজিং ঘোষণা এবং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন, ঈউউঅড এবং নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা (ডচব) এজেন্ডার প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং ২০০০ সালে নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা (ডচব) এজেন্ডার প্রতিষ্ঠাতা রেজ্যুলেশন ১৩২৫ গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের তৎকালীন অস্থায়ী সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

New York Endocrine & Diabetes Center

এন্ডোক্রাইন ও ডায়াবেটিস স্পেশালিষ্ট

Dr. Kaushik Mandal, MD, FACP
Board Certified
(Endocrinologist, Diabetes and Obesity Specialist)
with TJH Medical services PC
Affiliated with Jamaica Hospital

Location: 134-20 Jamaica Ave, 1st floor, Jamaica, NY 11418

(Located next to the subway Jamaica Sutphin Blvd
Parking $4 fee for patient flat fee)
Patients can call 718-206-6742 to make an appointment.

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক
Chittagong Association of North America Inc.
নির্বাচন ২০২৪, তারিখঃ ২০ ই অক্টোবর, রবিবার
"সবার জন্য হউক নিরাপদ এবং গ্রহনযোগ্য চট্টগ্রাম সমিতি"
তাহের-আরিফ পরিষদকে A লাইনে ভোট দিন
A1
মোঃ আবু তাহের
সভাপতি পদপ্রার্থী
Mohammed Abu Taher
President
A5
মোঃ আরিফুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Md Ariful Islam
General Secretary
A2 মোহাম্মদ আলী নুর
সিনিয়র সহ-সভাপতি
Mohammed Ali Noor
Sr. Vice President
A3 হাজী মোহাম্মদ টি আলম
সহ-সভাপতি
Hazi Mohammed T Alam
Vice President
A4 ফরিদ আহমেদ চৌধুরী (তারেক)
সহ-সভাপতি
Farid A Chowdhury
Vice President
A6 মোঃ কলিম উল্যাহ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
Md Kalim Ullah
Joint General Secretary
A7 মোঃ নওশাদ কামাল
সহ-সাধারণ সম্পাদক
Md Nowshad Kamal
Assistant General Secretary
A8 মোঃ শফিকুল আলম
কোষাধ্যক্ষ
Md Shafiqul Alam
Treasurer
A9 মোহাম্মদ নুরুল আমিন
সহকারী-কোষাধ্যক্ষ
Mohammed N Amin
Assistant Treasurer
A10 মোঃ তানিম মহসিন
সাংগঠনিক সম্পাদক
Md T Mohsin
Organizing Secretary
A11 অজয় প্রসাদ তালুকদার
দপ্তর সম্পাদক
Ajoy P Talukder
Office Secretary
A12 ইমরুল কায়সার
সহকারী দপ্তর সম্পাদক
Imrul Kaiser
Assistant Office Secretary
A13 মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী
Mohammed A Chowdhury
Educational & Cultural Secretary
A14 মোহাম্মদ জাবের শফি
Mohammed Z Shafi
Publicity & Publication Secretary
A15 মোঃ আকতার হোছাইন
Mohammed A Hossain
Social Welfare Secretary
A16 মোহাম্মদ ইসা
Mohammed Icha
Sports Secretary
A17 মোহাম্মদ নাসির চৌধুরী
Mohammed Nasir Chowdhury
Executive Member
A18 পল্লব রায়
Pallab Roy
Executive Member
A19 মোহাম্মদ মহিম উদ্দিন
Mohammed Mohim Uddin
Executive Member
VOTE for TAHER-ARIF PANEL
A লাইনে
তাহের-আরিফ পরিষদকে
আপনার মূল্যবান ভোট দিন
আপনার ভোটার নাম্বার ও সকল তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
347-416-0632
516-784-9706
718-415-2528
347-283-4202
917-775-4178
646-932-4342
646-660-0287
347-839-9230
প্রচারেঃ তাহের-আরিফ পরিষদ, নির্বাচন পরিচালনা কমিটি।

GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
PCA AND CDPAP SERVICE
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে সহায়তা করা হয়।
Shah Nawaz MBA
President & CEO, 646-591-8396
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Ave
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
YONKERS OFFICE
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-650-6912
Fax: 917-396-4115
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820
Fax: 917-396-4115
JAMAICA AVE. OFFICE
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-481-8992
Fax: 917-396-4115
ASTORIA OFFICE
36-07 31 Street,
Astoria, NY 11106
Ph: 718-540-4130
Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক
Chittagong Association of North America Inc.

নির্বাচন ২০২৪, তারিখ: ২০ অক্টোবর, রবিবার

এক ঝাঁক অভিজ্ঞ, দক্ষ, কর্মঠ, সৎ, শিক্ষিত
ও তারুন্যের সমন্বয়ে গঠিত

মাকসুদ-মাসুদ
পরিষদকে B লাইনে ভোট দিন

"আমাদের প্রত্যাশা-সকলের জন্য চট্টগ্রাম সমিতি"

VOTE FOR MAKSUD-MASUD PANEL ON B LINE

মাকসুদ-মাসুদ পরিষদকে B লাইনে ভোট দিন

মাকসুদ-মাসুদ পরিষদকে B লাইনে ভোট দিন
VOTE FOR MAKSUD-MASUD PANEL ON B LINE

প্রচারেঃ মাকসুদ-মাসুদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি।

ব্রুকলিনে
সর্বশেষ
নির্বাচনী সভা

১৮ অক্টোবর ২০২৪
শুক্রবার
সন্ধ্যা ৬:০০ টায়

৪৮৭ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ (পুরুষ)
৫৪৩ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ (মহিলা)
ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক ১১২১৮

সভায় আপনাদের সকলের সবিনয় আমন্ত্রণ

আমন্ত্রণে

মেহবুবুর রহমান বাদল আহবায়ক (৩৪৭) ৯৯৩-৬৪৬১	মোঃ আহসান হাবীব প্রধান সমন্বয়কারী (৬৪৬) ২৮৪-৩০০৮	মোঃ জসিম উদ্দিন সদস্য সচিব (৯১৭) ৩৩৫-৩২২১

নির্বাচনী সংক্রান্ত সকল তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

917-854-4144	646-284-3008
646-363-0331	917-882-7066
347-276-4420	203-918-8005
347-993-6461	347-596-9223
917-335-3221	347-651-7903

Utshob Group

Framework Finance LLC

প্রবাসে থেকে নিশ্চিন্তে
বাড়ি করুন দেশে

এই প্রথম আপনার USA-এর
ক্রেডিট কোয়ালিফিকেশন দিয়ে
বাংলাদেশে ফাইন্যান্স করতে পারবেন
আপনার স্বপ্নের ফ্ল্যাট/জমিটি

বিস্তারিত জানতে এখনই কল করুন

516-508-6698 (USA)
+880-16786-23252 (BD)

অথবা ভিজিট করুন
www.frameworkfinance.com

118-35 QUEENS BOULEVARD FOREST HILLS TOWER,
#400, FOREST HILLS, NY 11375

NRBC BANK

BUILD

RUPAYAN GROUP

FDL
lifestyle awaits

For Online Advertisement:
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964,
E-mail: Jonmabhumi@gmail.com

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-65 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
Vol 25 No.31 Thursday 17 October 2024 Weekly Janmobhumi
অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

ট্রাম্পকে ফিটনেস চ্যালেঞ্জ কমলার
ট্রাম্পের কাছে হেরে যাচ্ছেন কমলা!

নিউইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম দিকে কমলা হ্যারিস যেভাবে এগিয়েছিলেন, তা অনেকটাই কমতে শুরু করেছে। এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে হেরে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে তার।
রোববার প্রকাশিত তিনটি জরিপে এ দাবি করা হয়।
সর্বশেষ এনবিসি নিউজের জরিপ অনযায়ী, ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থী কমলা এবং রিপাবলিকানের ট্রাম্প ৫ নভেম্বরের ভোটের আগে জাতীয়ভাবে ৪৮ শতাংশে সমতায় আছেন। কিন্তু গত মাসে একই জরিপে হ্যারিস পাঁচ শতাংশে এগিয়ে ছিলেন।
এবিসি নিউজ ও ইপসোসের সর্বশেষ জরিপে দেখা যায়, হ্যারিস সম্ভাব্য ভোটারদের মধ্যে ৫০-৪৮ শতাংশ এগিয়ে রয়েছেন। গত মাসে একই জরিপে ডেমোক্র্যাট ৫২-৪৬-বাকী অংশে ৩৭ পাতায়

পররাষ্ট্র সচিবের সাথে বৈঠকে বাংলাদেশের সংস্কার উদ্যোগের প্রতি সমর্থন

নিউইয়র্ক,গতকাল এক বৈঠকে, জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি-জেনারেল ফর পলিটিক্যাল অ্যান্ড পিস বিল্ডিং অ্যাফেয়ার্স, মিস রোজমেরি ডিকার্লো, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার উদ্যোগের প্রতি জাতিসংঘের জোরালো সমর্থনের বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। পররাষ্ট্র সচিবের প্রথমবারের মত নিউইয়র্কে সরকারী সফরকালে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বহুপাক্ষিকতার প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার এবং জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সহযোগিতামূলক নানাবিধ প্রচেষ্টার -বাকী অংশে ৩৭ পাতায়

ট্রাম্প-কমলা কাউকেই ভোট না দেওয়ার ঘোষণা আরব আমেরিকানদের

নিউইয়র্কঃ মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বাড়ছে উত্তেজনা। চলছে পাল্টাপাল্টি হুমকি আর হামলা। এমন পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড -বাকী অংশে ২৭ পাতায়

জ্যাকসন হাইটস-এ মিরিট কাবাব রেষ্টুরেন্ট-এর দ্বিতীয় শাখার উদ্বোধন

জন্মভূমি প্রতিবেদক : নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে-বাকী অংশে ২৭ পাতায়

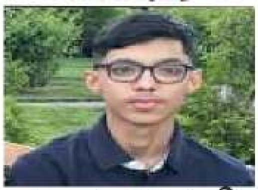

বাফেলোতে বাংলাদেশী যুবককে গুলি করে হত্যা দাফন সম্পন্ন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কের বাফেলোতে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত যুবক রওনক হক রতন (২০) কৃষ্ণাঙ্গের গুলিতে নিহত হয়েছেন। -বাকী অংশে ১৯ পাতায়

অপটিমিস্টস'র ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্কঃ মানবতার সেবার নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দ্য অপটিমিস্টস'র বার্ষিক ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের -বাকী অংশে ২৮ পাতায়

পুড়িয়ে মারল ইসরাইল, কী বলল হোয়াইট হাউস

ওয়াশিংটন ডেস্কঃ গাজায় ইসরাইলি বিমান হামলায় বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলার মতো ভয়ঙ্কর ভিডিও এবং ছবিগুলো 'ভয়ঙ্কর এবং গভীর বিরক্তিকর' বলে অভিহিত করেছে হোয়াইট হাউস। -বাকী অংশে ২৬ পাতায়

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও জলবায়ু বিষয়ে উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক

নিউইয়র্কঃ আজ, নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে, পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত মোঃ জসিম উদ্দিন এবং জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি-জেনারেল ফর -বাকী অংশে ৩৭ পাতায়

দলে বিশৃঙ্খলার সুযোগ নেই : খোকন
মহানগর উত্তর বিএনপির কর্মিসভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্কঃ বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন বলেছেন, বিএনপি-বাকী অংশে ২৮ পাতায়

মনজুর আহমদ ও রেখা আহমদের সাথে কিছুক্ষণ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): মনজুর আহমদ। বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান প্রবীণ সাংবাদিক, কথা সাহিত্যিক। দেশ ও প্রবাসে টানা প্রায় ৬৫ বছর -বাকী অংশে ৩৭ পাতায়

নিউইয়র্কে বাপার জমকালো অনুষ্ঠানে সম্প্রীতির জয়গান

হাকিকুল ইসলাম খোকন,বাপসনিউজঃনিউইয়র্কে(বাপার) বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন এর জমকালো অনুষ্ঠানে সম্প্রীতির জয়গান -বাকী অংশে ১৯ পাতায়

টাইম স্কয়ার থেকে শুরু ; পূজা সমিতির মহোৎসবে শেষ
নিউইয়র্কে দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে শারদীয় দুর্গোৎসবের সমাপ্তি

জন্মভূমি প্রতিবেদকঃ প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার সমাপ্তি হল প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে। পাঁচদিনব্যাপী দুর্গাপূজায় নিউইয়র্ক সিটিতে প্রায় ২০টি পূজা মণ্ডপ-এ বিভিন্ন সংগঠন ও মন্দির যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় গুরুগম্ভীর পরিবেশে পালন করা হয়। টাইম স্কয়ার পূজা দিয়ে শুরু এবং পূজা সমিতির পূজা দিয়ে মহোৎসবের সমাপ্তি ঘটে। প্রায় সব পূজাতেই বিপুল দর্শকের সমাগম ঘটে। উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের মাঝে ছিলো ঢাকা ও কলকাতা সহ স্থানীয় শিল্পীদের মনমাতানো গানের অনুষ্ঠান। আঞ্চলিক সঙ্গীত, সিলেটের জনপ্রিয় ধামাল নৃত্য এবং কাঠি নৃত্য ছিলো উপভোগের। শেষ দিন বিজয়া দশমীতে মহিলাদের সিঁদুর খেলা ও একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়। -বাকী অংশে ২২ পাতায়

লড়ছেন 'রুহুল-জাহিদ' ও সেলিম-আলী' প্যানেল : ভোট পেতে নানা প্রতিশ্রুতি
বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন : গভীর রাত পর্যন্ত চলছে

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'আমব্রেলা' সংগঠন হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের দ্বি-বার্ষিক (২০২৪-২০২৫) নির্বাচন আগামী ২৭ অক্টোবর রোববার।এবারের নির্বাচনে মোট সদস্য হচ্ছে প্রায় ১৯ হাজার। এরাই হবেন সোসাইটির ভোটার। এরমধ্যে আজীবন সদস্য ৮৫৩জন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ঐদিন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এবারের নির্বাচনে 'রুহুল-জাহিদ' ও 'সেলিম-আলী' প্যানেল -বাকী অংশে ৩২ পাতায়

যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিন, আঞ্চলিকতাকে নয়: রুহুল-জাহিদ

নিউ ইয়র্কঃযোগ্যতাকে প্রাধান্য দিন, আঞ্চলিকতাকে নয়। আর যোগ্য প্যানেল হিসাবে রুহুল-জাহিদ প্যানেলকে বিজয়ী করে বাংলাদেশ -বাকী অংশে ৩২ পাতায়

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছর পর স্বৈরাচার সরকারের পতনের প্রতিষ্ঠিত বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হলো নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষ্যে রোববার (১৩ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির কিউ গার্ডেনের আগ্রা প্যালেসে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিক, ক্লাব সদস্য আর কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের-বাকী অংশে ৩৭ পাতায়

অনিয়ম ও দুর্নীতিমুক্ত সোসাইটি গড়বো: সেলিম-আলী

নিউ ইয়র্কঃ অনিয়ম ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ সোসাইটি গড়ার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কের -বাকী অংশে ৩২ পাতায়

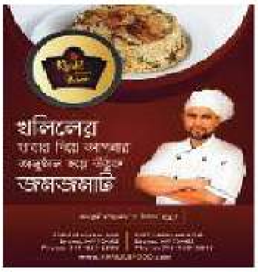

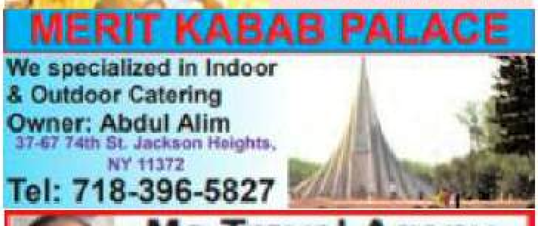

www.jonmobhumi.com

Editor: Ratan Talukder, Published by Jonmobhumi group Inc. 37-39-74 street,Jacktion Height,NY-11372.Tell: 718-380-6712 Cell: 646-327-7964,E-mail: Jonmabhumi@gmail.com